চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 79 Saturday, 18 February, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ৭৯ সংখ্যা ❋ ৫ ফাল্গুন, ১৪২৯, শনিবার, ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

ডিএ অসন্তোষে মুখ খুললেন মমতা

'ম্যাজিশিয়ান নই যে গুপী-বাঘার মতো টাকা চাইলেই চলে আসবে'

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৭ ফেব্রুয়ারিঃ রাজ্য বাজেটে সরকারি কর্মচারীদের তিন শতাংশ ডিএ বাড়ানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাতে সন্তুষ্ট নন সরকারি কর্মচারীদের একাংশ। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে কেন্দ্রীয় হারে ডিএ দিতে হবে। আর এই নিয়েই তীব্র ক্ষোভ দানা বাঁধতে শুরু করেছে সরকারি কর্মীদের মধ্যে। লাগাতার ধর্না চলছে। অনশন চলছে। রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপালের কাছে নিজেদের ক্ষোভের কথাও জানিয়েছেন তাঁরা। আজ আবার কলকাতার রাজপথে বকেয়া ডিএ-র দাবিতে মিছিল। বিধানসভা অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছে। আর এরই মধ্যে ডিএ নিয়ে অসন্তোষের বিষয়ে মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, ''আমি তো ম্যাজিশিয়ান নই, যে টাকা দাও বললেই গুপী গাইন-বাঘা বাইনের মতো মিষ্টি-টাকা চলে আসবে। টাকা জোগাড় করতে হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনা সত্ত্বেও আমরা তিন শতাংশ ডিএ দিয়েছি।'' প্রসঙ্গত, রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের একাংশ বকেয়া মহার্ঘভাতার দাবিতে আন্দোলনের পথে নেমেছেন। আন্দোলনের আঁচ ছড়িয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতেও। এদিন একযোগে রাজ্যের পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়-যাদবপুর, কলকাতা, রবীন্দ্রভারতী, আলিয়া ও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের একাংশ দুপুর দুটো থেকে তিন ঘণ্টার কর্মবিরতির ডাক দেয়। আগামী ২০ ও ২১ তারিখ বিক্ষুব্ধ সরকারি কর্মচারীরা 'পেন ডাউন' বা কর্মবিরতির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আন্দোলন ক্রমেই জটিল আকার নিতে শুরু করেছে। এরই মধ্যে মহার্ঘভাতা প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্য স্বাভাবিকভাবেই যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। যদিও মুখ্যমন্ত্রীর এই 'ম্যাজিশিয়ান নই' মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহসভাপতি দিলীপ ঘোষ। কটাক্ষের সুরে তিনি বলেছেন, ''মুখ্যমন্ত্রী নিজে বড় ম্যাজিশিয়ান। কারণ, কোন খাতের টাকা তিনি কোথায় খরচ করছেন, সেটা ম্যাজিশিয়ানের মতোই করছেন।'' প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রীর এই

মন্তব্যের বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল আন্দোলনরত সরকারি কর্মীদেরও। তাঁরা বলছেন, মুখ্যমন্ত্রী যেন তাঁদের বুঝিয়ে দেন, সরকারি কর্মচারীদের বেতনের জন্য কেন্দ্রের থেকে কত টাকা আটকে রাখা হয়েছে। যদি তিনি সেই হিসেব বুঝিয়ে দিতে পারেন, তাহলে তাঁরা দিল্লিতে গিয়েও আন্দোলন করবেন। এদিন বাঁকুড়ার ২ নম্বর ব্লকের বলরামপুর ফুটবল মাঠে সরকারি পরিষেবা অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী বললেন, ''বাঁকুড়ার ছাত্রছাত্রীরা বিখ্যাত। বাঁকুড়ার শিক্ষক- শিক্ষকরাও শিক্ষিত, উচ্চমানের শিক্ষা দেন। প্রতি বছর রেকর্ড খুললেই দেখতে পারি বাঁকুড়া প্রথম অথবা দ্বিতীয়, তৃতীয়। সব চিকিৎসক, আইনজীবী বাঁকুড়াতে জন্মেছেন। আমি প্রথমেই এখানে বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করে দিয়েছিলাম। আজ ৪০০ কোটি টাকার প্রোজেক্ট উদ্বোধন হয়েছে।'' শুধু তাই নয়। তাঁর কথায়, ''৫ বছরে ১০ লক্ষ ছেলেমেয়েকে নিজের পায়ে দাঁড় করাব'' দীর্ঘদিন ধরে উদ্বোধন করা প্রকল্প কেন বাস্তবায়িত হচ্ছে না তা নিয়েও জেলা প্রশাসনকে এর আগেরবার প্রশাসনিক বৈঠক থেকে কড়া বার্তা দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পঞ্চায়েত ভোটের আগে এবারও বাঁকুড়া জেলা থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বার্তা রাখলেন মমতা। এই অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে প্রায় ১৫০ কোটি টাকার ৩৭টি প্রকল্পের উদ্বোধন ও প্রায় ১৯০ কোটি টাকার ৩৫টি প্রকল্পের শিলান্যাস করেন তিনি। কর্মসংস্থানেরও বার্তা দেন। পাশাপাশি ১০০ দিনের কাজ থেকে আবাস যোজনা নিয়ে কেন্দ্রকে কটাক্ষও করেন। মুখ্যমন্ত্রী জানান, ''২০২৪ সালের মধ্যে বাঁকুড়ার ঘরে ঘরে নলবাহিত জল পৌঁছে যাবে। বাঁকুড়ায় আগে জল পাওয়া যেত না। ৭ লক্ষ ৬০ হাজার বাড়িতে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া হবে। ৩২০০ কোটি টাকার প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। উত্তরবঙ্গ-দক্ষিণবঙ্গ সংযোগকারী রাস্তা তৈরি হবে। ৬০ বছর বয়স হলে প্রাপকরা সরাসরি বার্ধক্য ভাতায় নথিভুক্ত হবেন। আগামী বছর বাংলায় ৮ কোটি কর্ম দিবস তৈরি হবে।'' মুখ্যমন্ত্রী এদিন আরও বলেন, ''আগে যখন আমরা আসতাম মাওবাদীদের অত্যাচারে মানুষ বের হতে পারতেন না। এই ১১ বছরে বাঁকুড়া থেকে মাওবাদী-আতঙ্ক দূর হয়েছে।বাঁকুড়া লালমাটির গর্ব এটা।'' দীর্ঘদিন ধরে উদ্বোধন করা প্রকল্প কেন বাস্তবায়িত হচ্ছে না তা নিয়েও জেলা প্রশাসনকে এর আগেরবার প্রশাসনিক বৈঠক থেকে কড়া বার্তা দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পঞ্চায়েত ভোটের আগে এবারও বাঁকুড়া জেলা থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বার্তা রাখেন মমতা।

নিয়োগ দুর্নীতিতে আরও তৎপর সিবিআই, একইদিনে গ্রেফতার ৬

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারিঃ একদিকে কুন্তল ঘোষকে জেরা করে যখন একের পর এক তথ্য সামনে আনছে ইডি, অন্যদিকে তখন তৎপরতা বাড়ল সিবিআই-এর। নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় একই দিনে মোট ৬ জনকে গ্রেফতার করল কেন্দ্রীয় এই সংস্থা। শুক্রবার যাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে একজন বাগদার বাসিন্দা চন্দন মণ্ডল। বাকিরা এই দুর্নীতিতে এজেন্ট হিসেবে কাজ করতেন বলে অভিযোগ। প্রত্যেককেই সিবিআই হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাঁদের জেরা করে নিয়োগ দুর্নীতি মামলার আরও অনেক তথ্য সামনে আসবে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। এই ৬ জনকেই শুক্রবার নিজাম প্যালেসে তলব করা হয়েছিল জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। তারপরই গ্রেফতার করা হয় তাঁদের। শুক্রবার যাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে, তাঁরা হলেন সুব্রত সামন্ত রায়, কৌশিক ঘোষ, শাহিদ ইমাম, শেখ আলি ইমাম, আব্দুল খালেক ও চন্দন মণ্ডুল। সূত্রের খবর, যাঁদের এদিন গ্রেফতার করা হয়েছে, তাঁরা বিভিন্ন জেলার এজেন্ট। চাকরি প্রার্থীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এই সব এজেন্টদের নাম তদন্তকারীরা জানতে পারেন। রঞ্জনকে ২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত, আব্দুল খালেককে ২০ ফেব্রুয়ারি

পর্যন্ত, সুব্রত সামন্ত রায়কে ২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সিবিআই হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কৌশিক ঘোষ, শেখ আলি ইমাম ও শাহিদ ইমামকে ২০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সিবিআই হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্কুল সার্ভিস কমিশনের গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি, নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশের মামলায় তাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে। জানা যাচ্ছে, কুন্তল ঘোষ বা চন্দন মণ্ডুলের মতো ব্যক্তিদের কাছে প্রার্থীদের যাঁরা নিয়ে আসত, তাঁদেরকেই জালে আনতে চায় সিবিআই। সেরকম এজেন্টদেরই এদিন গ্রেফতার করা হয়েছে। উল্লেখ্য, কুন্তল ঘোষ বা চন্দন মণ্ডুলের বিরুদ্ধে অভিযোগ মোটামুটি একই। টাকা নিয়ে চাকরি দেওয়ার অভিযোগ সামনে এসেছে তাঁদের বিরুদ্ধে। প্রাক্তন সিবিআই কর্তা উপেন বিশ্বাস প্রথম চন্দন মণ্ডুলের নাম সামনে এনেছিলেন। পরে তাঁকে বেশ কয়েকবার জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তাঁর হাত ধরে দুর্নীতির তদন্ত ত্বরান্বিত হবে বলে মনে করছেন গোয়েন্দারা।

'বিষ ইঞ্জেকশন দিয়ে মেরে ফেলা হতে পারে চন্দনকে'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারিঃ চন্দন মণ্ডলকে জেলের মধ্যে বিষাক্ত ইনজেকশন দিয়ে মেরে ফেলতে পারে এই তৃণমূল সরকার। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিবিআই-এর হাতে চন্দন গ্রেফতার হওয়ার পর এমনটাই বললেন বনগাঁ দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদার। শুক্রবার উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটার সুটিয়ায় বিজেপির একটি সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক বলেন, চাকরি দুর্নীতির একটি গোড়া আমাদের মহাকুমায় আছে। তাঁর নাম চন্দন মণ্ডল। আজ তাঁকে সিবিআই গ্রেফতার করেছে, চার দিনের হেফাজতে নিয়েছে। আগামিদিনে রাঘববোয়ালদের নাম সামনে আসবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। তথ্য প্রমাণ লোপাট করতে চন্দনকে মেরে ফেলা হতে পারে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। তৃণমূলকে আক্রমণ করে বিধায়ক বলেন, ''আমরা বাংলার সরকারকে বিশ্বাস করি না। এরা ছলনাময়ী। এরা জেলেও কিছু করতে পারে। সিবিআই-এর হেফাজতেও এরা লোক ঢোকাতে পারে। আসল চোর সামনে আনার জন্য এদের সুরক্ষা দেওয়ার দরকার আছে।''

বদলি মামলায় বিচারপতি বসুর মন্তব্য

'পড়ুয়া না থাকলে শিক্ষক পুষে লাভ নেই'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারিঃ ''দিল্লি যদি মডেল স্কুল করে দেখাতে পারে, পশ্চিমবঙ্গ কেন নয়? পড়ুয়া না থাকলে শিক্ষক পুষে লাভ নেই। তুলে দেওয়া হোক পড়ুয়াহীন স্কুল। প্রয়োজনে অর্থ (ফান্ড) জোগাড় করতে হবে।'' স্কুলে শিক্ষক বদলি সংক্রান্ত এক মামলার পর্যবেক্ষণে এমনই উল্লেখ করল কলকাতা হাইকোর্ট। শুক্রবার রাজ্যের শিক্ষা দফতরকে স্কুলের একটি মামলা হয়। সেখানে দেখা যায়, একটি বিদ্যালয়ে ১৩ জন পড়ুয়ার জন্য ৫ জন শিক্ষক রয়েছেন। অন্যদিকে অপর একটি স্কুলে প্রায় ৫৫০ পড়ুয়া আছে। কিন্তু বাংলার শিক্ষক নেই। ২০১৬ সাল থেকে নেই গণিতের শিক্ষকও। তারপরই বিদ্যালয়ের অনুমোদন প্রত্যাহারের জন্য শিক্ষা দফতরকে পরামর্শ দেন বিচারপতি বসু। উত্তরে শিক্ষা দফতরের আইনজীবী জানান, এটা করতে

বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু পরামর্শ দিয়ে বলেন, ''পড়ুয়া অত্যন্ত কম থাকলে স্কুলের অনুমোদন প্রত্যাহার করে নিন। অযথা শিক্ষক পুষে লাভ নেই। যেখানে ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে, সেখানে শিক্ষকদের পাঠান।'' শিক্ষক বদলিতে বিচারপতির কড়া দাওয়াই। বদলি পছন্দ না হলে পরে মামলা করুন। তবে নির্দেশ মতো স্কুলে না গেলে পরের মাস থেকে বেতন বন্ধ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিলেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। বিচারপতির আরও মন্তব্য, ''রাজনৈতিক চাপের কথা ভুলে যান।'' স্কুল শিক্ষা দফতরকে তাঁর পরামর্শ, রাজ্যের যে স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা অত্যন্ত কম, তার অনুমোদন প্রত্যাহার করুন। আইনে না থাকলেও হাওড়ার রসপুর স্কুলে নিরাপত্তা কর্মী দিতে নির্দেশ দিল আদালত। বিচারপতি বলেন, ''ছাত্রীদের নিরাপত্তা সবার আগে।'' হাওড়ার কমিশনারকে আদালতের নির্দেশ, সিভিক ভলান্টিয়ার দিয়ে ওই স্কুলের নিরাপত্তা দিতে। হাওড়ার রসপুর গেলে একটু সমস্যা আছে। স্থানীয় স্তরে সমস্যা হতে পারে। রাজনৈতিক চাপ আসতে পারে। স্কুলের শিক্ষক বদলি নিয়ে এর আগেও কড়া বার্তা দিয়েছিলেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। সম্প্রতি এই বদলি সংক্রান্ত গাইডলাইনও আনে রাজ্য সরকার। সেখানে বলা হয়, স্কুলে প্রতিটি বিষয়ে কতজন শিক্ষক রয়েছেন তা প্রথমে দেখা হবে। এরপরই শিক্ষক ও ছাত্রের সংখ্যার অনুপাত দেখে শিক্ষক বদলির সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। প্রাথমিকভাবে শিক্ষকদের পছন্দের জেলাতে বদলির ব্যবস্থা থাকলেও প্রয়োজনে তাতে বদলও আসতে পারে। জেলার মধ্যে কোনও স্কুলে অতিরিক্ত শিক্ষক থাকলে, প্রাথমিকভাবে তাঁদের পাঠানো হবে সেই জেলারই অন্য কোনও স্কুলে। যে সব শিক্ষক বা শিক্ষিকার শারীরিক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, যাঁদের বাড়িতে ছোট সন্তান রয়েছে, যাঁদের অবসরের মাত্র ২ বছর বা তার কম সময় বাকি, তাঁদের যাতে বদলি না করা হয় সেদিকেও নজর দেওয়া হবে।

আদানি-হিন্ডেনবার্গ বিতর্কে বড় অগ্রগতি

কেন্দ্রের মুখবন্ধ খাম নিল না শীর্ষ আদালত

নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারিঃ আদানি-হিন্ডেনবার্গ বিতর্কে বড় অগ্রগতি। কেন্দ্রের কাছ থেকে মুখবন্ধ খামে বিশেষজ্ঞ কমিটির সদস্যদের নাম নিতে রাজি হল না সুপ্রিম কোর্ট। শুনানি চলাকালীন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় বলেন, ''আমরা এই মামলায় সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা বজায় রাখতে চাই। যদি আমরা মুখবন্ধ খাম থেকে কেন্দ্রের পরামর্শ গ্রহণ করি, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই অন্য পক্ষ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া বা সেবি এবং অন্যান্য বিধিবদ্ধ সংস্থাগুলিও এই কাজ করতে সক্ষম। এরপর এক সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছিল, কেন্দ্রীয় সরকার শীর্ষ আদালতের পরামর্শ মতো কমিটির সদস্যদের নামের একটি তালিকা তৈরি করেছে। মুখবন্ধ খামে সেই নামের তালিকা শীর্ষ আদালতে হস্তান্তর করা হবে। সেই মতো, শুক্রবার কেন্দ্রের পক্ষ থেকে আদালতে

তা জানতে পারবে না। আমরা বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষার জন্য সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা চাই। আমরাই একটি কমিটি গঠন করব। আদালত এটা করলে পুরো বিষয়টির প্রতি মানুষের আস্থা থাকবে।'' চলতি মাসের শুরুতেই আমেরিকার হিন্ডেনবার্গ রিসার্চের পক্ষ থেকে আদানি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অ্যাকাউন্ট জালিয়াতির অভিযোগ তোলা হয়। তারপর থেকে আগানী গোষ্ঠীর আওতাধীন প্রায় সবকটি সংস্থার শেয়ারের দরের অবাক করা পতন ঘটেছে। ১০ ফেব্রুয়ারি, সুপ্রিম কোর্ট আদানি গ্রুপের বিরুদ্ধে স্টক ম্যানিপুলেশনের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বাজার নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য, কোনও প্রাক্তন বিচারপতির নেতৃত্বে বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি কমিটি গঠনের পরামর্শ দিয়েছিল কেন্দ্রকে। তাতে আপত্তি করেনি কেন্দ্র। তবে কেন্দ্র আরও জানিয়েছিল যে, একটি মুখবন্ধ খামে এই কমিটির সদস্য হওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তিবর্গের নামের এক তালিকা প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু সেই পরামর্শ গ্রহণ করেনি প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়, বিচারপতি এস নরসিংহ এবং বিচারপতি জেবি পর্দিওয়ালার সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ। বেঞ্চ জানিয়েছে, শীর্ষ আদালত নিজস্ব গবেষণার পর, একটি আদেশ জারি করে এই কমিটি গঠন করবে। শুনানি চলাকালীন প্রধান বিচারপতি আরও বলেন, ''নিয়ন্ত্রক সংস্থার ব্যর্থতাতেই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, এই অনুমান করে এই তদন্ত শুরু করা যায় না।'' এখনও পর্যন্ত, আদানি-হিন্ডেনবার্গ বিতর্ক নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মোট চারটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়েছে। আইনজীবী এমএল শর্মা এবং বিশাল তিওয়ারি, কংগ্রেস নেতা জয় ঠাকুর এবং মুকেশ কুমার নামে সমাজকর্মী এই বিষয়ে তদন্তের দাবি জানিয়ে মামলা করেছেন।

এসএসসি'তে ১৯১১ জনের চাকরি বাতিলের মামলায় ক্যাভিয়েট দাখিল সুপ্রিম কোর্টে

নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারিঃ স্কুল সার্ভিস কমিশনের গ্রুপ ডি নিয়োগের মামলায় ১৯১১ জনের চাকরি বাতিল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের তরফে। চাকরি বাতিলের নির্দেশে সেই মামলায় এবার ক্যাভিয়েট দাখিল করা হল সুপ্রিম কোর্টে। শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টে ক্যাভিয়েট দাখিল করলেন মূল মামলাকারী লক্ষ্মী টুংগা। মামলায় যাতে একতরফা নির্দেশ না দেওয়া হয়, সে কারণেই এই ক্যাভিয়েট দাখিল করা হয়েছে এদিন। অবৈধভাবে চাকরি পাওয়ার অভিযোগ উঠেছিল এই ১৯১১ জনের বিরুদ্ধে। কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন লক্ষ্মী টুংগা নামে এই চাকরি প্রার্থী। সম্প্রতি সেই মামলায় ১৯১১ জনের চাকরি বাতিল করার নির্দেশ দেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। একই সঙ্গে এতদিন পর্যন্ত পাওয়া বেতন ফেরত দেওয়ার নির্দেশও দিয়েছিলেন তিনি। যাঁদের চাকরি বাতিল হয়, তাঁরা ডিভিশন বেঞ্চে গেলে তাঁদের বেতন ফেরতের নির্দেশের ওপর স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছে। তবে চাকরি বাতিলের নির্দেশ বহাল আছে। ফলে, তাঁদের সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে। সে কারণেই এদিন ক্যাভিয়েট দাখিল করা হল। ১৯১১ জনের ভুল সুপারিশ হয়েছে বলে জানিয়েছিল কমিশন। তাই বিচারপতির নির্দেশ ছিল, কমিশনের সঙ্গে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ আরেকটি নোটিস দিয়ে বাতিল করবে এদের চাকরি। যে শূন্যপদ তৈরি হবে সেখানে অপেক্ষমান তালিকা থেকে চাকরিপ্রার্থীদের নিয়োগ দেওয়া হবে। ওই সব শূন্যপদে নিয়োগের নির্দেশও দেন তিনি। চাকরিহারারা ডিভিশন বেঞ্চে প্রশ্ন তোলেন, পাঁচ বছর শ্রমের বদলে তাঁরা বেতন পেয়েছেন। তা হলে কেন সেই টাকা ফেরাতে হবে? এদিন সেই মামলার শুনানি চলাকালীন বেতন ফেরতের নির্দেশে স্থগিতাদেশ দেয় ডিভিশন বেঞ্চ।

'সৎ রঞ্জন গ্রেফতার হয়ে কী হবে? কিচ্ছু হবে না', প্রতিক্রিয়া বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারিঃ বাগদার রঞ্জন তথা চন্দন মণ্ডলের কথা প্রথম সামনে এনেছিলেন প্রাক্তন সিবিআই কর্তা উপেন বিশ্বাস। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাসেও হাজির হয়েছিলেন তিনি। পরে বিচারপতির নির্দেশে হাইকোর্টে গিয়েছিলেন চন্দনও। গত বছর জুলাই মাসে বিচারপতি জানতে চেয়েছিলেন চন্দনকে সিবিআই জিজ্ঞাসাবাদ করছে কি না। তারপর অনেকগুলো মাস কেটে গিয়েছে। শুক্রবার সেই চন্দনকে গ্রেফতার করেছে সিবিআই। সে কথা শুনেও খুশি হলেন না বিচারপতি। শুক্রবার চন্দন গ্রেফতার হওয়ার পর বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাসে ওঠে সেই প্রসঙ্গ। অন্য একটি মামলা চলাকালীন আইনজীবী সুদীপ্ত দাশগুপ্ত বিচারপতিকে জানান, চন্দন গ্রেফতার হয়েছে। সে কথা শুনে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় মন্তব্য করেন, ''সৎ রঞ্জন গ্রেফতার হয়ে কী হবে? কিছুই হবে না। সাত মাস চুপ করে বসে ছিলেন। এখন কী হবে?'' অর্থাৎ সিবিআই-এর এই পদক্ষেপে যে তিনি খুব একটা সন্তুষ্ট নন, সেটা তাঁর কথায় স্পষ্ট। উল্লেখ্য, গত বছর উপেন বিশ্বাস মুখবন্ধ খামে কিছু তথ্য তুলে দেন আদালতের কাছে। উপেন বিশ্বাসের দেওয়া সেই নোটের ওপর ভিত্তি করে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি জানিয়েছিলেন, বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত রয়েছে ওই নোটে। এদিন বিচারপতির প্রতিক্রিয়ার কথা শুনে তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, ''উনিই তো তদন্তভার সিবিআই-এর হাতে দিয়েছিলেন। এখন হতাশ। এর চেয়ে রাজ্য পুলিশই তো তদন্ত করতে পারত। মহামান্য আদালত ভেবে দেখুন পুলিশের হাত থেকে নিয়ে সিবিআই-কে তদন্তভার দেওয়া কতটা ঠিক। ভবিষ্যতে ভেবে দেখতে বলব।''

বাবার দল-চিহ্ন সবই খোয়ালেন উদ্ধব! 'শিবসেনা' এখন থেকে একনাথেরই

মুম্বই, ১৭ ফেব্রুয়ারিঃ মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি তো আগেই গিয়েছিল। এবার হাতছাড়া হল দল-ও। ঠাকরে পরিবারের হাতে আর রইল না শিবসেনা। এবার থেকে দলের নাম থেকে শুরু করে দলীয় চিহ্ন সবেরই উপরে একছত্র অধিকার একনাথ শিন্ডে গোষ্ঠীর। নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তে বিপাকে উদ্ধব শিবির। এর পাশাপাশি, নির্বাচন কমিশনের পর্যবেক্ষণ, শিবসেনার বর্তমান সংবিধান অগণতান্ত্রিক। কোনও নির্বাচন ছাড়াই অগণতান্ত্রিকভাবে একটি গোষ্ঠীর লোকেদের পদাধিকার বলে নিয়োগ করা হয়েছে এই দলে। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, এ ধরনের দলীয় কাঠামো মানুষের মধ্যে আস্থা সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হবে। ২০২২ সালের জুন মাসে ৩৬ জন বিধায়কের সমর্থন নিজের দিকে টেনে উদ্ধব ঠাকরেকে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি থেকে হঠিয়ে দেন একদা ঠাকরে পরিবারের অনুগত শিবসেনা নেতা একনাথ শিন্ডে। অবশ্যই, এবিষয়ে তাঁকে সাহায্য করেছিল বিজেপি। সেই সময় থেকেই শিন্ডে দাবি করেছিলেন, তাঁরাই 'আসল' শিবসেনা। দলের 'মালিকানা' প্রসঙ্গে কমিশনের কাছে উদ্ধব ও শিন্ডে দুই গোষ্ঠীই নিজেদের দাবি রেখেছিল। অবশেষে, জয়ী হল শিন্ডে শিবির। শিবসেনার নাম এবং নির্বাচনী প্রতীক তির-ধনুক প্রতীক দুই-ই ব্যবহারের অনুমতি পেলেন তাঁরা। এদিকে এদিন কমিশনের সিদ্ধান্ত ঘোষণার পরে উদ্ধব শিবিরের অরবিন্দ সাওয়ান্ত জানিয়েছেন, এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা। এদিনের নির্দেশে কমিশন জানিয়েছে, ২০১৮ সালে শিবসেনার সংশোধিত সংবিধান ভারতের নির্বাচন কমিশনের কাছেও পাঠানো হয়নি। ১৯৯৯ সালে কমিশনের নির্দেশেই প্রয়াত বালাসাহেব ঠাকরে পার্টি সংবিধানে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি প্রবর্তনের কাজ করেছিলেন। কমিশনের দাবি, শিবসেনার মূল সংবিধানের অগণতান্ত্রিক নিয়ম যেগুলো ১৯৯৯ সালেও কমিশন স্বীকৃতি দেয়নি, গোপন পদ্ধতিতে সেগুলিই ফিরিয়ে আনা হয়েছিল শিবসেনার দলীয় সংবিধানে।

'কাউকে গার্ড দিতে যাবে না তৃণমূল' চন্দন মণ্ডলের গ্রেফতারিতে প্রতিক্রিয়া কুণালের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারিঃ ''যাঁরা অপরাধ করেছেন তাঁদের গ্রেফতার করুক। এতে তৃণমূলের কিছু বলার নেই।'' বাগদার চঃদন মণ্ডল গ্রেফতারের ঘটনায় এমনই প্রতিক্রিয়া জানালেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। এদিন কুণাল বলেন, ''কারও নামে অভিযোগ এসেছে। কেউ গ্রেফতার হয়েছে। এখানে দল তৃণমূল কংগ্রেস জড়াবে না। এখন সিবিআইয়ের ক্রেডেবিলিটি ডাউন করা হচ্ছে।'' তাঁর আরও বক্তব্য, ''কোনও দুর্নীতি তৃণমূল করতে বলেনি। কাউকে গার্ড দিতেও তৃণমূল যাবে না। যাঁরা অপরাধ করেছেন তাঁদের গ্রেফতার করুক। এতে দলের কিছু বলার নেই।'' সবশেষে তাঁর কুণাল জানান, ''কিছু ভুল হয়েছে, অন্যায় হয়েছে সেটা তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি। আমরা বলছি, এসব করে ভাল কাজকে ছোট করবেন না।'' প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতিতে সিবিআইয়ের হাতে গ্রেফতার হয়েছেন বাগদার চন্দন মণ্ডল ওরফে রঞ্জন। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বহুদিন ধরেই উঠে এসেছিল এই ব্যক্তির নাম। নিজাম প্যালেসে তাঁকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন সিবিআই অফিসাররা। কিন্তু কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর না দেওয়ার কারণেই শুক্রবার চন্দন মণ্ডলকে গ্রেফতার করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডি-র নজরেও ছিল

বাগদার রঞ্জন ওরফে চন্দন মণ্ডল। কেন্দ্রীয় এজেন্সির দাবি, রঞ্জনের খোঁজ মিলছিল না। একাধিকবার নোটিস দেওয়া সত্ত্বেও সাড়া মেলেনি তাঁর। দিনকয়েক আগে বাগদায় রঞ্জন ওরফে চন্দন মণ্ডলের বাড়িতেও নোটিস টাঙিয়ে দিয়ে আসেন ইডি-র আধিকারিকরা। ইডি-র দাবি, নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে জানা যায়, বাগদার রঞ্জন ওরফে চন্দন মণ্ডল মিডলম্যান হিসেবে কাজ করতেন। ২০২১ সালের ২১ এপ্রিল প্রাক্তন সিবিআই কর্তা তথা বাগদার প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক উপেন বিশ্বাসের প্রথম শোনা যায় চন্দন মণ্ডলের নাম। চন্দনকে 'বাগদার সৎ রঞ্জন' বলে উল্লেখ করেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, মোটা টাকার বিনিময়ে বহু মানুষকে প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিকে চাকরি পাইয়ে দিয়েছেন চন্দন। এমনকী তাঁর সততার প্রশংসা করে তিনি বলেন, চাকরি না দিতে পারলে টাকা ফেরত দিয়েছেন তিনি। এর পরই আদালতে ওঠে বিষয়টি। বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশে চন্দনের বিরুদ্ধে এফআইআর করে সিবিআই। এর পর তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য একাধিকবার তলব করা হয়। কিন্তু এতদিন তাঁর কোনও খবর পাওয়া যায়নি। এমনকী, বাগদায় চন্দন মণ্ডলের বাড়িতে হানা দিয়েও তার সন্ধান পাননি গোয়েন্দারা। পরে গত বছর জুলাই মাসে সিবিআই চন্দনের হদিস পায়। তাঁকে একাধিক বার জেরাও করেন গোয়েন্দারা। কলকাতা হাইকোর্টে হাজিরাও দেন তিনি। এবার সিবিআই-এর হাতে গ্রেফতার হলেন তিনি।

নতুন রাজ্যপাল পেল বিহার

পাটনা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ আর্লেকর শুক্রবার বিহারের ৪১ তম রাজ্যপাল হিসাবে শপথ নিয়েছেন। পাটনা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি চক্রধারি শরন সিং এদিন পাটনার রাজভবনে তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান। মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার, উপমুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী প্রসাদ যাদব সহ বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত ছিলেন।ফাগু চৌহানের জায়গায় শ্রী আর্লেকর এই পদে এলেন। ফাগু চৌহান মেঘালয়ের রাজ্যপাল নিযুক্ত হয়েছেন। কিছু দিন আগেই রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ আর্লেকরকে বিহারের রাজ্যপাল নিযুক্ত করা হয়।

বিজয়ীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ শুক্রবার ওস্তাদ বিসমিল্লাহ খান যুব পুরস্কারে ভূষিত প্রতিভাবান যুবকদের অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সঙ্গীত নাটক আকাদেমির একটি টুইটের জবাবে প্রধানমন্ত্রী টুইট করেছেন, ওস্তাদ বিসমিল্লাহ খান যুব পুরস্কারে ভূষিত প্রতিভাবান তরুণদের অভিনন্দন। তার ভবিষ্যৎ প্রচেষ্টার জন্য শুভকামনা। তিনি ভবিষ্যতে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সঙ্গীতকে জনপ্রিয় করে তুলুন।

কেসিআরকে জন্মদিনে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ আজ শুক্রবার তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে. চন্দ্রশেখর রাও (কেসিআর)'র ৬৯তম জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী তাঁর দীর্ঘায়ু ও সুস্থ জীবন কামনা করেছেন। এদিন প্রধানমন্ত্রী মোদী টুইট করেছেন, 'তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাওকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা। আমি তার দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন কামনা করছি। উল্লেখ্য, তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে. চন্দ্রশেখর রাওকে 'কেসিআর' নামে ডাকে। তিনি 'কেসিআর' নামেই বিখ্যাত। 'কেসিআর' তেলেঙ্গানা রাষ্ট্র সমিতির প্রতিষ্ঠাতা। তিনি গত বছর তার দলের নাম পরিবর্তন করে ভারত রাষ্ট্র সমিতি রাখেন।

উত্তরপ্রদেশে বিজেপি নেতা খুন

বালিয়া, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ বৃহস্পতিবার রাতে বিজেপি নেতা তথা আসানওয়ার গ্রামের প্রাক্তন প্রধান সুরেশ ভার্মাকে গুলি করে খুন করা হয়েছে বলে শুক্রবার পুলিশ জানিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, গ্রামের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর জন্য জামিন পেয়ে বাড়ি ফিরছিলেন, তখন একটি বাইকে থাকা দুই হামলাকারী পেছন থেকে এসে বিজেপি নেতার দিকে গুলি চালায়। বালিয়ার এসপি রাজকরণ নায়ার জানান, তিনজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। তিনজনের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং দুজনকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে এবং জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তিনি বলেন, হামলাকারীদের খোঁজে দল গঠন করা হয়েছে।

রেল চলাচল স্বাভাবিক হল সুলতানপুরে

সুলতানপুর, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ উত্তরপ্রদেশের সুলতানপুর রেলওয়ে স্টেশনে প্রায় ২৪ ঘণ্টা পর রেল চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে। সুলতানপুর রেল সেকশন হয়ে লখনউ বারাণসীতে আপ এবং ডাউন রুটে যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল শুরু করেছে। প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার সকালে সুলতানপুর জংশনের দক্ষিণ কেবিনের কাছে দুটি পণ্যবাহী ট্রেনের মুখোমুখি সংঘর্ষে আটটি বগি লাইনচ্যুত হয়। একটি উচ্চপর্যায়ের টিম বিষয়টি নিয়ে কারিগরি তদন্ত শুরু করেছে। প্রথম একটি ট্র্যাক শুরু, যার ভিত্তিতে সকাল ৮টা ৪০ মিনিটে পণ্যবাহী ট্রেনটি বারাণসীতে পাঠানো হয়। একইভাবে এক ঘণ্টা পর সকাল ৯টা ৪০ মিনিটে দ্বিতীয় পণ্যবাহী ট্রেনটি ছেড়ে দেওয়া হয়। শুক্রবার ভোররাতে যাত্রীবাহী ট্রেনটিকেও ফ্ল্যাগ অফ করা হয়েছিল। যার মধ্যে মহাকাল এক্সপ্রেস, মহামনা এক্সপ্রেস, শ্রমজীবী এক্সপ্রেস এবং সাকেত এক্সপ্রেস ট্রেনগুলি বের করা হয়। লক্ষ্ণৌ থেকে বিভাগীয় আধিকারিকদের উপস্থিতিতে রাতভর একটি বিশেষ প্রচার চালানো হয়েছিল।

উত্তর রেলের মহাব্যবস্থাপক আশুতোষ গাঙ্গুল জানিয়েছেন, সিগন্যালের কারণেই প্রাথমিকভাবে এই দুর্ঘটনা বলে মনে হচ্ছে। উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নির্দেশে তদন্ত করা হয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে আমরা পরবর্তী ব্যবস্থা নেব। প্রতিবেদনের ভিত্তিতে দুর্ঘটনা বন্ধের চেষ্টা করা হবে এবং আমরা ভবিষ্যতে এর সমাধানের দিকে এগিয়ে যাব।

ভবিষ্যতে হিন্দির মহাকুম্ভ হয়ে উঠবে বিশ্ব 'হিন্দি' সম্মেলন ঃ এস জয়শঙ্কর

নাদি (ফিজি), ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ ভবিষ্যতে হিন্দির মহাকুম্ভ হয়ে উঠবে বিশ্ব 'হিন্দি' সম্মেলন। এই মন্তব্য করলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। একইসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, হিন্দি ভাষাকে বিশ্বভাষা করার পবিত্র সংকল্পে নিযুক্ত হিন্দি প্রেমীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ প্রদান করবে বিশ্ব হিন্দি সম্মেলন। শুক্রবার ফিজির নাদিতে আয়োজিত তিন দিনব্যাপী দ্বাদশ বিশ্ব হিন্দি সম্মেলনের সমাপনী অনুষ্ঠানে বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর বলেছেন, হিন্দিকে বিশ্বভাষা করার লক্ষ্য অর্জনের জন্য সমস্ত হিন্দি প্রেমিকদের একসঙ্গে কাজ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উল্লেখ্য, ৩০টিরও বেশি দেশের এক হাজারেরও বেশি পণ্ডিত ও সাহিত্যিক এই সম্মেলনে অংশ নেন। সমাপনী অনুষ্ঠানে ফিজির উপপ্রধানমন্ত্রী বিমান প্রসাদও উপস্থিত ছিলেন। সমাপনী অনুষ্ঠানে দেশবিদেশে হিন্দির প্রচার, প্রসার ও উন্নয়নে কাজ করা ২৫ জন পণ্ডিত ও সংস্থাকেও সম্মানিত করা হয়। বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর বলেছেন, আমাদের উচিত একবার

ভারতে এবং একবার বিদেশে এই সম্মেলনের আয়োজন করা, যাতে সমস্ত হিন্দি প্রেমিক এবং যারা হিন্দি ভাষা প্রচার করতে চায় তারা একটি সুযোগ পায়। আমাদের লক্ষ্য হিন্দিকে কীভাবে একটি বিশ্বব্যাপী ভাষা করা যায়। এস জয়শঙ্কর আরও বলেছেন, আমাদের কাছে অনেক প্রশ্ন এসেছে, যে সামনের পথ কী হবে? আমি মনে করি সকলের প্রত্যাশায় এই সম্মেলন উয়ে উঠবে হিন্দির একটি 'মহাকুম্ভ', যেখানে সারা বিশ্বের মানুষ আসবেন।

কোয়ারেন্টাইন এনক্লোজার গতবারের চেয়ে ভালো, শনিবারই দেশে আসছে ১২টি চিতা

নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ দ্বিতীয় দফায় দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে

ভারতে আসছে আরও ১২টি চিতা। কোয়ারেন্টাইন এনক্লোজার গতবারের চেয়ে এবার যথেষ্ট ভালো, সেখানেই কিছুদিন রাখা হবে ১২টি চিতাকে। ১৮ ফেব্রুয়ারি (শনিবার) ভারতে এসে পৌঁছবে ১২টি চিতা। এই ১২টি চিতার মধ্যে ৭টি পুরুষ ও ৫টি স্ত্রী চিতা। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ১২টি চিতাকে দেশে নিয়ে আসছে ভারতীয় বায়ুসেনার সি-১৭ গ্লোবমাস্টার বিমান। ১৮ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব এবং মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান ১২টি চিতাকে কুনো জাতীয় উদ্যানে ছেড়ে দেবেন। চিতা প্রকল্পের প্রধান এসপি যাদব শুক্রবার বলেছেন, মধ্যপ্রদেশের কুনো জাতীয় উদ্যানে ১২টি আফ্রিকান চিতাকে রাখার জন্য যাবতীয় প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে, যাতে চিতাগুলি কোনও সমস্যার সম্মুখীন না হয়। তিনি বলেছেন, ক্লোজ ক্যামেরা ইনস্টল করা হয়েছে এবং লাইভ ট্র্যাকিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমরা এবার যে কোয়ারেন্টাইন এনক্লোজার তৈরি করেছি তা আগেরটির চেয়ে ভাল।

কুয়োয় পড়ল গাড়ি, মৃত্যু দুই যুবকের

আহমেদাবাদ, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ গির সোমনাথ জেলার কোডিনারে একটি কুয়োয় পড়ে যায় গাড়িটি। দুর্ঘটনায় দুইজনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে। রাতভর

উদ্ধার অভিযানের পর শুক্রবার ভোররাতে গাড়িটিকে সফলভাবে কুয়ো থেকে বের করা হয়। তথ্য অনুযায়ী, গভীর রাতে কোডিনার ফাচারিয়া গ্রামের পেট্রোল পাম্পের কাছে গাড়ির চালক স্টিয়ারিংয়ের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। এর পর পাশের রেলিং ভেঙে গাড়িটি সরাসরি কুয়ায় পড়ে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে আশপাশের লোকজন ভিড় জমায়। খবর পেয়ে দমকল কর্মীরা পৌরসভার টিমসহ কোস্টগার্ডের দলও ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। প্রায় ৬ থেকে ৭ ঘণ্টার উদ্ধার অভিযানের পর গাড়িটি বের করা সম্ভব হলেও এতে থাকা দুই যুবককে বাঁচানো যায়নি। দুই যুবকের মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। দুই যুবকই মেহসানা জেলার ভাদনগরের বসিন্দা জানা গেছে।

বেকসুর খালাস আব্দুল করিম টুন্ডা

রোহতক, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রমাণের অভাব ১৯৯৭ সালের পানিপত বোমা বিস্ফোরণ মামলায় বেকসুর খালাস ঘোষিত হল সন্ত্রাসী আব্দুল করিম টুন্ডা। শুক্রবার পানিপত বোমা বিস্ফোরণ মামলায় অতিরিক্ত দায়রা বিচারক রাজকুমার যাদবের আদালত প্রমাণের অভাবে বেকসুর খালাস ঘোষণা করেছে টুন্ডাকে। তাকে এদিন ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আদালতে হাজির করা হয়। যথেষ্ট তথপ্রমাণের অভাবে বেকসুর খালাস ঘোষণা করা হয়েছে টুন্ডাকে। ১৯৯৬ সালের সোনিপত বোমা বিস্ফোরণ মামলাতেও সে আজমির কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী।

ক্যালশিয়ামের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি

১৭ জানুয়ারী ঃ দেশের শীর্ষ স্থানীয় ফার্মাব্র্যান্ড গুলির মধ্যে একটি, টরেন্ট ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড, সম্প্রতি টিভি এবং ডিজিটাল জুড়ে তার প্রথম ১২সপ্তাহ ব্যাপী ক্যাম্পেইন উন্মোচন করেছে। এই নতুন ক্যাম্পেইন Be Shelcal Strongb -এর মাধ্যমে ফার্মাজায়া টি তার শীর্ষ স্থানীয় এবং নম্বর ১ ডাক্তার প্রস্তাবিত ক্যালসিয়াম সাপ্লিমেন্ট ব্র্যান্ড শেলক্যাল ৫০০ কেওভার দ্য কাউন্টার ক্যালসিয়াম সাপ্লিমেন্ট ব্র্যান্ড হিসাবে প্রবেশের ঘোষণা দিয়েছে। ক্যাম্পেইনের লক্ষ্য হল ক্যালসিয়ামের চাহিদা পূরণের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

জম্মু-কাশ্মীর শুষ্কই থাকবে, শ্রীনগরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২.৮ ডিগ্রি

শ্রীনগর, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ দ্রুত পারদ চড়ছে জম্মুকাশ্মীরে, গরম বাড়ছে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখেও। শ্রীনগরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বেড়ে ২.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ২৪ ঘঃটা জম্মুকাশ্মীর ও লাদাখের আকাশ মূলত পরিষ্কার থাকবে, আবহাওয়া থাকবে শুষ্ক। এই মুহূর্তে কাশ্মীরের নানা স্থানে তাপমাত্রা এখনও হিমাঙ্কের নীচেই রয়েছে। শুক্রবার শ্রীনগরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২.৮ ডিগ্রি, পহেলগামে মাইনাস ০.৯ ডিগ্রি, গুলমার্গে মাইনাস ০.২ ডিগ্রি, জম্মুতে ১২.৯ ডিগ্রি। লাদাখেও চড়ছে তাপমাত্রার পারদ, তবুও কনকনে ঠান্ডা রয়েছে। লাদাখের দ্রাসে তাপমাত্রা বেড়ে এদিন মাইনাস ৬.৪ ডিগ্রিতে পৌঁছেছে, লেহতে ২.৮ ডিগ্রি ও কার্গিলে ৬.৬ ডিগ্রি। তাপমাত্রার পারদ ধীরে ধীরে বাড়ছে জম্মুকাশ্মীর ও লাদাখে।

হরিয়ানার ভিওয়ানিতে দগ্ধ দু''টি নরকঙ্কাল উদ্ধার, তদন্ত শুরু

ভিওয়ানি, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ হরিয়ানার ভিওয়ানি জেলার বারওয়াস গ্রাম থেকে উদ্ধার হয়েছে অগ্নিদগ্ধ দু''টি নরকঙ্কাল। পুলিশ জানিয়েছে, দেহ দু'টি রাজস্থানের ভারতপুর থেকে অপহৃত দু'জনের হতে পারে। অভিযোগ, গরু পাচারকারী সন্দেহে তাঁদের অপহরণ করে খুন করা হয়েছে। অথবা গাড়িতে আগুন লেগেও মৃত্যু হতে পারে। ভিওয়ানির লোহারু পুলিশের ডেপুটি সুপার জগৎ সিং জানিয়েছেন, মৃতদের নাম নাসির (২৫) এবং জুনেইদ ওরফে জুনা (৩৫)। তাঁরা ভারতপুরের ঘাটমিকা গ্রামের বাসিন্দা। ভারতপুরের থানায় ওই দুই ব্যক্তির অপহরণের অভিযোগে এফআইআর দায়ের হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল, বুধবার একটি বোলেরো গাড়িতে চেপে বাড়ি থেকে বার হয়েছিল তারা। কাজে যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন তাঁরা। অভিযোগ, আট থেকে ১০ জন ব্যক্তি তাঁদের অপহরণ করেন। পরে খুন করে। শুক্রবার রাজস্থানের ভরতপুর রেঞ্জের আইজি গৌরব শ্রীবাস্তব বলেছেন, এফআইআরএ যাদের নাম রয়েছে তাদের পাকড়াও করা হবে শীঘ্রই। যারা অপহৃত হয়েছিল তাদের নাম জুনাইদ ও নাসির। জুনাইদের নামে ৫টি মামলা রয়েছে। ডিএনএ পরীক্ষার পরই দেহগুলি শনাক্ত করা সম্ভব হবে।

রাজস্থানে গ্যাস ট্যাঙ্কার ও ট্রাকের সংঘর্ষে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, মৃত্যু ৪

আজমের, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজস্থানের আজমের জেলায় গ্যাস ট্যাঙ্কার ও ট্রাকের সংঘর্ষে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় অগ্নিদগ্ধ হয়ে প্রাণ হারালেন ৪ জন। এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ৩ জন। গ্যাস ট্যাঙ্কার ও ট্রাকের মধ্যে সংঘর্ষের অভিঘাতে আগুন ধরে যায় গ্যাস ট্যাঙ্কারে, আর তাতেই মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের। বৃহস্পতিবার রাত ১২.৩০ মিনিট নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে আজমের জেলার বেওয়ার থানা এলাকায় জাতীয় সড়কের ওপর রানী বাগ রিসোর্টের কাছে। পুলিশ জানিয়েছে, গ্যাস ট্যাঙ্কার ও ট্রাকের মধ্যে সংঘর্ষের জেরে জোরালো শব্দে বিস্ফোরণ হয়। এরপর গ্যাস ট্যাঙ্কারে আগুন ধরে যায়। প্রায় ৪০০ মিটার পর্যন্ত সড়ক ও আশপাশের এলাকায় আগুন ধরে যায়। মিশ্রীপুরা ও গরিব নওয়াজ কলোনিসহ আশেপাশে ছড়িয়ে পড়া আগুনে ১০টির বেশি বাড়িতে আগুন ধরে যায়। মৃতদের মধ্যে গ্যাস ট্যাঙ্কার ও মার্বেল পাথর নিয়ে যাওয়া ট্রাকের খালাসি রয়েছেন। দমকলের দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে।

বিশ্বে করোনায় আক্রান্ত ১ লাখ ৫১ হাজার ৫৬৫ জন

ওয়াশিংটন, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ গত ২৪ ঘণ্টায় সারা বিশ্বে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ১ লাখ ৫১ হাজার ৫৬৫ জন। মহামারির শুরু থেকে এখন পর্যন্ত ভাইরাসে আক্রান্ত মোট রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৭ কোটি ৮১ লাখ ২৭ হাজার ১৯৭ জনে। একই সময়ে ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ১ হাজার ২৩ জন। বিশ্বজুড়ে মৃতের সংখ্যা পৌঁছেছে ৬৭ লাখ ৮৬ হাজার ৭৩৫ জনে। শুক্রবার সকালে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত, মৃত্যু ও সুস্থতার হিসাব রাখা ওয়েবসাইট ওয়ার্ল্ডোমিটার থেকে এই তথ্য পাওয়া গেছে। এর আগের ২৪ ঘণ্টায় সারা বিশ্বে করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন ১ লাখ ৫৬ হাজার ৭৪৫জন। আর মৃত্যু হয়েছিল ৮৫২ জনের। অর্থাৎ মৃত্যুশনাক্ত দুটিই বেড়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ভাইরাসে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়েছে জাপানে। দেশটিতে ২৮ হাজার ৭৭২ নতুন রোগী শনাক্ত হয়েছেন। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২২ হাজার ৬১ জন সংক্রমিত হয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রে। আর তৃতীয় সর্বোচ্চ ২০ হাজার ৯১১জন আক্রান্ত হয়েছেন জার্মানিতে। অন্যদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে সবচেয়ে বেশি প্রাণহানি হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে। এ সময়ে দেশটিতে ভাইরাসে মৃত্যু হয়েছে ২৫১ জনের। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে জাপানে। আর তৃতীয় সর্বোচ্চ ১২৫ জন মারা গেছেন জার্মানিতে।

কৃষি ভর্তুকি বাড়িয়ে কৃষক-বান্ধব প্রকল্প ঘোষণা বোম্মাইয়ের

বেঙ্গালুরু, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ নির্বাচনী বছরে কৃষকদের আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে কৃষিবান্ধব প্রকল্প ঘোষণা করলেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী বাসভরাজ বোম্মাই। শুক্রবার কর্ণাটক বিধানসভায় রাজ্য বাজেট ঘোষণা করেছেন বোম্মাই, তিনি বলেছেন আগামী আর্থিক বছর থেকে কৃষকদের দেওয়া সুদমুক্ত স্বল্পমেয়াদী ঋণের সীমা ৩ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করা হবে। এটি কৃষিসম্পর্কিত ক্রিয়াকলাপের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির ক্ষেত্রে ঝামেলামুক্ত এবং প্রয়োজনভিত্তিক ঋণ সুবিধার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করবে। তিনি জানান, এই বছর, ৩০ লক্ষেরও বেশি কৃষককে ২৫ হাজার কোটি টাকার ঋণ বিতরণ করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, রামনগরে রামমন্দির নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হবে। আগামী ২ বছরে, আমাদের সরকার ১০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন মন্দির ও মঠের ব্যাপক উন্নয়ন ও সংস্কার করবে।

ভোট শেষ হতেই রাজনৈতিক উত্তেজনা, দুই দলের সংঘর্ষে আহত ৫

আগরতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ ত্রিপুরায় নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে সমাপ্ত হলেও রাতেই উত্তেজনা ছড়িয়েছে বিভিন্ন স্থানে। এমনই গতরাতে আগরতলায় স্বামী বিবেকানন্দ আবাসনে বিজেপি এবং কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষে চরম উত্তেজনা ছড়িয়েছে। তাতে পাঁচজন গুরুতর আহত হয়ে জি বি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। আজ সকালে ওই আবাসনের পাশে পাইপ বোম উদ্ধার হয়েছে। বোম স্কোয়াড ওই বোমটি নিষ্ক্রিয় করেছে। পুলিশ ওই ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করেছে। স্থানীয় বিধায়ক তথা কংগ্রেস প্রার্থী সুদীপ রায় বর্মণ সরাসরি বিজেপিকে নিশানা করেছেন। বিজেপি প্রার্থী পাপিয়া দত্তও কংগ্রেস প্রার্থীর দিকেই অভিযোগের আঙ্গুল তুলেছেন। এদিকে, ওই ঘটনায় দোষীর শাস্তি চেয়ে বিজেপি কর্মীরা ভিআইপি রোড অবরোধ করেছেন। কংগ্রেস প্রার্থী সুদীপ রায় বর্মণ আজ অভিযোগ করেছেন, বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতি গত রাতে হামলা হুজ্জুতী করেছে। পাল্টা প্রতিরোধে কয়েকজনকে স্থানীয় মানুষ মারধর করেছেন। তিনি বলেন, বিজেপির ভয়ভীতি উপেক্ষা করে স্বামী বিবেকানন্দ আবাসনের নিরীহ গরীব মানুষ ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। তাই, গত রাতেই তাঁরা বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতিদের রক্তচক্ষুর শিকার হয়েছেন। ওই আবাসনেই জবরদখল করে থাকা লিটন মোদকের নেতৃত্বে দুষ্কৃতিরা আবাসিকদের মারধর করেছেন। তাই, অন্যান্য আবাসিকরা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন। এদিকে, ওই ঘটনার জন্য বিজেপি প্রার্থী পাপিয়া দত্ত সরাসরি কংগ্রেস প্রার্থীকে নিশানা করেছেন। তিনি বলেন, সিপিএমের সমর্থিত মাফিয়াদের হাতিয়ার করে হেভিওয়েট কংগ্রেস প্রার্থী নিরীহ বিজেপি কর্মীদের উপর সন্ত্রাস চালানো হয়েছে। তাতে, মহিলা সহ ৫ জন বিজেপি কর্মী গুরুতর আহত হয়েছেন। তাঁদের বর্তমানে জি বি হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। তাঁর অভিযোগ, ওই হেভিওয়েট কংগ্রেস প্রার্থী বরাবর মানুষকে নিয়ে খেলা করেন। ভোটে হার নিশ্চিত জেনে আবারও নোংরা খেলায় মেতে উঠেছেন। ওই ঘটনায় আহতদের দেখতে আজ জি বি হাসপাতালে গেছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। তিনি হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, শান্তিপূর্ণ নির্বাচন এবং ভোটের হার দেখে বিরোধীরা পরাজয় নিশ্চিত বুঝে গেছেন।

ভূমিকম্পে তুরস্ক-সিরিয়ায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৪৩,৮৫৮

আঙ্কারাদামাস্কাস, , ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ শক্তিশালী ভূমিকম্পে তুরস্কসিরিয়ায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে অন্তত ৪৩,৮৫৮ জন। শুক্রবার তুরস্কের দুর্যোগ কর্তৃপক্ষ বলছে, দেশটিতে অন্তত ৩৮ হাজার ৪৪ জন নিহত হয়েছেন। অন্যদিকে, সিরিয়ার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলছে, সরকার নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল এক হাজার ৪১৪ জন নিহত হয়েছেন। জাতিসংঘের হিসাবে, সিরিয়ার বিদ্রোহী নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে চার হাজার ৪০০ জন নিহত হয়েছেন। গেল ৬ ফেব্রুয়ারি ভোরের দিকে ৭ দশমিক ৮ মাত্রার একটি ভূমিকম্প তুরস্ক ও সিরিয়ায় আঘাত হানে। পরে দুপুরের দিকে আরও একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প তুরস্কে আঘাত হানে। দেশ দুটিতে ভূমিকম্পে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বহু বাড়িঘর ভেঙে পড়েছে। বহু লোকজন ঘরছাড়া হয়ে সাময়িক আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিয়েছেন। তুরস্ক অনেক দেশের কাছ থেকে সাহায্যের আশ্বাস পেয়েছে। তবে সিরিয়ায় বিদ্রোহী নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে ত্রাণ সাহায্য নিয়ে কিছুটা জটিলতা রয়েছে। ভয়াবহ ভূমিকম্পের পর ১০ দিনেরও বেশি সময় কেটে গেছে। উদ্ধার অভিযান আগের চেয়ে কমে এসেছে। তবে এখনও ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে জীবিতদের উদ্ধার করা হচ্ছে। এই ভূমিকম্পে ৫০ হাজারেরও বেশি ভবন ভেঙে পড়েছে অথবা তীব্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

বিহারে জলভর্তি খাদে পিকআপভ্যান পড়ে ৫ জন হত, আহত ১৮

রোহতাস (বিহার), ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ শুক্রবার চেনারি থানা এলাকার গাইঘাটের কাছে একটি পিকআপ ভ্যান ভক্তদের নিয়ে একটি জলভর্তি খাদে পড়ে গেলে পাঁচজনের মৃত্যু এবং ১৮ জন আহত হয়। কারাকাতের গোরারি থানা এলাকার গেরাচান্ডি গ্রাম থেকে পিকআপ ভ্যানটি ২৩ জন ভক্তকে নিয়ে চেনারি থানা এলাকার গুপ্তধাম শিবরাত্রির জন্য জলাভিষেকের জন্য যাচ্ছিল বলে পুলিশ জানিয়েছে। পিকআপ ভ্যানে থাকা এক ভক্ত প্রিয়াঙ্কা কুমারীর মতে, আমরা গুপ্তধাম শিবরাত্রির জন্য জলাভিষেক করতে যাওয়ার সময় দুর্ঘটনাটি ঘটে এবং হঠাৎ পিকআপ ভ্যানটি পাহাড়ি রাস্তায় খাদে পড়ে যায়। সবাই শিবরাত্রির প্রার্থনা করতে গুপ্তধামে যাচ্ছিল। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। সমস্ত আহতদের চিকিৎসার জন্য চেনারির পিএইচপিতে আনা হয়েছিল যেখানে গুরুতর আহত হওয়ায় আটজনকে সাসারামের সদর হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে, পুলিশ জানিয়েছে। মৃতদেহগুলিও ময়নাতদন্তের জন্য সাসারামের সদর হাসপাতালে আনা হয়েছে। নিহতরা হলেন মাতরা দেবী, কান্তি দেবী এবং পিকআপ ভ্যানের চালক মিঠু কুমার। উদ্ধার ও তল্লাশি অভিযান চলছে।

ভারতে ৪৫৩ কর্মীকে ছঁটাইয়ের নোটিশ ধরাল গুগল ছাঁটাইয়ের নোটিশ পেয়ে কর্মীরা বিস্মিত

নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ আচমকাই ভারতে কর্মরত ৪৫৩ কর্মীকে চাকরি থেকে ছাঁটাইয়ের নোটিশ ধরিয়ে দিল তথ্য প্রযুক্তি সংস্থা গুগল। বৃহস্পতিবার রাতে গুগল ইন্ডিয়ার ভারত শাখার প্রধান তথা ভাইস প্রেসিডেন্ট সঞ্জয় গুপ্তা এক ইমেল পাঠিয়ে ওই কর্মীদের কাজ থেকে বরখাস্তের কথা জানান। ছাঁটাইয়ের নোটিশ পেয়ে কাজ হারানো কর্মীরা বিস্মিত হয়ে গিয়েছেন। কী কারণে ছাঁটাই করা হল, তার কোনও কারণ ব্যাখ্যা করেননি গুগল কর্তা। আর্থিক মন্দার পদধ্বনি শোনার সঙ্গে সঙ্গেই কর্মী ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্বের নামী তথ্য প্রযুক্তি সংস্থাগুলি। মাইক্রোসফট থেকে শুরু করে মেটা, সাপ থেকে শুরু করে আলফাবেট সব সংস্থাই স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, আর্থিক মন্দার হাত থেকে বাঁচতে কর্মী ছাঁটাই ছাড়া আর কোনও পথ খোলা নেই। গত মাসেই গুগল, ইউটিউবের মালিক

আলফাবেটের সিইও সুন্দর পিচাই ঘোষণা করেছিলেন, চলতি বছরেই বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে কর্মরত সংস্থার ৬ শতাংশ কর্মীকে ছেঁটে ফেলা হবে। প্রায় ১২,০০০ কর্মী ছাঁটাইয়ের মুখে পড়বেন। ওই ঘোষণার পরেই কাজ হারানোর আশঙ্কায় ভুগতে সুরু করেছেন গুগল, ইউটিউবে কর্মরত কর্মীরা। ভারতে যে ৪৫৩ কর্মীকে ছাঁটাইয়ের নোটিশ ধরানো হয়েছে তাঁদের কাছে ব্যক্তিগতভাবে মেল পাঠিয়েছেন গুগল তথা আলফাবেট সিইও সুন্দর পিচাই। ওই ইমেলে তিনি লিখেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইতিমধ্যেই কর্মীদের ছাঁটাইয়ের নোটিস ধরানো হয়েছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশেও কর্মী ছাঁটাইয়ের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

গুপ্তচর বেলুন প্রতিহত করায় কোনও আফসোস নেই ঃ জো বাইডেন

ওয়াশিংটন, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ মার্কিন রাষ্ট্রপতি জো বাইডেন জানিয়েছেন, আমেরিকার আকাশে চীনা গুপ্তচর বেলুন সন্দেহে তিনটি উড়ন্ত বস্তুকে গুলি করে নামানোর জন্য তিনি ক্ষমা চাইবেন না। জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে যে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেন তিনি। তবে, এই বস্তুগুলি, চীনা গুপ্তচর বেলুন নয় বলেও জানিয়েছেন বাইডেন। তিনি জানিয়েছেন, চিনের সঙ্গে কোনও ঠান্ডা যুদ্ধে যেতে চায় না আমেরিকা। প্রয়োজনে আলোচনায় প্রস্তুত। বৃহস্পতিবার (আমেরিকার সময় অনুযায়ী) বেলুনকাণ্ড নিয়ে মুখ খুলে জানিয়ে দিলেন আমেরিকার প্রেসিডেঃট জো বাইডেন। তিনি জানান, আমেরিকার আকাশে চিনা 'গুপ্তচর' বেলুন নষ্ট করার পর আরও যে বেলুনগুলি নজরে এসেছিল তা চিনের বা অন্য কোনও দেশের ছিল বলে এখনও তাঁর দেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলি কোনও তথ্য দেয়নি। তবে আমেরিকার আকাশকে রক্ষা করতে তিনি সব রকমের ব্যবস্থা নিতে অঙ্গীকারবদ্ধ। তিনি যোগ করেন, ''আমেরিকার আকাশে এই ধরনের সন্দেহজনক বেলুনের সংখ্যা হঠাৎ করে বেড়েছে বলে কোনও প্রমাণ নেই। তবে চিনা বেলুনের দেখা মেলার পর থেকে আমেরিকা আরও বেশি সতর্ক হয়েছে।''

পঞ্জিকা

শুক্রবারের পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

আজ ৪ ফাল্গুন ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার, ইংরেজী ১৭ ফেব্রুয়ারী ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলি ৫১২৩, সৌর ৫ ফাল্গুন, চান্দ্র ২৭ গোবিন্দ মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্বৎ, ২৫৬৬ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশ ৪ ফাল্গুন ১৪২৯, ভারতীয় সিভিল ২৮ মাঘ ১৯৪৪, মৈতৈ, ২৭ ফাইরেন, আসাম ৪ ফাগুন, মুসলিম ২৬রজব১৪৪৪ হিজরী। সূর্য উদয় সকাল ০৬০৯৪৫ এবং অস্ত বিকাল ০৫৩১১৬। চন্দ্র উদয় শেষ রাত্রি ০৪২৮২৩(১৭) এবং অস্ত বিকাল ০৩২৪৪৮(১৮)। কৃষ্ণ পক্ষ। তিথি দ্বাদশী (ভদ্রা) রাত্রি ০৮২৯০৩ দং ৩৫৪৭৬০ পর্যন্ত, দ্বাদশীর পারনা সকাল ০৬০৯সকাল ০৯৫৭ পর্যন্ত নক্ষত্র পূর্বাষাঢ়া সন্ধ্যা ঘ ০৫৩৯৫০ দং ২৮৪৪৫৭.৫ পর্যন্ত পরে উত্তরাষাঢ়া করণ তৈতিল রাত্রি ০৮২৯০৩ দং ৩৫৪৭৬০ পর্যন্ত পরে গর। যোগ সিদ্ধি রাত্রি ০৯২৯১১ দং ৩৮১৮২০ পর্যন্ত পরে ব্যতীপাত অমৃতযোগ দিন ০৬০৯৫১ থেকে -০৭৪০৪৩ পর্যন্ত, তারপর ০৮২৬০৯ থেকে-১০৪২২৭ পর্যন্ত, তারপর ১২৫৮৪৬ থেকে -০২২৯৩৮ পর্যন্ত, তারপর ০৪০০৩০ থেকে - ০৫৩১২২ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭১২৩০ থেকে -০৮৫৩৩৮ পর্যন্ত, তারপর ০৩৩৮০৯ থেকে- ০৪২৮৪৩ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০৩৪৪৬ থেকে- ১১২৫১৯ পর্যন্ত, তারপর ০৪২৮৪৩ থেকে - ০৬০৯৫১ পর্যন্ত। কুলিকবেলা দিন ০৮২৬০৯ থেকে-০৯১১৩৫ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রি ০৭১২৩০ থেকে-০৮০৩০৪ পর্যন্ত। বারবেলা দিন ০৯০০১৪ থেকে- ১০২৫২৫ পর্যন্ত। কালবেলা দিন ১০২৫২৫ থেকে -১১৫০৩৬ পর্যন্ত। কালরাত্রি ০৮৪০৫৯ থেকে-১০১৫৪৮ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)
রবি ১০৪৪১৪৩ (২৩) ৪ পদ।

আবহাওয়া

পূর্বাভাস মূলত আকাশ মেঘলা থাকবে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.২ ও (৫) সর্বনিম্ন ১৯.৪০ ও (৩) আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮৬ এবং বৃষ্টিপাত নেই। জোয়ার সকাল ৭ টা ৪২ মিনিট এবং রাত ৮ টা ৫১ মিনিট। ভাটা বেলা ১ টা ৩৩ মিনিট এবং রাত ১ টা২৭ মিনিট। সূর্য উদয় সকাল ৫ টা ৩০ মিনিট এবং অস্ত বিকেল ৫টা ৫১মিনিট।

রাশিফল

১ মেষ রাশিঃ পুরানো কোনও ইচ্ছাপূরণ হতে পারে। সন্তানদের বিবাহের পূর্বে তাদের মতামতের গুরুত্ব দেবেন। এই রাশির জাতিকাদের আর্থিক উন্নতি সম্ভব।
২ বৃষ রাশি ঃ বড় ধরনের কোনও অঘটনের যোগ নেই। অতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণ না হওয়ার ফলে মানসিক অবসাদ।
৩ মিথুন রাশি ঃ চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য সময়টি ভালো। নিকট আত্মীয়ের সম্পত্তি পাওয়ার ব্যাপারে পারিবারিক অশান্তি দেখা দিতে পারে।
৪ কর্কট রাশি ঃসৃজনশীল কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের বাড়তি উপার্জনের হদিশ মিলতে পারে।
৫ সিংহ রাশিঃ বেহিসাবি খরচের জেরে ঋণশোধের পরিকল্পনা বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে। বিগত সপ্তাহের তুলনায় স্ত্রীর স্বাস্থ্যের উন্নতি।
৬ কন্যা রাশি ঃ পাবলিক যানবাহন চালকরা সাবধানে গাড়ি চালান। নচেৎ দুর্ঘটনায় পড়তে পারেন।
৭ তুলা রাশিঃ বহুদিনের কোনও আশাপূরণ হতে পারে। নতুন যানবাহন ক্রয়ের ক্ষেত্রে সময়টি শুভ।
৮ বৃশ্চিক রাশি ঃ সপ্তাহের শেষান্তে কোনও মূল্যবান সামগ্রী হারিয়ে ফেলতে পারেন। আত্মীয়ের সম্পত্তি পাওয়ার ব্যাপারে পারিবারিক অশান্তি
৯ ধনু রাশি ঃ বয়স্ক ব্যক্তিরা পুরনো বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করুন। এতে মানসিক অবসাদ কেটে যাবে।
১০ মকর রাশি ঃ দাঁতের রোগে কষ্ট পেতে পারেন। পুরনো দিনের কোনও ঋণ এই সময় আদায় হতে পারে।
১১কুম্ভ ঃ প্রাথমিক বিদ্যার ক্ষেত্রে বাচ্চাদের অমনোযোগিতার ফলে পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হবে না।
১২ মীন রাশি ঃ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবে। সপ্তাহের শেষান্তে পরিবারের সঙ্গে ছোটখাটো ভ্রমণের ব্যবস্থা করুন। আমদানিরপ্তানি ব্যবসায় বাড়তি সাফল্য লক্ষ্য করা যায়। বিগত সপ্তাহের তুলনায় স্ত্রীর স্বাস্থ্যের উন্নতি।

রাজ্যের মানুষের জন্য আরও প্রকল্প ঘোষণার ইঙ্গিত অর্থমন্ত্রীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ সাধারণের উন্নয়নে বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত করে মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে রাজ্য সরকার জানিয়েছে। অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য আজ বিধানসভায় আগামী অর্থবছরের বাজেট প্রস্তাবের উপরে গত দুই দিন ধরে চলা আলোচনার জবাবী ভাষনে বলেন বর্তমানে চালু থাকা প্রকল্পগুলি ছাড়াও সাধারণের জন্য আগামী দিনে এই ধরনের আরো বেশ কিছু নতুন সামাজিক প্রকল্প ঘোষণা করা হবে। রাজ্য সরকার শুধু প্রকল্প ঘোষণা করেই কাজ শেষ করে না বলে তিনি জানিয়েছেন। সেই প্রকল্পগুলিকে বাস্তবায়িত করতে রাজ্য সরকার বাজেটে তার নিজের তহবিল থেকেই অর্থ বরাদ্দ করে নতুন প্রকল্প ঘোষণা করা ছাড়াও পুরনো প্রকল্পে বরাদ্দ বৃদ্ধি করেছে। রাজ্যে তপশিলি জাতি, উপজাতি ও আদিবাসীদের উন্নযনে উল্লেখযোগ্য ভাবে কাজ হচ্ছে বলেও তিনি দাবি করেন। বিরোধীদের অভিযোগ খারিজ করে দিযে .অর্থমন্ত্রী জানান উত্তরবঙ্গের উন্নয়নে ৮২৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা ছাড়াও সেখানকার উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলিকে বাস্তবায়িত করতে প্রতিটি দপ্তরে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, ১০০ দিনের কাজ ও প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা প্রকল্পে কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের যে ১১ হাজার ৮২৬ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা বকেয়া রয়েছে তা দ্রুত মিটিয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তিনি। স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতালে ৯৯ শতাংশ চিকিৎসা খরচ মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে বলেও তিনি জানিয়েছেন। এর আগে বিজেপির অগ্নিমিত্রা পল আলোচনায় অংশ নিয়ে প্রস্তাবের বিরোধিতা করে গ্রামীন এলাকার উন্নয়ন খাত ছাড়াও বাজেটে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ অনেক কম করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন। এই বাজেট নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে তৈরি করা হয়েছে বলে তিনি জানান। বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্প রাজ্যে মুখ থুবড়ে পড়েছে বলেও বিরোধীরা অভিযোগ করেন। আজকের আলোচনায় অন্যান্যদের মধ্যে বিজেপির হিরন্ময় চট্টোপাধ্যায়, নরহরি মাহাতো, অম্বিকা রায় ছাড়াও তৃণমূল কংগ্রেসের দেবাশীষ কুমার, অপূর্ব সরকার, তাপস চট্টোপাধ্যায় সহ মোট তেরো জন অংশ নেন।

কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় তাপমাত্রা বৃদ্ধিরই পূর্বাভাস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ এ বছরের মতো শীতের আমেজ উপভোগ করার দিন শেষ হতে চলল। কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় তাপমাত্রা বৃদ্ধিরই পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। কলকাতার পাশাপাশি তাপমাত্রার পারদ চড়বে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়, ১৯ ফেব্রুয়ারির পর পুরোপুরি উধাও হয়ে যেতে পারে শীতের আমেজ। আবহবিদরা জানিয়েছেন, ১৯ ফেব্রুয়ারির পর থেকে কলকাতায় দিনে অথবা রাতে ঠান্ডার অনুভূতি প্রায় থাকবে না বললেই চলে। দিনের তাপমাত্রা ছাপিয়ে যেতে পারে ৩০ ডিগ্রির গণ্ডি। জেলাগুলিতে রাতের দিকে এখনও কিছু দিন ঠান্ডার আমেজ অনুভূত হতে পারে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আগামী কয়েক দিন কলকাতা-সহ রাজ্যের অধিকাংশ জেলায় তাপমাত্রার পারদ ঊর্ধ্বমুখী থাকবে। ৪ থেকে ৫ দিনে তাপমাত্রা বাড়তে পারে প্রায় ৩ থেকে ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। উত্তরের পরিবর্তে এখন হাওয়া বইছে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে, পাশাপাশি বঙ্গোপসাগরে পূর্ব বাংলাদেশ সন্নিহিত অঞ্চলে একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে। যে কারণে রাজ্যে সাগরের দিক থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প ঢুকছে। শুক্রবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৮.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিক। এদিন ভোরের দিকে ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকা ছিল কলকাতা ও সংলগ্ন জেলাগুলি।

নাবালিকাকে গণধর্ষণের অভিযোগে নাবালক-সহ ধৃত দুই অভিযুক্ত

দুরন্ত বার্তা, কুলতলি, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ নাবালিকাকে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠল দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলিতে। এই ঘটনায় বৃহস্পতিবার রাতে এক নাবালক-সহ দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বারুইপুরের এসডিও অতীশ বিশ্বাস জানান, ধৃতদের শুক্রবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হবে। স্থানীয় সূত্রে খবর, কুলতলিতে দিদির বাড়ির কাছে মায়ের সঙ্গে মেলায় গিয়েছিল নাবালিকা। অভিযোগ, মেলা থেকে রাতে একা বাড়ি ফেরার পথে তাকে জোর করে ফাঁকা জায়গায় নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করা হয়। তার পর সেখানেই নাবালিকাকে ফেলে রেখে পালিয়ে যায় অভিযুক্তরা। স্থানীয় এক বাসিন্দা মেয়েটিকে পড়ে থাকতে দেখে বাড়িতে খবর দেন। পরিবারের লোক এসে নাবালিকাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে দু''জনকে পাকড়াও করেছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, আব্দুল মোল্লা ও এক নাবালককে গ্রেফতার করা হয়েছে।

সারি-সারনা ধর্মের প্রস্তাব পাশ বিধানসভায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ আদিবাসী সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্ম সারি ও সারনা-র স্বীকৃতির দাবি জানিয়ে আজ একটি প্রস্তাব বিধানসভায় সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়েছে। প্রস্তাবটি এরপর স্বীকৃতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। রাজ্য সরকারের আনা ওই প্রস্তাবে বলা হয়েছে সারাদেশে এই সম্প্রদায়ের মানুষের সংখ্যা ৫ এর বেশি। তা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় স্বীকৃতি না পাওয়ার জন্য এই সম্প্রদায়ের মানুষজনকে নিজেদের পৃথক ধর্ম থাকা সত্ত্বেও কোন সরকারি আবেদনপত্রে ধর্মের কলামে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। আজ এই প্রস্তাবটি বিধানসভায় উত্থাপন করেন তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক রাজীব লোচন সোরেন। বিজেপি সদস্যরা প্রস্তাবটির বিরোধিতা না করলেও তাদের বক্তব্য দেশে আদিবাসী সম্প্রদায়ের সংখ্যা ৪০। শুধুমাত্র সারি ও সারনা ধর্মকে স্বীকৃতি দেওয়া ঠিক হবে না বলে তারা মনে করেন। বিরোধী দলের মুখ্য সচেতক মনোজ টিপ্পা বিষযটি নিয়ে বিভিন্ন ধর্মের ধর্মগুরুদের সঙ্গে আলোচনার পরামর্শ দেন। এই ব্যাপারে সর্বদল বৈঠক ডাকার কথা বলেন। এদিকে শাসক দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে সারি ধর্ম শুধুমাত্র সাঁওতাল সম্প্রদায়ের। কিন্তু বাদবাকি ৩৯ টি আদিবাসী সম্প্রদায় সারনা ধর্মাবলম্বী।। তাই প্রস্তাবটির ব্যাপারে কারো কোন আপত্তি হবে না বলেই তারা মনে করছেন। আজকের আলোচনায় অংশ নেন মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা, সন্ধ্যা রানী টুডু, বুলুচিক বড়াইক, কমলাকান্ত হাসদা এবং বুধরাই টুডু প্রমুখ।

একগুচ্ছ ট্রেন বাতিল, ভোগান্তি যাত্রীদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ শনিবার জঙ্গিপুর থেকে অহিরান স্টেশনের মাঝে রেলের কাজ হবে। সেই কারণে বেশ কিছু ট্রেন বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শুক্রবার রেলসূত্রে এ খবর জানা গিয়েছে। সকাল ৯টা ১৫ মিনিট থেকে বিকেল ৫টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত ট্রাফিক ও পাওয়ার ব্লকের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে প্রায় আট ঘণ্টা ধরে চলবে রেলের কাজ। শনিবার ০৫৪৩৩ আজিমগঞ্জ-বারওয়া ও ০৫৪৩৪ বারওয়া-আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জার বাতিল থাকছে। সেই সঙ্গে ভাগলপুর-আজিমগঞ্জ ০৩৪৪০ প্যাসেঞ্জার ট্রেনটিও বাতিল থাকছে শনিবার। শুক্রবার ০৩৪৩৯ আজিমগঞ্জ-ভাগলপুর প্যাসেঞ্জারটি বাতিল ছিল। এছাড়া বেশ কিছু ট্রেনের যাত্রাপথও পরিবর্তন করা হয়েছে। শনিবার ০৩০৫৯ কাটোয়া-নিমতিতা প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি নিমতিতার বদলে জঙ্গিপুর রোড স্টেশন পর্যন্ত যাবে। ০৩০৫৮ নিমতিতা-আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জার ট্রেনটিও শনিবার নিমতিতার বদলে জঙ্গিপুর রোড স্টেশন থেকে ছাড়বে। ১৩০৫৩ হাওড়া - রাধিকাপুর ও ১৩০৫৪ রাধিকাপুর - হাওড়া কুলিক এক্সপ্রেস ফারাক্কা-আজিমগঞ্জ-কাটোয়া হয়ে না গিয়ে অন্যপথ দিয়ে চালানো হবে। এর ফলে শুক্রবার ও শনিবার রেলযাত্রীদের অনেক ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। মালদা ডিভিশনে শুক্র- শনিতে এই ট্রেন বাতিল ও যাত্রাপথ ছোট করে আনার ফলে বাকি ট্রেনগুলিতে ভিড় বাড়তে পারে বলেও মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। যে ট্রেনগুলি বাতিল হচ্ছে, সেগুলি সবই প্যাসেঞ্জার ট্রেন। ফলে স্থানীয় মানুষজনের যাতায়াতের জন্য অন্যতম মাধ্যম হল এই প্যাসেঞ্জার ট্রেনগুলি। এগুলি বাতিল হওয়া ফলে সপ্তাহের শেষে ভোগান্তির শিকার হতে পারেন তাঁরা। যদিও এই সমস্যার জন্য আগে ভাগে সাধারণ যাত্রীদের কাছে দুঃখপ্রকাশ করেছে রেল। উল্লেখ্য, এর আগেও দফায় দফায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে রেলের কাজের জন্য বিভিন্ন ট্রেন বাতিল করা হয়েছিল। কখনও বারাসত, কখনও ব্যান্ডেল, কখনও বর্ধমানে রেলের কাজ চলেছে। তার জেরে যাত্রীরা চরম ভোগান্তির মধ্যে পড়েছিলেন। এবার ফের মালদা শাখায় একাধিক ট্রেন বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ডিএ, পঞ্চায়েতে দুর্নীতি সহ বিভিন্ন ইস্যুতে রাজ্যকে তুলোধোনা সেলিমের

হিন্দুত্ববাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, অচ্ছে দিন, বাজেট সহ একাধিক ইস্যু নিয়ে কেন্দ্রকে তোপ কেরলের মুখ্যমন্ত্রীর

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ হিন্দুত্ববাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, অচ্ছে দিন, সাধারণ বাজেট নিয়ে কেন্দ্রকে তোপ দাগলেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন। পাশাপাশি ডিএ, পঞ্চায়েতে দুর্নীতি সহ বিভিন্ন ইস্যুতে রাজ্যকে তুলোধোনা করলেন মহঃ সেলিম। শুক্রবার মধ্য হাওড়ায় বিজয়ানন্দ পার্কে আয়োজিত সারা ভারত খেতমজুর ইউনিয়নের প্রকাশ্য সমাবেশে কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন বলেন, দেশের গণতান্ত্রিক ভিত্তি হলো ধর্মনিরপেক্ষতা, সার্বভৌমত্ব এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো। দেশের পক্ষে এই তিনটি ভিত্তি সবথেকে প্রয়োজন। অথচ কেন্দ্রের বিজেপি সরকার চাইছে আমাদের দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোকে ভেঙে দিতে। এদিন কেন্দ্রের বিরুদ্ধে কার্যত চাঁচাছোলা আক্রমণ করে তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো ভেঙে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ করতে চাইছে বিজেপি। তাই সংবিধানের প্রাথমিক তিনটি কথা, ধর্মনির্পেক্ষিতা, সার্বভৌমত্ব এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোর ওরা অবমাননা করছে। বিরোধী শাসন থাকা রাজ্যগুলিতে রাজ্যপাল পদটিকে ব্যবহার করা হচ্ছে সেখানের সরকারকে অস্বস্তিতে ফেলার জন্য। প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে অ-বিজেপি রাজ্যগুলিকে। ওয়ান নেশন থিওরি সামনে রেখে স্বৈরাচারী শাসন চলছে। যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামো ভাঙার চেষ্টা হচ্ছে। যারা গান্ধীজিকে হত্যা করেছে তারাই আজ ভারতকে দেশভক্তি শেখাচ্ছে। হিন্দুত্ব শেখাচ্ছে। অথচ তাদের পূর্বপুরুষরাই ব্রিটিশদের কাছে আনুগত্য দেখিয়েছে। অন্যদিকে, বাংলার অধপূতন রুখতে পঞ্চায়েত ভোটের আগে দলের ঝান্ডাকে উঁচু করে ধরার পাশাপাশি ডান্ডাকে মোটা আর একটু মজবুত করার বার্তা দেন সমাবেশের আরেক বক্তা সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহঃ সেলিম। হাওড়ার বিজয়ানন্দ পার্কের প্রকাশ্য সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সেলিম আরও বলেন, গত পঞ্চায়েত ভোটে আমরা দেখেছি সেখানে ভোট লুট হয়েছে। ভোট করতে দেয়নি। পঞ্চায়েতে দুর্নীতি হয়েছে। যাহাই ছাপ্পান্ন, তাহাই নবান্ন। তাই আগামী দিনে ছাপ্পান্ন আর নবান্ন দিয়ে কিছু হবে না। রাজ্যপালকে ব্যবহার করা হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজনৈতিক এজেন্ট হিসেবে। সেলিম বলেন, আগে ওরা স্লোগান দিত লাল হটাও দেশ বাঁচাও। লাল হটেছে। দেশ কিন্তু বাঁচেনি। তাই দেশ বাঁচাতে লাল ঝান্ডাকে মজবুত করতে হবে। এদিন সেলিম বলেন, আমরা হাওড়াতেও পুরভোটের দাবি জানাচ্ছি। আমাদের দাবি চ্যালেঞ্জ নাও, নির্বাচনের ডাক দাও। এদিন হাওড়ার বিজয়ানন্দ পার্কে আয়োজিত এই প্রকাশ্য সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন, সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহঃ সেলিম, বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু, সারা ভারত খেতমজুর ইউনিয়নের সভাপতি এ বিজয়রাঘবন, সাধারণ সম্পাদক বি ভেঙ্কট, সহ সভাপতি অমিয় পাত্র, সহ সম্পাদক তুষার ঘোষ, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীদীপ ভট্টাচার্য্য সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। প্রসঙ্গত, সারা ভারত খেতমজুর ইউনিয়নের সর্বভারতীয় ১০ম সম্মেলন গত ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে। সম্মেলন চলবে আগামীকাল ১৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। হাওড়ার শরৎ সদনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই সম্মেলন। সম্মেলনের প্রথম দিনে উপস্থিত ছিলেন বিমান বসু সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সম্মেলনের সমাপ্তি দিবসের আগের দিন আজ ১৭ ফেব্রুয়ারি হাওড়ার বিজয়ানন্দ পার্কে হলো প্রকাশ্য সমাবেশ। এই প্রথমবার পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে সারা ভারত খেতমজুর ইউনিয়নের জাতীয় সম্মেলন হাওড়ায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

কীটনাশকের ব্যবহার কমিয়ে চাষের কাজে ভেষজের ব্যবহার বাড়ানোর উপর একদিনের কর্মশালা নিমপীঠে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, নিমপীঠ, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ কীটনাশকের হাত থেকে ফসলকে রক্ষা করতে, ফসলের গুনগতমান বজায় রাখতে ও মানুষের সুস্থ জীবন ধরে রাখতে সুন্দরবনের বিভিন্ন ব্লক থেকে দুশতাধিক কৃষক কে নিয়ে ভেষজের ব্যবহার বাড়ানোর জন্য জয়নগরের নিমপীঠ রামকৃষ্ণ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে হয়ে গেল এক দিনের কর্মশালা। মূলতঃ একদিনের এই কর্মশালায় কৃষকদের সব থেকে বেশি দুশ্চিন্তা পোকামাকড় নিয়ে। সেই পোকামাকড় গুলি কিভাবে নির্মূল হবে তার উপরেই এদিন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কৃষি বিশেষজ্ঞরা উপস্থিত হয়ে কৃষকদের ভেষজ এর গুনাগুন তুলে ধরেন। মূলতঃ গাছ গাছরা থেকে যে ভেষজ পদ্ধতিতে, কোন কোন গাছ থেকে কিভাবে কম খরচে জমিতে জৈব কীটনাশক তৈরি করে চাষ করতে হবে তা বিস্তারিত তুলে ধরা হয়। রোগ পোকার হাত থেকে ফসল রক্ষার জন্য কি করনীয় তাও তুলে ধরেন এদিনের কর্মশালায় আগত কৃষি বিশেষজ্ঞগন। ভারত সরকারের ইন্সটিউট অফ পেস্টিসাইড ফর্মুলা টেকনোলজি ও ইন্সটিউট অফ কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার ও নিমপীঠ রামকৃষ্ণ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে শুক্রবার নিমপীঠ রামকৃষ্ণ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে আয়োজিত এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন ICAR ATARI কলকাতার ডিরেক্টর ডঃ প্রদীপ রায়, IPFT র গুরগ্রামের ডিরেক্টর ডঃ জীতেন্দ্র কুমার, বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি বিভাগীয় প্রধান কৃষ্ণ কর্মকার, নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের সম্পাদক স্বামী সদানন্দজী মহারাজ, নিমপীঠ রামকৃষ্ণ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের শস্য বিভাগীয় প্রধান ডঃ প্রবীর কুমার গড়াই সহ আরো অনেকে। কুলতলি, জয়নগর, মথুরাপুর, রায়দীঘি, পাথরপ্রতিমা, সাগর, নামখানা, কাকদ্বীপ সহ একাধিক ব্লক থেকে দুশতাধিক কৃষক এদিন এই কর্মশালায় অংশ নেন। এদিন কুলতলির এক কৃষক বলেন, আমরা আগে ধান চাষ করতাম। এখন ধানের পাশাপাশি বিভিন্ন রকমের সবজি চাষ করি, তাছাড়া সূর্যমুখী, তুলো চাষ ও করছি। তবে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ কৃষি বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে আমরা আজ উপকৃত। আর ফসল রক্ষা করতে ভেষজের ব্যবহার কি ভাবে করা উচিত সেই বিষয়ে এদিন কর্মশালায় অংশ নিয়ে অনেক কিছু জানতে পারলাম।

উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে এবার কড়া রাজ্যপাল! উচ্চশিক্ষা দফতরকে পাঠানো চিঠিতে উল্লেখ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ দীর্ঘদিন ধরেই উপাচার্যহীন অবস্থায় পড়ে রয়েছে রাজ্যের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়। এবার তা নিয়েই উচ্চশিক্ষা দফতরকে কড়া চিঠি পাঠাল রাজভবন। চিঠিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী উপাচার্যের মেয়াদ বৃদ্ধির আর্জিতে সায় দিয়েছেন রাজ্যপাল। কিন্তু, পাশাপাশি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, দ্রুতই নিয়োগ করতে হবে স্থায়ী উপাচার্য। রাজ্যপাল চান রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালযগুলিতে দ্রুত নিযুক্ত হোন স্থাযী উপাচার্য। যদিও এর আগেই রাজভবনের তরফে বিবৃতি দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল ইউজিসির আইন মেনেই আচার্য তথা রাজ্যপাল রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উপাচার্য নিযোগের বিষয়ে নজরদারি করছেন। এবার সেই বিষয়টিই রাজভবন ফের রাজ্যের উচ্চ শিক্ষা দফতরকে মনে করিয়ে দিল বলে সূত্রের খবর। শুক্রবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী উপাচার্য পদে আশিস কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মেয়াদ আরও দু'মাস বাড়ানোর পক্ষে সম্মতি দিয়েছেন রাজ্যপাল তথা আচার্য সিভি আনন্দ বোস। কিন্তু সম্মতি দিলেও, তিনি যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে দ্রুত স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ চাইছেন, সেই বিষয়টিও উচ্চশিক্ষা দফতরকে জানানো হয়েছে বলে সূত্রের খবর। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় এক মাস ধরে উপাচার্যহীন ছিল। উপাচার্যহীন হয়ে পড়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনায় বেশ কিছু সমস্যা হচ্ছিল বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, এই মুহূর্তে রাজ্যে যে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নেই সেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির থেকে রিপোর্টও চেয়েছিল উচ্চশিক্ষা দফতর। এখনও বিদ্যাসাগর, উত্তরবঙ্গ সহ একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যহীন হয়ে রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। উচ্চশিক্ষা দফতর সূত্রের খবর, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উপাচার্যের মেয়াদ বাড়ানোর জন্য ইতিমধ্যেই রাজভবনের কাছে ফাইল ও পাঠানো হয়েছে। তবে ইউজিসি-র আইন মেনে উপাচার্য নিয়োগ করার পক্ষে রাজ্যপাল। আর সে জন্যই গোটা বিষযটি তিনি ভাল করে খতিয়ে দেখছেন বলে রাজভবনের আধিকারিকরা জানিয়েছেন। উচ্চ শিক্ষা দফতরের আধিকারিকদের আশা, আগামী সপ্তাহের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উপাচার্য নিয়োগ সংক্রান্ত সমস্যা মিটে যাবে। সম্প্রতি রাজভবনের তরফে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়, আচার্য পদের দায়িত্ব রাজ্যপালই পালন করবেন। ইতিমধ্যেই রাজ্যপাল তথা আচার্য রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের সঙ্গে সাক্ষা করেছেন। একাধিক বিষয় নিয়েও আলোচনা করেছেন তিনি।

গৃহস্থের বাড়িতে চুরির দেড়মাসের মধ্যে চোর গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ এক গৃহস্থের বাড়িতে চুরির দেড়মাসের মধ্যে চুরির কিনারা করলো জয়নগর থানার পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, গত বছরের শেষ দিনে অর্থাৎ ৩১ ডিসেম্বরের রাতে জয়নগর থানার পুনপুয়া এলাকায় এক গৃহস্থের বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটেছিলো। নগদ টাকা সহ বাড়ির ব্যবহার্য জিনিসপত্র চুরি হয়ে যায় সেদিন। বছরের শেষ দিনে যখন মানুষ বর্ষবরণের অনুষ্ঠান নিয়ে ব্যস্ত তখন নিঃশব্দে বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে চুরির ঘটনা ঘটে যায়। পরেরদিন সকালে বাড়ির মালিক ঘরে ঢুকে তাঁর ঘরের আসবাবপত্র আগোছালো দেখে হতভম্ব হয়ে পড়ে। দেখে তাঁর ব্যবহার্য জিনিসপত্র সহ নগদ অর্থ চুরি হয়ে গেছে। আর তখনই জয়নগর থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে ঘটনার বিবরণ নথিবদ্ধ করেন। আর তাঁর পরে এই ঘটনার অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে জয়নগর থানার এস আই দিগন্ত মন্ডল ও এস আই সায়ন ভট্টাচার্য্য। আর সেই তদন্তের সূত্র ধরে বৃহস্পতিবার জয়নগর থানার পুনপুয়ার বাড়ি থেকে আমিনউদ্দীন মোল্লা অরফে আমিন (৪৪),কে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতকে শুক্রবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। ধৃত কে ১০ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন করা হয়েছে। ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার ও ধৃতের সাথে আর কতজন জড়িত তা জানার চেষ্টা করছে জয়নগর থানার পুলিশ।

৩৭ কোটি টাকা প্রতারণা, রাতভর তল্লাশি ইডি'র

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ কসবার অভিজাত আবাসনে রাতভর তল্লাশি চালালেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) আধিকারিকরা। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে শুক্রবার ভোর পর্যন্ত তল্লাশি চালান গোয়েন্দারা। বুধাদিত্য চট্টোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে ৩৭ কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে। সেই অভিযোগের তদন্তে এদিন তাঁর ফ্ল্যাটে তল্লাশি চালায় ইডি। বেশকিছু নথি তদন্তকারী আধিকারিকরা বাজেয়াপ্ত করেছেন। ইডি সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কসবায় বুধাদিত্য চট্টোপাধ্যায়ের ফ্ল্যাটে হানা দেন ইডি আধিকারিকরা। সেখানে রাতভর টানা তল্লাশি চালান তাঁরা। শুক্রবার ভোর ৪টে ১০ মিনিট নাগাদ ওই অভিজাত আবাসন থেকে বের হন ইডির গোয়েন্দারা। বুধাদিত্য চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ৩৭ কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধাদিত্যকে গত বছর জুলাই মাসে আনন্দপুর থানার পুলিশ একটি মামলায় গ্রেফতার করেছিল। শেক্সপিয়র সরণি থানা ও নিউ টাউন থানাতেও তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে। গত বছর গ্রেফতার হলেও পরে জামিনে ছাড়া পান তিনি। বুধাদিত্য ভুয়ো ওয়েবসাইট বানিয়ে স্বাস্থ্য দফতরে টেন্ডার দেওয়ার কথা বলে টাকা নিতেন বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয় একাধিক চিকিৎসা কেন্দ্র বা ক্লিনিকের কাছ থেকেও অভিযুক্ত টাকা নিয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসক দলকে জেলায় পাঠানো হচ্ছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ এসএসকেএম হাসপাতালের পর রাজ্য সরকারের 'দুয়ারে চিকিৎসক'-কর্মসূচির আওতায় কলকাতার অন্যান্য মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসক দল বিভিন্ন জেলায় পাঠানো হচ্ছে। ওই চিকিৎসক দলের সদস্যরা বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকায় গিয়ে শিবির করে রোগী দেখবেন। স্বাস্থ্যদপ্তর সূত্রে জানা গেছে আজ দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোসাবায় যাবে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসক দল। আগামী কাল তাঁরা সেখানে শিবির করে রোগী দেখবেন। আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের টিম আগামী ২৩ তারিখ পুরুলিয়া যাবে। তাঁরা ২৪ ও ২৫ ফেব্রুয়ারি বান্দোয়ান এবং বাঘমুণ্ডিতে শিবির আযোজন করবেন। মেডিক্যাল কলেজের একটি চিকিৎসক দল গতকাল থেকে হুগলিতে রয়েছেন। আজ ও আগামীকাল তাঁরা গোঘাটে শিবির করবেন। স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম জানিয়েছেন, আপাতত পাঁচ-ছ'টি জেলায় দুয়ারে চিকিৎসক-এর টিম যাচ্ছে। রাজ্যের সমস্ত জেলায় এই ধরনের টিম পাঠানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

বিপুল পরিমাণ ব্রাউন সুগার ও ইয়াবা ট্যাবলেটসহ তিনজন আটক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) বিপুল পরিমাণ ব্রাউন সুগার ও ইয়াবা ট্যাবলেটসহ তিন পাচারকারীকে আটক করেছে। তারা মনিপুর রাজ্যের থৌবাল জেলার অন্তর্গত লিলংয়ের বাসিন্দা শাকিল আহমেদ (১৯), মোহাম্মদ শাহজাহান (২৬) এবং মোহাম্মদ দায়ান হুসেন (২৪) হিসাবে চিহ্নিত হয়েছেন। শুক্রবার সকালে এসটিএফের ডিআইজি আইপিএস দীপ নারায়ণ গোস্বামী এই তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ক্যানাল রোড ক্রসিং দিয়ে একটি সন্দেহজনক এসইউভি গাড়ি যাওয়ার খবর পাওয়া গেছে। তারপরে, স্থানীয় থানার সাথে সমন্বয় করে সেখানে একটি কর্ডন করা হয় এবং উল্লিখিত গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করা হয়। তল্লাশি চালিয়ে তিন কেজি ইয়াবা ট্যাবলেট এবং ৮৫০ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়। ধৃতেরা জানিয়েছে, তারা মণিপুর থেকে মাদক নিয়ে এসেছিল এবং শিলিগুড়ির পাশাপাশি কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অংশে পাচার করতে যাচ্ছিল। রাজ্যে তাঁর আরও অনেক সহযোগী রয়েছেন, যাদের বিষয়ে খোঁজ খবর নেওয়া হচ্ছে। মাদকগুলো কোথা থেকে আনা হয়েছে, চোরাকারবারিরা কোথায় ছিল সে বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে।

নিয়োগপত্র জাল করে চাকরি, আদালতে রিপোর্ট পেশ করল সিআইডি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ গোথা উচ্চ বিদ্যালয়ে নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টে রিপোর্ট পেশ করল সিআইডি। ওই ঘটনায় ৩৩ জন ব্যক্তির সাক্ষ্যগ্রহণ করা হযেছে। আদালতে এমনই জানাল রাজ্য। সুপারিশপত্র ও নিযোগপত্র জাল করে মুর্শিদাবাদ জেলার গোথা উচ্চ বিদ্যালয়ে চাকরি করছিলেন অনিমেষ তিওয়ারি। ওই স্কুলেই প্রধান শিক্ষক তার বাবা আশিস তিওয়ারি। স্কুলের প্রধান শিক্ষক আশিস তিওয়ারিকে ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৪ দিনের জন্য পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হয়। ওই ঘটনায় অনিমেষ তিওয়ারি পলাতক। আদালতের সামনে অভিযোগ আসার পর সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়। সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দেন বিচারপতি বিশ্বজিত বসু। সেই ঘটনায় রিপোর্ট পেশ হল। আদালতে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আশিস তিওয়ারি জিজ্ঞাসাবাদে সময় কোনওরকম সহযোগিতা করেননি। তাই গ্রেফতার করে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিত বসু মন্তব্য করেন, প্রধান শিক্ষক আশিস তিওয়ারির পক্ষে একা এই কাজ করা সম্ভব নয়। আরও একাধিক ব্যক্তি থাকতে পারেন। নথি জাল করে শেষ তিন, চার বছর ধরে কী করে বেতন পেয়েছেন অনিমেষ তিওয়ারি? ঘটনায় জনতে চান বিচারপতি বসু। তদন্তে জানা গিয়েছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। জেলা স্কুল পরিদর্শকের দফতর থেকে অনিমেষ তিওয়ারির জাল করা নথিগুলি সরিয়ে ফেলা হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী, স্কুল সার্ভিস কমিশন এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষদ থেকে সুপারিশ পত্র ও নিয়োগ পত্র জেলা স্কুল পরিদর্শকের দফতরে পাঠানো হয়। কিন্তু, এখানে সবটাই গোথা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের অফিস থেকে পাঠানো হয়েছে। এমনই আদালতে জানাল রাজ্য। এই মামলায় ১০ মার্চ ফের শুনানি হবে।

কেন্দ্রীয় সরকার পুরস্কৃত করল রাজ্যকে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ আবার কেন্দ্রীয় সরকার পুরস্কৃত করল রাজ্য সরকারকে। কেন্দ্র জলশক্তি মন্ত্রক থেকে তিন তিনটে পুরস্কার দেওয়া হল রাজ্যের ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন নিজামকে। রাজ্য পি এস ইউ লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড, ইমার্জিং টেকনোলজি এবং নেশন বিল্ডিং , এই তিনটে ক্যাটাগরিতে পুরস্কৃত করা হয়েছে এই নিগমকে। আজ সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্র এই পুরস্কার তুলে দিয়েছেন। দিল্লিতে গিয়েই পুরস্কার নিয়ে এসেছেন ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন নিগামের ম্যানেজিং ডিরেক্টর নিখিল নির্মল। ১৯৬১ সালে এই নিগম তৈরি হয়েছিল রাজ্যের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে কে বাড়ানোর জন্য। কম মূলধনে এক্ষেত্রে ব্যবসা শুরু করা যায় এবং রাজ্য সরকার সবরকম ভাবে সাহায্য করে। ক্ষুদ্র ছোট ও মাঝারি শিল্প সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাষ্ট্রপুঞ্জ ২৭ জুন দিনটিকে ক্ষুদ্র ছোট্ট মাঝারি শিল্পের উদ্যোগ দিবস হিসেবে চিহ্নিত করেছে। পুরস্কার নেওয়ার পর নিখিল নির্মাণ বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি যেভাবে রাজ্যে শিল্পের বিকাশে ও শিল্পায়নের দিকে নজর দিয়েছেন এই পুরস্কার তারই ফল মুখ্যমন্ত্রী একান্ত প্রচেষ্টা ও দপ্তরের সর্বস্তরের কর্মীদের কাজের অবদানে এই পুরস্কার পাওয়া গিয়েছে। যা আগামী দিনে ডাক্তারকে আরো কাজ করার বেশি উৎসাহ দেবে, প্রসঙ্গত এই মুহূর্তে এই সংস্থার অধীনে রাজ্যের ৫৭ টি শিল্প এবং বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স রয়েছে। যেখানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ কর্মসংস্থান হয়েছে।

কলকাতায় আরও একটি মহিলা থানা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ কলকাতায় তৈরি হতে চলেছে আরও একটি মহিলা থানা। কলকাতা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি মাসের শেষের দিকে সার্ভে পার্ক মহিলা পুলিশ স্টেশন চালু হবে। বর্তমানে কলকাতায় আটটি মহিলা থানা রয়েছে এবং নতুন একটি যুক্ত হলে সংখ্যাটি নয়টি হবে। উদ্বোধনের সবুজ সংকেত দিয়েছেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল। রাজীব কুমার যখন কলকাতা পুলিশ কমিশনার ছিলেন তখন ১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮-এ পূর্ব বিভাগ চালু করা হয়েছিল। বর্তমানে, কলকাতা পুলিশের নয়টি বিভাগ রয়েছে এবং প্রতিটিতে একটি করে মহিলা থানা থাকা সত্ত্বেও, শুধুমাত্র পূর্ব বিভাগে কোন মহিলা থানা ছিল না। এখন সার্ভে পার্ক থানা শুরু হলে এ অভাব পূরণ হবে। গত বছরের ৬ জুন মন্ত্রিসভার বৈঠকে সার্ভে পার্ক থানা স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হয়। থানায় তিন কন্ট্রাক্ট চালকসহ ৩১টি পদের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে একজন পরিদর্শক, পাঁচজন উপ-পরিদর্শক, পাঁচজন এএসআই এবং ১৫ জন কনস্টেবল রযেছে। এই থানায় শুধু নারী পুলিশ সদস্য পদায়ন করা হবে। বাইপাসের হাইল্যান্ড পার্ক বাসস্ট্যান্ডের কাছে সার্ভে পার্ক মহিলা থানা তৈরি করা হয়েছে। এটি চালু হওয়ার পরে, যাদবপুর, পঞ্চশায়র, আনন্দপুর, কেএলসি, প্রগতি ময়দান এবং সার্ভে পার্ক এলাকার মহিলাদের অভিযোগ জানানোর জন্য লালবাজারে যেতে হবে না, তারা সার্ভে পার্ক থানায় অভিযোগ জানাতে পারেন।

মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির নিরাপত্তা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্য সরকার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির বাসভবনের নিরাপত্তা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দক্ষিন কলকাতার কালীঘাটে তার বাসভবন সংলগ্ন এলাকায় ৩০টি ক্যামেরা ছাড়াও সেন্সর লাগানো ডিভাইস বসানোর কাজ শুরু করা হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। এছাড়াও সেখানে একটি কন্ট্রোল রুম তৈরি করা হয়েছে। উল্লেখ্য সম্প্রতি এক ব্যক্তি লোহার রড নিয়ে সারারাত মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির মধ্যে বসে থাকার ঘটনায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। তার পরেই এই নিরাপত্তা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেওয়া হল বলে মনে করা হচ্ছে।

নওশাদের 'ঘনিষ্ঠ' ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার নয় ঃ নির্দেশ বিচারপতি মান্থার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ ভাঙড়ের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকির 'ঘনিষ্ঠ' ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ করতে পারবে না পুলিশ। শুক্রবার এমনই নির্দেশ দেয় কলকাতা হাই কোর্ট। বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা ওই নির্দেশ দেন। তবে ভার্চুয়াল মাধ্যমে অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবে। নওশাদকে গ্রেফতারের পরই ওই ব্যবসায়ীর সম্পর্কে তথ্য পান তদন্তকারীরা। ভাঙড়ের বাসিঃ দা হলেও ওই ব্যবসায়ী বর্তমানে চেন্নাইয়ে থাকেন। ওই ব্যবসায়ীকে শুক্রবার তলব করেছিল কলকাতা পুলিশ। তাঁকে গ্রেফতার করা হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করে তিনি গ্রেফতারি এড়াতে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন। সেই মামলার শুনানিতেই শুক্রবার ওই ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ না করার নির্দেশ দিল আদালত। গত ২১ জানুয়ারি আইএসএফের প্রতিষ্ঠা দিবসে গ্রেফতার হন দলের একমাত্র বিধায়ক নওশাদ। ধর্মতলার সভা থেকে নওশাদ-সহ বেশ কয়েক জন নেতাকে গ্রেফতার করে কলকাতা পুলিশ। অশান্তি ছড়ানোর অভিযোগ আনা হয় তাঁদের বিরুদ্ধে। সেই থেকে জেলে রয়েছেন নওশাদরা। একাধিক বার তাঁদের জামিন খারিজ হয়েছে। গত বুধবার নওশাদদের আদালতে হাজির করানো হয়েছিল। সেই সময় তিনি বলেছিলেন, ''যা চলছে, তা হেনস্থা ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে এই হেনস্থা করে নওশাদ সিদ্দিকির আইএসএফকে বা বাংলার বঞ্চিত মানুষকে আটকাতে পারবে না।'' বিধায়কের অভিযোগ, জেলের অন্দরে তাঁদের উপর মানসিক নির্যাতন করা হচ্ছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ৭৯ সংখ্যা, শনিবার, ৫ ফাগুন, ১৪২৯

২০২৪ সালের লোকসভা

২০২৪ সালের লোকসভার দিকে তাকিয়ে এখন সব রাজনৈতিক দল সক্রিয় হতে শুরু করে দিয়েছে। তারা এখন বিভিন্ন রাজ্যে গিয়ে দলীয় রাজনীতির দিশা দেখাতে শুরু করে দিয়েছে। করোনা সংক্রমণ হওয়ার পরে এখন কোনও শিল্পের দিশা নেই। তার ওপরে রয়েছে রুশ ইউক্রেন যুদ্ধ। ভারত অতি সক্রিয়ভাবে রাশিয়ার সঙ্গে হাত মিলিয়ে জ্বালানি এবং অপরিশোধিত তেল কেনার ব্যবস্থা করেছিল বলে ভারত শ্রীলঙ্কায় পরিণত হতে পারেনি। তারপরে যেভাবে

সম্পাদকীয়

ভারতের ওপরে এসে বাংলাদেশ এসে উপস্থিত হয়েছে তাকে রক্ষা করতে ভারতকে অতিরিক্ত বোঝা বইতে হচ্ছে। আন্তর্জাতিক মৈত্রীকে বজায় রাখতে এটা করতে হচ্ছে ভারতকে। যেভাবে বাংলাদেশে হাসিনা বিরোধীরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে তাতে চিন্তায় রয়েছে ভারত সরকার। সেই কারণে বারবার হাসিনা সরকার ভারতের কাছে আবেদন নিবেদন করতে শুরু করে দিয়েছিল। তাতে ভারত সায় দিতে তাদেরকে তেল এবং জ্বালানি দিয়ে সাহায্য করতে শুরু করে দিয়েছে। ভারতের চারদিকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি যেভাবে মুখ থুবড়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছে তাতে চিন্তায় রয়েছে ভারত সরকার। ভারত ভাবতে শুরু করেছে আগামি দিনে তাদের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার ওপরে এসে কোপ না পড়ে। সেই কারণে খুব সতর্কতার সঙ্গে পা ফেলতে শুরু করেছে ভারত। ইতিমধ্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আবার আমেরিকা সফর করতে যাচ্ছেন বলে জানতে পারা গিয়েছে। লোকসভার নির্বাচনের আগে একবার আমেরিকার সঙ্গে মৈত্রীর বিষয়টাকে ঝালাই করে নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করতে শুরু করেছে বিদেশ দফতর। তারা ভাবতে শুরু করেছে বিশ্বের হাতে গোনা মাত কয়েকটি দেশ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার ওপরে টিঁকে রয়েছে। সেই সব দেশে যথা সময়ে নির্বাচন এবং নির্বাচন বিধি মেনে সরকার গঠন হয়ে থাকে। নির্বাচিত সরকার প্রশাসন চালায়। কিন্তু সেখানে যেভাবে গণতান্ত্রিক একনায়কতন্ত্র মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে তাতে চিন্তাস্মার কারণ হয়ে দাঁড়াতে শুরু করেছে। ব্যক্তিগত আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করে দিয়েছে। দলীয় রাজনীতিক ব্যবস্থা ক্রমশ আলগা হয়ে পড়তে শুরু করেছে। ব্যক্তিগত ভাব মূর্তি প্রাধ্যন্য লাভ করতে শুরু করেছে যেটা আগে নাৎসীবাদের মধ্যে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। ভারত নাৎসীবাদের চরম বিরোধিতা করে থাকে। তারা সেই পথ ধরে হাঁটবে না বলে জানান দিয়েছে। ভারতের সংবিধানকে সমানে রেখে ভারত তাদের প্রশাসন চালিয়ে যাবে। তবে বেশ কয়েকটি রাজ্যের ক্ষেত্রে ভারত সরকার নতুন করে ভাবতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে লোকসভার ভোটের আগে কাশ্মীরের কেন্দ্রীয় শাসিত রাজ্য থেকে বের হয়ে আসার দিকে এখন কেন্দ্রীয় সরকার ঝুঁকি নিতে চাইছে না। স্বরাষ্ট্র দফতর মনে করতে শুরু করেছে কাশ্মীর এখন স্বাভাবিক হতে পারেনি। আগামি লোকসভার নির্বাচনের আগে কাশ্মীরকে রাজ্যের মর্যাদা দিয়ে সেখানে ভোট করার ব্যাপারে কোনও আগ্রহ দেখাতে পারছে না কেন্দ্র।

কলকাতার পরিবেশ দূষণ

কলকাতার পরিবেশ দূষণের হাত থেকে রক্ষা পেতে গেলে আগেই পনেরো বছরের পুরানো গাড়ি বাতিল করতে হবে বলে নির্দেশ জারি করা হয়েছিল। পরিবেশ রক্ষা করার ব্যাপারে রাজ্যের রাজনৈতিক দলের ইস্তাহারে বেশি প্রাধান্য লাভ করে নি। গালভরা প্রতিশ্রুতি দিয়ে পরিবেশ ভাবনাকে একেবারে ধামা চাড়া দিয়ে দেওয়া হয়। কলকাতার দূষণের পরিমাণ ক্রমশ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। দূষণে দিল্লির পর কলকাতার স্থান এসে উপস্থিত হয়েছে। দিল্লিতে দূষণ মাত্রা যেভাবে বৃদ্ধি লাভ করেছে তাতে সেখানকার বাসিন্দাদের হার্টের রোগ থেকে শুরু করে ফুসফুসের রোগ বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। কলকাতার অবস্থা একই। কলকাতায় হার্টের রোগীর সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। তাবওপরে রয়েছে ক্যান্সার রোগী। ক্যান্সার রোগীর সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। ক্যান্সার রোগীদের রোগ সারাতে গেলে যেমন চিকিৎসার প্রয়োজন রয়েছে পাশাপাশি পরিশুদ্ধ বায়ুর প্রয়োজন রয়েছে। পরিবেশকে সুস্থ এবং স্বাভাবিক রাখার প্রয়োজন রয়েছে। সেটা শহর কলকাতায় রাখা একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়তে শুরু করেছে। কাটা তেল দিয়ে এখনও অটো রাস্তায় চলে। ব্যাটারি চালিত অটোর সংখ্যা ক্রমশ কমতে শুরু করে দিয়েছে। সরকার ব্যাটারি চালিত বাসের কথা ভেবে বেশ কয়েকটি সরকারি বাস কিনেছিল। সেই সব বাসগুলি রাস্তায় ভালোই চলছিল। কিন্তু পরে চলা ক্রমশ কমতে শুরু করেছে। বেসরসাকির বাসগুলিকে ব্যাটারি চালিত বাসে পরিণত করতে পারলো না সরকার। এদিকে ভারত জি-২০ সম্মেলনের সভাপতি। ফলে বিশ্ব পরিবেশ নিয়ে আলোচনা প্রাধান্য পেতে পারে। সেখান থেকে ভারত কী কী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে পরিবেশকে দূষণ মুক্ত করতে তার কথা আলোচিত হচ্ছে। তবে কলকাতাকে রক্ষা করতে গেলে বেসরকারি বাসগুলিকে বিদ্যুৎ চালিত বাসে পরিণত করতে হবে এটা ক্রমশ পরিস্কার হয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। পরিবেশবিদেরা ইতিমধ্যে এ ব্যাপারে বহু আলাপ আলোচনা করতে শুরু করেছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না। তার ফলে কলকাতা দূষণের অতিরিক্ত মাত্রা থেকে বের হতে পারছে না। কলকাতার দূষণ একন প্রায় প্রশ্নের মুখে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে। দূষণ দূরীকরণ করার ব্যাপারে কারোর সঙ্গে আপোষ করা হবে না বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে শুরু করেছে পরিবেশ দফতর। সরকারি পরিবহণের অবস্থা একেবারে অথৈব চ সেটা ক্রমশ পরিস্কার হয়ে গিয়েছে। সরকার আগে নিজেদের পরিবহণ ব্যবস্থাকে দূষণ মুক্ত করতে পারলে তবেই অন্য ব্যাপারে কথা বলতে পারবে। নাহলে যে রকম চলছে তাই চলতে থাকবে। দূষণের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার আর কোনও পথ খোলা নেই সেটা ক্রমশ পরিস্কার হয়ে যেতে শুরু করে দিয়েছে। দুষণ মুক্ত কলকাতা তৈরি করতে গেলে মাস্টার প্লান তৈরি করার খুবই প্রয়োজন। তা অতি শীঘ্রই করতে হবে। না কলকাতা শহর দূষিত শহরে চিহ্নিত হব বিশ্ব মানচিত্রে।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

অশিক্ষিতকে শিক্ষা দেওয়া বরং অনেক সোজা হয়, কুশিক্ষিতদের শিক্ষক হওয়া সেটাই কঠিন কাজ সোজা নয়। যদি সাধনায় উন্নতি লাভ করতে চাও, তবে কপটতা ত্যাগ কর। কপট হয়োনা, নিজে ঠকও হয়োনা, আর অপরকেও ঠকিও না

রামকৃষ্ণদেবের কথামৃত

মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে হবে। মানবজাতিকে রক্ষা করতে হবে। দেশকে রক্ষা করার ব্রত গ্রহণ করতে হবে। দেশকে রক্ষা করতে পারলে তবেই নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব। শুধু শুধু বেদ পড়ে কিছু হবে না। মনটাকে বেদের মতো করতে হবে। তবেই বেদ পড়ে কিছু গ্রহণ করতে পারবি। ধর্ম করলে চলবে না। ধর্ম থেকে আদর্শকে গ্রহণ করতে হবে। শুধু পুজো করলে চলবে না। পুজোর মধ্যে দিয়ে মানব সেবাকে গ্রহণ করতে হবে। তবেই মানুষ মহান হতে পারবে। মানুষ নিজের জীবনটাকে শ্রেষ্ঠ করতে পারবে। ধর্ম কর্ম করলে মনটা শুদ্ধ থাকে।

লোকসভার নির্বাচনের প্রেক্ষাপট তৈরি করছেন মোদি

রবীন্দ্রকুমার শীল

লোকসভার নির্বাচনের প্রেক্ষাপট তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি স্বয়ং। তিনি বাজেট অধিবেশনকে সমানে রেখে লোকসভার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছেন সেটা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে যেতে শুরু করে দিয়েছে। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধিকে ঠেকাতে তিনি তাঁকে ‘নামদার’ পরিবারের সন্তান বলেছেন। এদিকে রাহুল গান্ধি প্রকাশ্যে বারবার প্রধানমন্ত্রীর কথায় জবাব দিতে গিয়ে বলেছেন যে তাঁর পরিবারের কেউই তিন দশক জড়ে প্রধামন্ত্রী পদে নেই। তবুও তাঁকে কিন্তু পরিবারতন্ত্র বলে ঘোঁচা দেওয়া হচ্ছে। দেশের জন্যই প্রাণ দিয়েছিলেন তাঁর পিতা এবং ঠাকুরমা। সেকথাও আবার বলছেন না বিজেপি দলের নেতারা। তারা শুধু রাহুলকে দেখলেই বলতে শুরু করেছেন রাজপরিবারের ছেলে। রাজনীতিতে একেবারে বাচ্চা ছেলে হচেছন রাহুল গান্ধি। সেই কারণে তাঁকে বিজেপি দলের নেতারা পাপ্পু বলে সম্বোধন করতে থাকে। রাহুল যে ক্রমশ নিজেকে ব্যক্তিত্বময় রাজনীতিবিদ হিসাবে প্রকাশ করতে চাইছেন সেটা ক্রমশ পরিস্কার হয়ে যেতে শুরু করে দিয়েছ। কিন্তু কথা হচ্ছে নরেন্দ্র মোদি যে ধরনের কৌশলী রাজনীতিবিদ সেটা ততটা

কিন্তু রাহুল গান্ধি নন। তিনি রাজনীতিতে একেবারে ছোট মোদির কাছে সেটা প্রমানিত হয়ে গিয়েছে। এই মুহূর্তে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে প্রধানমন্ত্রীর মোদির বিকল্প রাজনীতিবিদ তৈরি হতে পারছে না। তার ফলে মোদির সঙ্গে টেক্কা দেওয়াটা খুবই মুশকিল হয়ে গিয়েছে। তার ফলে এবারে সংসদের চার দেওয়ালকে একেবারে উপেক্ষা করে রাহুল গান্ধিকে কন্যাকুমারি থেকে শ্রীনগর পর্যন্ত ‘ভারত জোড়ো’ পথযাত্রা শুরু করেছিলেন। কংগ্রেস সাফল্য লাভ করেছে এই পদযাত্রা করে। কিন্তু সেই সুফলটাকে কোনও সময়ে মোদি তাঁর ঘরে টেনে নিয়ে যাবে তার জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে রয়েছেন। বিজেপি দলের নেতারা বলতে শুরু করেছেন যে কাশ্মীর কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত হওয়ার ফলেই ভারত জোড়া আন্দোলনকে রাহুল গান্ধি কাশ্মীরে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। নাহলে তিনি আগেকার মতো অবস্থা কাশ্মীরে থাকলে তিনি সেখানে পা দিতে পারতেন না। বিজেপি দলের এই সাফল্যের কথা একবার কি রাহুল গান্ধি মুখ দিয়ে স্বীকার করবেন? প্রধানমন্ত্রী যে ধরনের কঠিন পদক্ষেপ গ্রহণ করে অশান্ত কাশ্মীরকে একেবারে ঠাণ্ডা করে দিয়েছেন তাতে একবার হলেও রাহুল গান্ধিকে মোদির প্রশংসা করতে হবেই। পণ্ডিত নেহরু কাশ্মীর নীতি আইনী জটিলতা সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। তার থেকে সমস্ত ভারতবাসীদের মুক্তি দিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। তিনি প্রমাণ করে দিলে প্রয়োজন হলে তিনি নরমের ভক্ত শক্তের যম। কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে যেভাবে মোকাবিলা করতে করতে শুরু করে দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি সেটা আজকে বিশ্ব বন্দিত। বিদেশি রাজনীতিতে ভারত শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে রয়েছে এটা পরিস্কার। রাহুর গান্ধী প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছেন না। মেদি তাঁর ব্যক্তিসত্ত্বাকে কাজে লাগাতে শুরু করে দিয়েছেন। আদানি ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী মুখ খুলতে একেবারে নারাজ। তাঁর হয়ে কথা বলেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ব্যক্তিসত্ত্বায় আজকে মোদি অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছন। ভারতে আজকে মোদি হাওয়া বইতে শুরু করে দিয়েছে সেখানে কেউই কোনও রকম আচঁর কাটতে পারছে না। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে আজকে আরএসএসের প্রয়োজন মোদিকে। মোদির আরএসঅসের প্রয়োজন না হলেও চলবে। বহু আগেই তিনি নিজেকে সাধারণ নাগরিক বলে প্রচার করতে শুরু করে দিয়েছেন। তিনি নিজেকে চা-ওয়াা বলেছেন। একটি সময়ে তিনি স্টেশনে স্টেশনে চা বিক্রি করে পয়সা রোজগার করতেন । তাকে চা-ওয়ালা বলাতে তাঁর খ্যাতি কিন্তু কমে যায়নি বরং আরও বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে।

মার্কিন ধনকুবেরের খোঁচা ঘিরে বিতর্ক তুঙ্গে উঠল

বিবিসির ‘ইন্ডিয়া দ্য মোদি কোয়েশ্চেন’ তথ্যচিত্র ও হিন্ডেনবার্গের রিপোর্টকে কেন্দ্র করে আদানি গোষ্ঠীর শেয়ারের পতন ঘিরে বিতর্ক চলছেই। এই আবহে এবার মার্কিন ধনকুবের জর্জ সোরস দাবি করলেন, আদানিকে ঘিরে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তার ধাক্কা ভারতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ফিরে আসার সম্ভাবনাকে তৈরি করবে। সেই সঙ্গে তাঁর আরও দাবি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রশ্নের জবাবদেওয়া প্রয়োজন। তাঁর এই মন্তব্যকে ঘিরে বিতর্ক তৈরি হতেই পালটা দিয়েছে কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানির মতে, ভারতের গণতান্ত্রিক হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করছে বিদেশি শক্তি। এর বিরুদ্ধে সবাইকে একজোট হয়ে প্রতিবাদ করার জন্য তিনি আরজি জানিয়েছেন। উল্লেখ্য করা যেতে পারে, জর্জ সোরস ওপেন সোসাইটি ফাউন্ডেশন নামের এক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। বাক স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বজায় রাখার লক্ষ্যে বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে অনুদান দেয় তাঁর সংস্থা। জানা যাচ্ছে, জার্মানির মিউনিখে একটি সম্মেলনে অংশ নিয়েছিলেন জর্জ। সেখানেই তাঁকে বলতে শোনা যায়, মোদি এই বিষয়ে (আদানি কাণ্ড) নিয়ে এখনও নীরব। কিন্তু তাঁকে জবাব দিতেই হবে। এই ঘটনা ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় মোদির রাশকে দুর্বল করে দেবে। সেই সঙ্গেই তাঁর আশা, এবার ভারতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ফিরে আসবে। তাঁর এহেন মন্তব্য থেকে পরিস্কার, তিনি বলতে চাইছেন ভারতে এই মুহূর্তে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নেই। তিনি ভারতের সম্পর্কে কিছুই জানেন না বলে মনে হয়।

ভারতীয় ফুটবলে থ্রি মস্কেটিয়ার্স- বলরাম, পিকে এবং চুনী

ভারতীয় ফুটবল জগতে থ্রি মস্কেটিয়ার্স- বলরাম, পিকে এবং চুনী। এদের সবাই কিন্তু আজকে ইহজগতে নেই। সবাই এই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে গিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের কীর্তির কথা ফুটবল জগতে ইতিহাসে সোনার পাতায় লেখা রয়েছে। আজও চায়ের দোকানে বা ক্লাব ময়দানে বসে অধিকাংশ লোকেরা বলরাম, পিকে এবং চুনীর ফুটবল ক্রীড়া কৌশলের কথা আলোচনা হতে থাকে। পিকে ব্যানার্জি চলে যাওয়ার পর চুনী গোস্বামী চলে গেলেন। তারপরে শেষ ফুটবল মস্কেটিয়া তুলসীদাস বলরাম চলে গেলে ইহজগতের মায়া ত্যাগ করে। ফুটবল জগত এবারে অভিভাবক শূন্যে পরিণত হল বলা যেতে পারে। ভারতীয় ফুটবলের দ্রোণাচার্য সৈয়দ আব্দল করিমের চোখ গিয়ে পড়েছিল বলরামের ওপরে। তখন বলরাম রাজ্যের হয়ে সাধারণ টুর্নামেন্ট খেলতেন। হায়দ্রাবাদ ফুটবল দলের কর্তা ছিলেন করিম সাহেব। এবারে তিনি নিজ হাতে গড়েপিঠে খেলোয়াড় তৈরি করতে শুরু করলেন বলরামকে। তিনি বুঝতে পেরে গিয়েছিলেন আগামি দিনে ভারতে হয়ে ফুটবলে আগুন জ্বালাতে অপেক্ষা করে রয়েছে। সেই আগুনকে জ্বালিয়ে দিয়ে অলিম্পিক ঘরে নিয়ে আসার একটি সুপ্ত বাসনা তৈরি হয়ে গিয়েছিল করিমের। তার ফলে ভারত রোম অলিম্পিকে অসাধারণ খেলা উপহার দিয়েছিলেন বলরাম। তিনি ১৯৬০ সালে ডুরান্ড কাপ জিতে সোনার বুট পেয়েছিলেন। তখন ফুটবল জগতে তখন স্বজনপোষন একেবারে ছিল না। বলতে গেলে ভালো ফুটবল খেলোয়াড় না হতে পারলে একেবারে মাঠের বাইরে থাকতে হবে। কারোর আবেদন নিবেদন কোনও কাজ হতো না।

ভারতীয় দল তখন একেবারে ইস্পাতের মতো মজবুত বলা যেতে পারে। পিকে ব্যানার্জি, চুনী গোস্বামী এবং তুলসীদাস বলরাম বলতে গেলে একটি জোট তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তখন ভারতের ফুটবল জগত এই তিনজনকে বলাতো- থ্রি মস্কেটিয়ার্স। সেকেন্দ্রবাদের আম্মুগুডা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেনল বলরাম। তাঁর জন্মদিন ছিল ৪ অটোবার ১৯৩৬ সাল। জার্সি কেনার টাকা তাঁর ছিল না। অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারে জন্ম গ্রহণ করে তার মধ্যে ফুটবলকে ভালোবেসে প্রশিক্ষণ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তারপরে হায়দ্রাবাদে নিচের ডিভিশনের খেলায় অংশ গ্রহণ করতে গিয়ে তিনি ফুটবল কোচ করিমের নজরে পড়ে যান। তারপর থেকেই তাঁর জীবনের ইতিহাস ক্রমশ বদলাতে শুরু করে। করিমের কাছে তিনি শপথ গ্রহণ করেছিলেন ভলো ফুটবল খেলা উপাহর দেবেন। মেলবোর্ন অলিম্পিকে ফুটবল খেলায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন বলরাম। সেখানে ভারত চতুর্থ স্থান লাভ করে। তারপরে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের হয়ে খেলার জন্য ডাক পেয়েছিলেন। প্রথমে এই ক্লাবে অংশ গ্রহণ করার ব্যাপারে মত ঠিক করতে পারেননি। তিনি হায়দ্রাবাদ পুলিশের হয়ে খেলা খেলতে শুরু করলেন। তারপরে বুঝতে পেরেছিলেন যে এই দলের হয়ে ফুটবল খেলতে তার খেলার গণ্ডিটা ক্রমশ ছোট হতে থাকবে। সেই কারণে বিস্তীর্ণ পরিধির মধ্যে খেলার কথা চিন্তা করে তিনি কলকাতার ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের হয়ে খেলতে কলকাতায় চলে আসেন। তখন কলকাতার ফুটবল জগত ভারত সেরা বলা যেতে পারে। আজকে সেই স্থান দখল করে নিয়েছে গোয়া। ১৯৫৭ সাল থেকে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের হয়ে খেলে টানা ১০৪ গোল করেছিলেন। আইএফএ শিল্ড জয়লাভ করেছিলেন দুইবার। ১৯৫৮, ১৯৫৯ এবং ১৯৬২ সালে বাংলার হয়ে সন্তোষ ট্রফি জয় করেছিলেন। তখন তিনি দলের অধিনায়ক। ফুটবল জগতে একটি স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করে গিয়েছিলেন বলরাম। তাঁর কথা বলতে গিয়ে বহু খেলোয়াড়রা বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েন। তার মধ্যে রয়েছেন সুকুমার সমাজপতি। তিনি বলেছেন, ফুটবল খেলোয়াড় হিসাবে সে যেমন ভালো ছিল ঠিক তেমনি মানুষ হিসাবে সে ছিল একেবারে ভদ্রলোক। তার ব্যবহারের মধ্যে কোনও রকম বিশৃঙ্খলা আচরণ দেখতে পাওয়া যায়নি। অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথার ফেলোয়াড় ছিলেন তিনি। মাথা গরম করে কোনও দিন তাঁকে মাঠে খেলতে দেখা যায়নি। কিন্তু তার ফুটবল জগত দীর্ঘায়ু লাভ করতে পারেনি। তার একটি মাত্র কারণ তিনি মাত্র ২৭ বছর বয়সে প্লুরিসিতে ভুগতে শুরু করে দিয়েছিলেন। চিকিৎসা শুরু হলেও চিকিৎসকেরা তাকে পরিস্কার করে বলে দিয়েছিলেন যে ফুটবল খেলা ত্যাগ করতে হবে বাঁচতে গেলে। তাই তিনি করেছিলেন। ফুটবলকে বিদায় জানিয়ে রোগের সঙ্গে লড়াই করতে শুরু করে ছিলেন। কিন্তু ৮৬ বছরে থেমে গেল তাঁর জীবন রথ।

টাটার এয়ার ইণ্ডিয়ার নতুন চমক

রুশ ইউক্রেন যুদ্ধ ভরতকে সেরা রুশ বন্ধু করে দেওয়ার ফলে আজকে ভারতকে পেট্রো পণ্য নিয়ে চিন্তা করতে হচ্ছে না। রাশিয়া অতি সস্তায় তেল দিতে শুরু করেছে। সেই তেলের সদব্যবহার করতে এবারে টাটা

এয়ার ইণ্ডিয়া এগিয়ে আসতে শুরু করেছে। রাশিয়ার থেকে যে তেল ভারত কিনতে শুরু করেছে তার যথাযথ ব্যবহার যাতে হতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রেখে টাটা গোষ্ঠী ইতিমধ্যে ইউরোপরে এয়ার বাস এবং আমেরিকার বোয়িং এর কাছে ৩৭০টি বিমান কেনার বরাদ দিতে শুরু করে দিল। যে এয়ার ইণ্ডিয়া কর্মীদের মাইনে দিতে পারছিল না। ভর্তুকি দিয়ে চালাতে শুরু করেছিল বিমান সংস্থা। সেই এয়ার ইণ্ডিয়া বিমান সংস্থা এবারে প্রায় ৮৪০টি বিমান কেনার বরাদ দিল। টাটারা এবারে জোরদার প্রতিয়োগতা অংশ গ্রহণে আগ্রহী। দিল্লি, মুম্বই. আমেদাবাদের সঙ্গে বিশ্বের সেরা শহরগুলির সঙ্গে সংযোগ বৃদ্ধি করতেই এই যাত্রীবাহী বিমান কেনার হিরিক পড়তে শুরু করেছে। বিশ্বের বড় শহরগুলির সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ বৃদ্ধি করা এবং আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলার ওপরে জোর দিতে শুরু করে দিয়েছে টাটা গোষ্ঠীর কর্ণধার রতন টাটা। তিনি বলেছেন, এয়ার ইণ্ডিয়াা একটি সময়ে কেবল রুগ্ন শিল্প হিসাবে খ্যাতি লাভ করতে শুরু করেছিল। কিন্তু এবারে সেই রুগ্ন শিল্প শক্তিশালী শিল্পে পরিণত হতে থাকবে আগামি দশ বছরের মধ্যে। তার জন্য মাস্টার প্ল্যান তৈরি করেছে টাটার গোষ্ঠীর কর্ণধার। ২০২৭ সালের মধ্যে ৭২টি বিমান কেনার কথা ঘোষণা করেছে। এর মধ্যে ১৭টি বিমান হাতে এসে গিয়েছে। এয়ার ইণ্ডিয়া এখন লাভজনক সংস্থায় পরিণত হতে শুরু করেছে। এয়ার ইণ্ডিয়াকে বিশ্ব মান সংস্থায় পরিণত করার দিকে টাটারা নজর দিয়েছেন। তার ফলে আগামি দিনে প্যান অ্যাম, জাপ, ব্রিটিশ ওয়ারওয়েজের সঙ্গে সমানভাবে বাণিজ্যিক পাল্লা দিতে থাকবে এয়ার ইণ্ডিয়া। ইতিমধ্যে দুবাই, কাতার ইরাক এবং আবর দুনিয়ার সঙ্গে সরাসরি বিমান যোগাযোগ রাখা শুরু হয়ে দিয়েছে। কাতার সরকারও ভারতের সঙ্গে বিমান উড়ান ব্যবসা চালু রাখার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। বিশ্বকাপ দেশ কাতার এখন বাজার অর্থনীতির দিকে ঝুঁকে পড়তে শুরু করেছে। ফলে ভারত কাতারের ব্যবসায়ী মহলে সঙ্গী হওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করতে শুরু করেছে।

পাক আর্থিক দুরাবস্থায় মন্ত্রীরা বেতন গ্রহণ করছেন না

পাকিস্তানের আর্থিক দুবাবস্থার হাত থেকে রক্ষা পেতে গেলে এখন বিশাল অঙ্কের ঋণ নেওয়ার খুবই প্রয়োজন। না হলে পাকিস্তানকে রক্ষা করা যাবে না। এদিকে চিনের কাছে ভয়ে হাত পাততে পারছে না। চিন এখন অর্থ দিয়ে জমি কেনার দিকে ঝোঁক দিতে শুরু করে দিয়েছে। চিন চাইছে তাদের কাছ থেকে পাকিস্তান ঋণ গ্রহণ করুক। তার বিনিময়ে তারা চিনকে জমি দিক। চিন জমি গ্রহণ করে পাকিস্তানে সামরিক ঘাঁটি তৈরি করতে চায় বলে জানতে পারা গিয়েছে। কিন্তু পাকিস্তানের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ তাতে রাজি হচ্ছেন না। এদিকে বিশ্ব ব্যাঙ্ক ঋণ দেওয়া থেকে ক্রমশ পিছু হটতে শুরু করে দিয়েছে। আরব দেশগুলিও পাকিস্তানকে ঋণ দিতে দ্বিধা বোধ করতে শুরু করেছে। তার ফলে পাকিস্তান এখন নিঃসঙ্গ বোধ করতে শুরু করেছে। আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের সঙ্গে কথা বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ। কিন্তু যে সব শর্ত আরোপ করার কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে আইএমএফ তাতে পাকিস্তান সরকার একেবারে নারাজ। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের কথা শুনে কাজ করতে গেলে পাকিস্তানে আগুন জ্বলতে শুরু করবে। ইতিমধ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম আগুন হয়ে গিয়েছে। প্রতি লিটার পেট্রোলের দাম হয়েছে ২৭২ টাকা। ডিজেলের দাম হয়েছে ২৮০ টাকা। কেরোসিনের দাম হয়েছে ২০২টাকা। তার ফলে সাধারণ মানুষের অবস্থা ক্রমশ খারাপ হতে শুরু করে দিয়েছে। পাকিস্তান সরকার এখন আর কোনও ত্রাণ দিতে পারছে না। কোষাগার ক্রমশ তলানিতে দাঁড়াতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ বলতে শুরু করেছেন তিনি আর বেতন গ্রহণ করবেন না। তাঁর সঙ্গে বেশ কয়েকজন মন্ত্রী বলেছেন তারাও বেতন গ্রহণ করবেন না। সরকারি কর্মীদের বেতন কমানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে সরকার। সংসদের ভাতার ওপরেও কোপ পড়তে পারে বলে জানতে পারা গিয়েছে। সংসদ সদস্যদের অতিরিক্ত সুবিধা দেওয়া একেবারে অসম্ভব বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে সরকার। তার ফলে সংসদের সদস্যদের

আগামি কয়েক বছর কঠিন অবস্থার মধ্যে গিয়ে সংসদে অংশ গ্রহণ করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী সহ ১৩ জন মন্ত্রী বিনা বেতনে কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। কিন্তু সরকারি সুযোগ সুবিধা আগের মতো থাকছে না। প্রধানমন্ত্রী নিরাপত্তা বাহিনী থেকে শুরু করে তার গাড়ি খরচ বহন করাও খুব কঠিন হয়ে দেখা দিতে শুরু করেছে। তার ফলে প্রধানমন্ত্রী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন একমাত্র বাড়ি এবং প্রধানমন্ত্রী দফতরে আসা যাওয়া ছাড়া আর কোনও রকমভাবে সরকারি গাড়ি ব্যবহার করবেন না। বিনা বেতনে রাজ করার ইতিহাস পাকস্তান মন্ত্রীসভায় এই প্রথম দখতে পাওয়া গেল। এর আগে পাকিস্তানের বহু আর্থিক দূরাবস্থা ঘটেছে তখন কিন্তু কোনও মন্ত্রীরা বিনা বেতনে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন নি। এদিকে বিরোধী দলের নেতারা বলতে শুর করেছেন এটা হচ্ছে পাকিস্তানে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী রাজনৈতিক কৌশল। তিনি দেখাতে চাইছেন কতবড় ধরনের স্বদেশ প্রেমিক মানুষ। তিনি তো কোনও সময়ে বলেননি যে সরকারি গাড়ি ব্যবহার করবো না। পেট্রোলের দাম বৃদ্ধি হওয়ার কারণ গাড়ি ব্যবহার করবো না। আসলে সবাই হচ্ছে লোক দেখানো। প্রধানমন্ত্র যা মাইনে পান তার চেয়ে তাঁর নিরাপত্তা খাতে দিতে টাকা খরচ হয়ে থাকে। তার জন্য অতিরিক্ত বিমান রয়েছে। সেই সব রক্ষণাবেক্ষণ করতে পাকিস্তান সরকারকে কোটি টাকা ব্যয় করতে হয়। সেই সব খরচের কথাকে প্রকাশ্যে নিয়ে আসা হয়নি। সরকারি স্তরে সবার মাইনে কমিয়ে দেওয়া উচিত। ব্যয় কমানো খুবই প্রয়োজন। ভারতের সঙ্গে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে পাল্লা দিতে গিয়ে আজকে পাকিস্তানকে একেবারে মুখ থুবড়ে পড়তে হয়েছে সেটা কিন্তু শাহবাজ সরকার প্রকাশ্যে বলতে লজ্জা পাচ্ছে। পাকিস্তান এক সময়ে ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে পাল্লা দিতে গিয়ে বিদেশ থেকে বহু অস্ত্র কেনা শুরু করেছিল। তার ফলে পাকিস্তানের কোষাগার একেবারে শূন্যতে পরিণত হয়। বিদেশি অস্ত্রকারবারীরা কিন্তু পাকিস্তানকে দয়া প্রদর্শন করেনি। তারা বেশ চড়া দাম দিয়েছিল। তাই পাকিস্তান কিনতে শুরু করে ছিল ভারতের সঙ্গে আর একটি যুদ্ধ পাকিয়ে দেওয়ার। পাকিস্তান পরমানু শক্তধর রাষ্ট্রে পরিণত হতে গিয়ে আজকে ঘরে ঘরে অন্ন পৌঁছাতে পারছে না। সারা পাকিস্তানদরিদ্র জনগণ এখন অনাহার বসবাস করতে শুরু করে দিয়েছে। এক শ্রেণির মানুষেরা বিলাসিতার মধ্যে বসবাস করছে আর এক শ্রেনির মানুষেরা অনাহারে দিন কাটাতে শুরু করে দিয়েছে। এই রকম ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গিয়েছে পাকিস্তানে।

বিদ্যালয়ের জায়গা দখল করে ব্যাঙ্কের সিএসপি তৃণমূল নেতার

তনুজ জৈন, মালদা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ তাদের পঞ্চায়েত সদস্যার বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের। অভিযুক্ত পঞ্চায়েত সদস্য আবার গ্রামেরই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পার্শ্ব শিক্ষক। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ বিদ্যালয়ের জায়গা অন্যায়ভাবে দখল করে ব্যাঙ্কের সিএসপি চালানোর। সেই সিএসপি থেকে ঠিকমত মানুষের ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ে তুলে নিচ্ছেন টাকা। নিয়মিত ভাবে আসছেন না বিদ্যালয়ে। সাথে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে কাটমানি নিয়ে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ। এমনকি তার বিরুদ্ধে মুখ খুললেই মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর। যদিও তার বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ওই পঞ্চায়েত সদস্য। তার পাল্টা দাবি তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে চক্রান্ত করে এই সব বিক্ষোভ করাচ্ছেন। যদিও অঞ্চল সভাপতি জানিয়েছেন এই বিক্ষোভের সঙ্গে তার কোন যোগ নেই। দুর্নীতিবাজদের দলে আর ঠাঁই হবে না বার্তা দিয়েছেন তিনি। সমগ্র ঘটনা নিয়ে তৃণমূলকে খোঁচা বিজেপির। তুঙ্গে রাজনৈতিক তরজা। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত কুশিদা গ্রাম পঞ্চায়েতের হুসেনপুর বুথের পঞ্চায়েত সদস্য অলোক পোদ্দার। তিনি আবার হুসেনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পার্শ্ব শিক্ষক। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি ওই বিদ্যালয়ের জায়গা অবৈধ ভাবে দখল করে একটি সিএসপি চালাচ্ছেন কয়েক বছর ধরে। এমনকি বোলপূর্বক এই সিএসপি থেকে সাধারণ মানুষের ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিয়ে আবাস যোজনার জন্য কাটমানির টাকা তুলে নিচ্ছেন। এলাকাজুড়ে সন্ত্রাস চালাচ্ছেন। ঠিকঠাক ভাবে যাচ্ছেন না বিদ্যালয়ে। আর তার বিরুদ্ধে মুখ খুললেই ফাঁসিয়ে দিচ্ছেন মিথ্যা মামলায়। হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অনির্বাণ বসুর কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের এলাকাবাসীর। সাথে চলতে থাকে বিক্ষোভ। এলাকাবাসীর দাবী অলক পোদ্দারের থেকে পদ কেড়ে নিতে হবে। সাথে যেন তিনি আগামী দিনে কোন পদ না পান। তিনি পঞ্চায়েতে নির্বাচনে আবার প্রার্থী হলে তৃণমূলকে ভোট না দেওয়ার হুঁশিয়ারি বিক্ষোভকারী এলাকাবাসীর। পাল্টা অলোক পোদ্দারের দাবি ওই সিএসপি তিনি চালান না। তার এক নিকট আত্মীয়ের সিএসপি। আর যারা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন তারাই বিদ্যালয়ের জায়গা দখল করে রেখেছেন। অঞ্চল সভাপতি মহম্মদ নুর আজম তাকে কালিমালিপ্ত করার জন্য চক্রান্ত করে বিক্ষোভ করাচ্ছেন বলে অভিযোগ করেন অলক পোদ্দার। যদিও মহম্মদ নুর আজম বলেছেন এই বিক্ষোভের সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই। অলোক পোদ্দার দুর্নীতি করেছে তাই এলাকার মানুষ বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। প্রশাসন খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেবে। অন্যদিকে তৃণমূলে কোন অনুশাসন নেই। যতদিন যাবে নিজেদের মধ্যে সংঘাত বাড়বে। অন্তর্দ্বন্দ্ব বিক্ষোভেই তৃণমূল শেষ হবে তীব্র খোঁচা বিজেপির। পঞ্চায়েত ভোটের প্রাক্কালে দুর্নীতি যা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। বিক্ষোভকারী এলাকাবাসী রুবেদা বেওয়া বলেন, আমার ছেলেকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়েছে অলোক পোদ্দার। গ্রামের অনেককেই মিথ্যা মামলা দিয়ে দিয়েছে। বিক্ষোভকারী স্থানীয় বাসিন্দা মহবুব আলম বলেন, অলোক পোদ্দার প্রচন্ড দুর্নীতিগ্রস্ত লোক। আজ ওর বিরুদ্ধে কথা বলছি হয়তো কালকেই ফাঁসিয়ে দেবে। বিক্ষোভকারী স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, বিদ্যালয়ের জায়গা অন্যায়ভাবে দখল করে রেখেছে অলোক পোদ্দার। তার স্ত্রী পঞ্চায়েতে এবং এসএএ-এসএএ দুই জায়গায় কাজ করে। দুই জায়গা থেকে সরকারের সাম্মানিক নিচ্ছে। অলোক পোদ্দার দুর্নীতি করছে। এর বিরুদ্ধেই আমাদের অভিযোগ এবং বিক্ষোভ। পঞ্চায়েত সদস্য অলোক পোদ্দার বলেন, সমস্ত অভিযোগ মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন। যারা বিক্ষোভ করছে বরং তারাই

আন্ডারপাসের দাবীতে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ বর্ধমানে

সুজিত দত্ত, পূর্ব বর্ধমান, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ আন্ডারপাসের দাবীতে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাল স্থানীয় বাসিন্দারা। শাসকদলের নেতারা উপস্থিত থেকে সমর্থন জানায় এই বিক্ষোভ আন্দোলনকে। বর্ধমানের মিরছোবা এলাকার ঘটনা। ঘন্টাখানেক অবরোধের জেরে আটকে পড়ে বহু যানবাহন। শ'য়ে শ'য়ে গাড়ি আটকে পড়ে ২ নং জাতীয় সড়কে। রীতিমতো শাসকদলের পতাকা রাস্তায় লাগিয়ে পথ অবরোধ করা হয়। অবরোধকারীদের অভিযোগ, এর আগে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের সাথে বার বার যোগাযোগ করা হয়েছে, তাদের তরফে প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে কিন্তু কোন কাজ হয়নি। অবরোধকারীদের দাবী, ২০১৫ সাল থেকে তারা তৎকালীন সাংসদ, কাউন্সিলরদের মাধ্যমে একাধিকবার জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষর কাছে আবেদন জানিয়ে এসেছে। ছয় লেনের কাজ শুরু হলে এখানে আন্ডারপাস হবে বলে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছিল বলে দাবী করেন আন্দোলনকারীরা। কিন্তু এখন ছয় লেনের কাজ চললেও এখানে আন্ডারপাস করার ব্যাপারে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ কোনো উদ্যোগ দেখাচ্ছে না বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। পূর্ব বর্ধমান জেলা যুব তৃণমূলের সভাপতি রাসবিহারী হালদার ওই অবরোধে উপস্থিত ছিলেন। তিনি জানান, দীর্ঘদিন ধরেই একটা ওভারব্রীজ কিংবা আন্ডারপাসের দাবী ছিল স্থানীয় মানুষের। প্রচুর মানুষ জাতীয় সড়ক পারাপার করেন প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে। ২০১৫ সাল থেকে তৎকালীন সাংসদ, বিধায়ক এবং এলাকার কাউন্সিলারের উদ্যোগে এনএইচ-এর প্রোজেক্ট ডিরেক্টরকে আবেদন করা হয়েছিল, আলোচনা করা হয়েছিল। তখন মৌখিক আশ্বাস পাওয়া গেলেও সাত বছর হয়ে গেল ওভারব্রীজ কিংবা আন্ডারপাসের কাজ শুরু হল না। তাই স্থানীয়রা এই বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। পরে পুলিশ ও জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষর সাথে অবরোধকারীদের আলোচনা হলে তারা আশ্বাস পেয়ে বিক্ষোভ তোলেন আন্দোলনকারীরা।

শিব চর্তুদশী উপলক্ষে সেজে উঠছে বক্রেশ্বর

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ রাত পোহালেই মহাশিবরাত্রি। শিব চর্তুদশী উপলক্ষে সেজে উঠছে বক্রেশ্বরের একাধিক মন্দির। বীরভূম জেলার সুপ্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান পুরান খ্যাত বক্রেশ্বর মহামুনি অষ্টাবক্র এবং বক্রেশ্বর ধামে চলছে শিবরাত্রির শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। আগামীকাল শিব চর্তুদশী উপলক্ষে অগণিত ভক্তের সমাগম হবে এবং বহু দূরদূরান্ত থেকে মানুষ আসবে এই বক্রেশ্বর শিব মন্দিরে পুজো দিতে। পুরো মন্দির প্রাঙ্গন পুজো উপলক্ষে ফুল এবং আলোকসজ্জার মাধ্যমে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। সুদূর ব্যাঙ্গালোর থেকে এই ফুল এসেছে। শনিবার হাজার হাজার দর্শনার্থী যাতে সারিবদ্ধ ভাবে নিয়ম কানুন মেনে পুজো অর্চনা করতে পারে তার জন্য মোতায়েন থাকবে প্রচুর সংখ্যক পুলিশ। এর পাশাপাশি বক্রেশ্বরের আশ্রম গুলো সেজে উঠেছে নতুন আঙ্গিকে। তাছাড়া বক্রেশ্বরে বাউল গান, নাম সংকীর্তন, লোকগান ইত্যাদি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এমনটাই জানালেন মন্দিরের পূজারীরা। থাকছে নিরাপত্তা জোরদার করতে সব ধরনের নজরদারি ব্যবস্থা। অন্যদিকে শিবরাত্রি উপলক্ষে বিরাট ধর্মীয় শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়।

সফল অস্ত্রোপচার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ আবারও বড়সড় সাফল্য মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের। প্রায় দেড় ঘন্টার চেষ্টায় ছ'বছরের শিশুর অস্ত্রোপচার করে সাফল্য পেল মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। জানা যায়, কালিয়াচকের পশ্চিম খাস চাঁদপুরের বাসিন্দা কিসমত শেখের ছ'বছরের সন্তান আব্দুল হামিদ শেখ বাঁশি বাজানোর সময় আচমকা গলায় আটকে যায় বাঁশি। তড়িঘড়ি তাকে স্থানীয় প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যায় ও তারপর সেখান থেকে মালদা মেডিকেল কলেজে পাঠায়। মালদা মেডিকেল কলেজের ডাক্তার গণেশ চন্দ্র গাইন, ডাক্তার শুভজিৎ সরকার, ডাক্তার এমএ রহমান সহ প্রায় আটজনের টিমের প্রচেষ্টায় প্রায় দেড় ঘন্টার অস্ত্রোপচার সফল হয়।

উত্তর পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিস নং.
এন-২৩৫-৬২ টেলি টেন্ডার-০৩-২০২৩

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ডেপুটি চিফ সিগন্যাল ও টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার/ এইচকিউ, এন.ই. রেলওয়ে, গোরক্ষপুর আহ্বান করছেন ই-টেন্ডার নিম্নলিখিত কাজের জন্য ঠিকাদারদের কাছ থেকে যাদের প্রভূত অভিজ্ঞতা রয়েছে যোগ্যতার বিষয়সূচি অনুসারে যা টেন্ডার নথিতে উল্লেখিত।

(১) টেন্ডার নং. ঃ এন-২৩৫-৬২ টেলি টেন্ডার-০৩-২০২৩, (২) কাজের নাম ঃ যোগান, স্থাপন, ওয়ারিং, পরীক্ষা ও সংযোগ বন্দোবস্ত রেলনেট এবং টেলিকম ব্যবস্থার প্রস্তাবিত নতুন এমার্জেন্সি ব্লকে এল.এন.এম. রেলওয়ে হাসপাতাল, গোরক্ষপুর। (৩) টেন্ডার মূল্য ঃ ₹ ১৮,০৩,২২৫.১৬ (টাকা আঠারো লক্ষ তিন হাজার দুইশত পঁচিশ ও ষোলো পয়সা) (৪) বায়নামূল্য ঃ ₹ ৩৬,১০০/-। (৫) অফারের বৈধতা ঃ ৬০ দিন। (৬) স্থান, তারিখ ও সময় টেন্ডার খোলার এবং বন্ধ হওয়ার ঃ ডিএসটিই/ টেলি অফিস, এন.ই. রেলওয়ে, গোরক্ষপুর, ২১.০৩.২০২৩ বেলা ১৫.০০ ঘটিকা (৭) সম্পাদনের মেয়াদ ঃ ০৩ মাস। (৮) বিস্তারিত টেন্ডার নোটিস ও নথিপত্র পাওয়ার ওয়েবসাইট ঠিকানা ঃ www.ireps.gov.in। (৯) টেন্ডারে কোনরূপ পরিবর্তন ঘটলে, ইন্টারনেট ওয়েবসাইটে আসর টেন্ডার নোটিসের সংশোধনী দেখুন। (১০) বায়নামূল্য জমা করা যাবে নগদে ই-পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে বা জমা করা যাবে ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি বন্ড হিসাবে যে কোন সারণীবদ্ধ ভারতীয় কর্মাশিয়াল ব্যাঙ্ক থেকে বা টেন্ডার নথিতে উল্লেখিত পদ্ধতি মোতাবেক। (১১) ঠিকাদার/ দরদাতাদের অবশ্যই থাকতে হবে ক্লাস ৩ ডিজিটাল স্বাক্ষর এবং তা অবশ্যই রেজিস্টার থাকতে হবে আইআরইপিএস পোর্টালে। কেবলমাত্র নথিবদ্ধ ঠিকাদার/ দরদাতা অংশ নিতে পারবেন ই-টেন্ডারিংয়ে। (১২) সমস্ত অনুসারী নথিপত্র জমা করতে হবে টেন্ডারিং প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকালীন। (১৩) বিস্তারিত টেন্ডার নোটিস, যোগ্যতার বিষয়সূচী, নিয়ম ও শর্তাবলী পাওয়া যাবে-https://www.ireps.gov.in।

দ্রষ্টব্য ঃ ঠিকাদার/ দরদাতাদের অবশ্যই জমা করতে হবে সম্পূর্ন করা চেক লিস্ট (ফরম্যাট-৩) সঙ্গে নিজদের দর (যা টেন্ডার নথিপত্রের সাথে সংযুক্ত থাকবে)।

ডেপুটি চিফ সিগন্যাল ও টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার/ টেলি/ এইচকিউ / গোরক্ষপুর

CPRO/ Signal-100

যাত্রী পরিষেবা সংক্রান্ত যে কোন অভিযোগ এসএমএসের মোবাইল নং. ০৯৭৯৪৮৪৫৯৫৫

''ট্রেনের ছাদ ও পাদানিতে যাত্রা করবেন না''

বরপথারে পি. ওয়ে রক্ষণাবেক্ষণ কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. [illegible] ... www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ইঞ্জি), লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

লামডিং মণ্ডলে নির্মাণ কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. [illegible] ... www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ইঞ্জি), লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন নোটিস নং. [illegible]

(HWH-416/2022-23)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট: www.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথি উৎসব

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ একমাসেরও কম সময় বাকি দোল ও হোলি উৎসবের। আর এই দোল উৎসবকে কেন্দ্র করে প্রায় সব জায়গায় কম-বেশি বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো নবদ্বীপ ও মায়াপুর। ইতিমধ্যে দোল উৎসবকে ঘিরে বিভিন্ন মঠ-মন্দির সহ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের প্রস্তুতি শুরুও করে দিয়েছে। শুক্রবার নদীয়ার মায়াপুরেও আনুষ্ঠানিক ভাবে সূচনা হলো এই উৎসবের। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ৫৩৭তম আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে নদীয়ার মায়াপুর ইসকন মন্দিরে সূচনা হল একমাস ব্যাপী গৌর পূর্ণিমা ২০২৩ বা শ্রীশ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথির। প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও ভারতবর্ষের ইস্কন মন্দিরের প্রধান কার্যালয় নদীয়ার নবদ্বীপ মায়াপুর ইসকন মন্দিরে এদিন সকালে পতাকা উত্তোলন ও বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক ভাবে সূচনা হলো গৌর পূর্ণিমা ২০২৩ তথা চৈতন্য মহাপ্রভুর ৫৩৭তম শুভ আবির্ভাব তিথির অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে এক মাস ব্যাপী বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের। এদিন সকালে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দেশ-বিদেশ থেকে আগত ইসকন মন্দিরের অসংখ্য ভক্তবৃন্দ। এছাড়াও ইসকন মন্দিরের বিভিন্ন আধিকারিক-সহ ইসকনন কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রিত বহু অতিথিবৃন্দ। এবিষয়ে মায়াপুর ইসকনের জনসংযোগ আধিকারিক রসিক গৌরাঙ্গ দাস জানান, এবছরের এই গৌর পূর্ণিমা উৎসব বা দোল উৎসব এদিন থেকে শুরু হয়ে চলবে আগামী ৯ মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত। একমাস ব্যাপী এই অনুষ্ঠানে প্রতিদিন থাকবে বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বিশেষ পূজা-অর্চনা। এই অনুষ্ঠান গুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য বৈষ্ণব সম্মেলন, নবদ্বীপ মন্ডল পরিক্রমা, বিশ্বশান্তি যজ্ঞ, নৌকা বিহার, শোভাযাত্রা, বিভিন্ন ভাষায় ভাগবত পাঠ, একাধিক সেমিনার, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত ভক্তবৃন্দের দ্বারা বিভিন্ন ভাষায় ভজন-কীর্তন, বিভিন্ন নাটক, সঙ্গীত এবং শ্রী শ্রী রাধা মাধবকে হাতির পিঠে আহরণ করিয়ে মন্দির চত্বর পরিক্রমা ও বিনামূল্যে ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হবে এই দিনগুলিতে। শ্রী শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে ইসকন মন্দির ও সংলগ্ন এলাকাগুলিকে বিশেষভাবে সাজিয়ে তোলার কাজ। এবছর ইসকন মন্দিরের এই অনুষ্ঠান দেখতে দেশ-বিদেশে থেকে লক্ষাধিক ভক্তের সমাগম হবে বলে জানালেন তিনি।

মিলছে না ভাতা

দুরন্ত বার্তা, পাঁশকুড়া, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ বয়সের ভারে কোমর নুইয়ে পড়েছে, কোনো প্রকার লাঠি হাতে অতি কষ্টে পথ চলতে হয় তাঁকে। তিন ছেলে ও এক মেয়ের জন্মদাত্রী মা পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়ার জয়রামচক গ্রামের বাসিন্দা ৮০উর্দ্ধ বয়সী কানন নায়েক। বড় ছেলের মৃত্যু হয় বছরখানেক আগে, ছোট ছেলের বাড়িতে ঠাঁই মেলেনি তাঁর, কোনোপ্রকার মাথা গোঁজার ঠাঁই পেয়েছেন মেজো ছেলের কাছে। আর তাতেই যেন গোদের ওপর বিষফোঁড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁর জীবন। এই প্রতিবেদককে সামনে পেয়ে এই শেষ বয়সে চোখের জলে মায়া জড়ানো কাতর কন্ঠে বললেন আমায় একটা বার্ধক্য ভাতা করে দাও, আমি ওই টাকায় ওষুধপত্র কিনে খাই একটু। কানন দেবীর মেজো ছেলে সুকুমার নায়েক চাষবাস করে সংসার চালান। শাস্তি ভোগ করছেন তাঁর বৃদ্ধা মা। কারন তাঁকে সরকারী সুযোগ -সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। সামান্য বার্ধক্য ভাতাটুকু জুটলো না তাঁর কপালে। প্রতিবন্ধী এক মেয়েকে নিয়ে মেজো ছেলের বাড়িতে থাকেন বৃদ্ধা কানন নায়েক। বেশ কয়েক বছর আগে স্বামীকে হারিয়েছেন তিনি। এই বয়সে চিন্তার শেষ নেই তাঁর। একদিকে যেমন বয়সের কারনে হাইপ্রেসার, সুগার বাসা বেঁধেছে শরীরে অন্যদিকে প্রতিবন্ধী এক মেয়েকে নিয়ে চিন্তায় দিন কাটছে তার। তবু মেজো ছেলের কাছে লজ্জায় চাইতে পারছেন না তেমন কিছু, কারন কোনোরকম চাষের জমিতে খাটাখাটনি করে সংসার চালান মেজো ছেলে সুকুমার নায়েক। তিনিও বার্ধক্য ভাতা পাওয়ার যোগ্য, তাঁকেও বঞ্চিত করা হয়েছে। ৮০ উর্দ্ধ বৃদ্ধা কানন নায়েক আশায় চাতকের মতো তাকিয়ে রয়েছেন সরকারি বার্ধক্য ভাতার দিকে, ওই টাকায় হয়তো একটু ওষুধ, দুধ ফল কিনে খেতে পারতেন তিনি। এই শেষ বয়সে কবে পাবেন বার্ধক্য ভাতা সেই আশায় বুক বাঁধছেন তিনি।

ভোট বয়কটের ডাক তৃণমূলের

দুরন্ত বার্তা, রাঙ্গালিবাজনা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ পঞ্চায়েত ভোটের মুখে আলিপুরদুয়ার জেলার রাঙ্গালিবাজনা গ্রাম পঞ্চায়েতের চাঁপাগুড়িতে 'উন্নয়ন বঞ্চনায়' ক্ষোভে ফুঁসছেন তৃণমূলের কর্মীরাই। তৃণমূলের কর্মীরাই বলছেন, উন্নয়ন হয়নি। তৃণমূলের ভোটাররাই বলছেন, দলের টিকিটে জেতা জেলা পরিষদ সদস্যা পাঁচ বছর ধরে এলাকায় পা দেননি। সবচেয়ে বড় কথা, রাস্তাঘাট না হওয়ায় ভোট বয়কটের কথা শোনা যাচ্ছে তৃণমূলেরই গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের মুখেই। ওই এলাকার মহিনাথপুরে ইকতী নদী পাড় ভাঙছে। রাস্তার হাল ফেরেনি। তৃণমূল কর্মীদেরই অভিযোগ, ২০১৮ সালে পঞ্চায়েত ভোটের মুখে দলের জেলা পরিষদের প্রার্থী ভোটের প্রচারে গিয়ে নদীর পাড়বাঁধ তৈরির প্রতিশ্রুতি দেন। এরপর পাঁচ বছরে এলাকায় ঢোকেননি তিনি। অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করেছেন চাঁপাগুড়ির তৃণমূল মৌজা সভাপতিও। প্রধানপাড়ায় বাড়ি বাড়ি ট্যাপকল বসানো হলেও জল মেলে না। মহিনাথপুরে ট্যাপকলই বসানো হয়নি। গোটা চাঁপাগুড়ি মৌজায় মুখ থুবড়ে সেচ ব্যবস্থা। বারবার চেয়েও মেলেনি কবরস্থানের সীমানা প্রাচীর। প্রধানপাড়ায় রাস্তা পাকা করার কাজ মাঝপথে থেমে এক বছর ধরে। তবে দলের রাঙ্গালিবাজনা অঞ্চল কমিটির সভাপতি আবুল কালাম আজাদ বলছেন, কম হলেও উন্নয়ন হয়েছে। চাঁপাগুড়িতে অনেকগুলি কংক্রিটের রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। এদিকে, সাধারণ মানুষ প্রয়োজনে ডাকলেই ওদের পাশে দাঁড়াব, আশ্বাস জেলা পরিষদের সদস্যা আশা নার্জিনারীর।

ভিখারি সেজে সোনা চুরি মহিলার

এজাজ আহম্মেদ, কান্দি, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি থানার দোহালিয়া দাসপাড়া গ্রামে ভিখারি সেজে এক মহিলা গৃহস্থের বাড়ি থেকে সোনার গয়না চুরি করে পালানোর সময় গ্রামবাসীদের কাছে হাতেনাতে ধরা পড়ল। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য কান্দির দাসপাড়া এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে শুক্রবার সকালে ওই মহিলা ভিখারী সেজে দেবাশীষ দাস নামের এক ব্যাক্তির বাড়িতে এসেছিল এবং তার বাড়ির আলমারি থেকে বেশ কিছু সোনার গয়না চুরি করে নিয়ে যাওয়ার সময় দেখে ফেলেন দেবাশীষের মা রাধারানী। কিন্তু তাকে ধরার আগে পালিয়ে যায়। বাড়ির আলমারি খোলা দেখে সন্দেহ হয়। গৃহকর্ত্রী রাধারানী তার ছেলে দেবাশীষকে খবর দেন। অনেক খোঁজাখুঁজি করার পর পাশের গ্রামে ভিখারির ছলনায় আশ্রয় নেওয়া অচেনা মহিলাকে জিজ্ঞাসা করা হয়। কথায় অসঙ্গতি বুঝে সেখানকার গ্রামের মহিলারা তাকে পুলিশের ভয় দেখানোর পর চুরির কথা স্বীকার করে নেয়। এ বিষয়ে দেবাশীষ দাস বলেন, আমাদের বাড়ির আলমারি থেকে সোনার পায়ের তোড়া, হাতের বালা এবং ব্রেসলেট নিয়েছিল। সেগুলো দিয়েছে আর কিছু নিয়েছি কিনা খোঁজ করছি। কান্দি থানার পুলিশকে খবর দেওয়া হলে কান্দি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই মহিলাকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায় এবং সামগ্রিক ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

মমতার অপেক্ষায়

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ সব কিছু ঠিক থাকলে আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি উত্তরবঙ্গ সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি শিলিগুড়িতে একটি অনুষ্ঠান করবেন। পাশাপাশি, তাঁর পাহাড়ে যাওয়ার কথা রয়েছে। তবে, শিলিগুড়ির অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন, শিলান্যাস সাধন ও ঘোষণা করবেন বলে জানা গিয়েছে। তার মধ্যে থাকছে, শিলিগুড়ি কলেজের নতুন ভবন, নতুন বাসস্ট্যান্ড, শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন পর্ষদের নতুন ভবন, ইকো রিসর্টের মতো বেশ কিছু প্রকল্পের হয় ঘোষণা করবেন, না হয় উদ্বোধন করবেন কিংবা শিলান্যাস সাধন করবেন। স্বাভাবিক ভাবেই মুখ্যমন্ত্রীর এহেন সফর ঘিরে এখন প্রহর গোনা শুরু করে দিয়েছেন উত্তরের মহানগর। শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন পর্ষদ সূত্রে জানা গিয়েছে, শিলিগুড়ির অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী একগুচ্ছ প্রকল্প ঘোষণা করবেন। যার মধ্যে শিলিগুড়ি কমার্স কলেজের ভবন নির্মাণ প্রকল্প অন্যতম। দীর্ঘদিনের জট কাটিয়ে কাওয়াখালিতে কলেজ ভবনের জন্য জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর হাত দিয়ে সেই জমি কলেজ কর্তৃপক্ষকে হস্তান্তর করার পরিকল্পনা রয়েছে প্রশাসনের। এছাড়া, শিলিগুড়ি শহরের নৌকাঘাট এলাকায় একটি বাসস্ট্যান্ড তৈরির দাবি বহুদিনের।

e – Tender Notice

e-Quotation is invited for works as follows :

1. Name of work:- Special repair to LED street light luminairs and supply of some 400Watt Metal lamp incl. some Elect. items for the existing old defective underdeck Street light fittings---Park Street Flyover underdeck, under HRBC.
Tender Id - 2023_HRBC_476547_1
e-NIQ No. HRBC/JPM (E)/NIQ/47/22-23

Last date of submission of bid (online) is 01.03.2023 up to 10.00 AM

Other details may be seen from the website: https://wbtenders.gov.in.

Joint Project Manager (Electrical)
HRBC

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer(Electrical), Lighting, Zone-V, KMC invites tender online percentage rate two bid system/open quotation system for following work:
NIT No. : KMC/EE(E)/LTGV/130/SSU/AC-R (2nd call)
Name of work : **Annual maintenance of A.C. Machine at different department of S.S. Unit Office under Br-XIV.** Estimated Amount: **Rs. Open quotation /-**. Earnest Money: **Rs. 5,350.00.** Period of Completion: **365 Days.** Last date and time of submission of bid: **27.02.2023 at 05.00 p.m.** The bid forms and other details are available on and from: **17.02.2023** at **05:00 p.m.** from the website: **https://etender.wb.nic.in.**

The Ex. Engineer (E)/Ltg/Zone-III, KMC invites tender online percentage rate two bid systems for the following works:
1. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2022-2023/383 (1st call)
Name of the work : **Lighting arrangement on the occassion of upcoming festival at Harish Mukherjee Road in ward no.-73.** Estimated Amount: **Rs. 1,98,701.34.** Earnest Money: **Rs. 4,000.00.**
2. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2022-2023/384 (1st call)
Name of the work : **Lighting arrangement on the occassion of festival season at Gopal Banerjee Street in ward no.-73.** Estimated Amount: **Rs. 1,98,537.72.** Earnest Money: **Rs. 4,000.00.** Period of Completion: **30 Days** (for sl.no. 1 & 2). Last date and time of submission of bid: **27.02.2023** at **12.00 noon** (for sl.no. 1 & 2). Bid opening date for Technical Proposals (online): **27.02.2023 at 04.00 p.m.** (for sl.no. 1 & 2). The bid forms and other details are available on & from **17.02.2023** at **04.00 p.m.** (for sl.no. 1 & 2) from the website: **https://etender.wb.nic.in** (for sl.no. 1 & 2).

The DG(E), KMC invite tender online, two bid system for the following works:
1. NIT No. : KMC/DG(E)/LTG/HQ/59/1/22-23
Name of work : **Annual maintenance contract of air conditioning machines installed at the Chamber of CMA, Social Sector, MP LAD, Spl. MC (G), BLRO & License Department of CMO Building.** Estimated Amount: **Open Quotation.** Earnest Money: **Rs. 5,800.00.**
2. NIT No. : KMC/DG(E)/LTG/HQ/60/1/22-23
Name of work : **Annual maintenance contract of air conditioning machines installed at the Building and I&PR Deptt, Councillors Club Room and F/A Cell Computer Room of CMO Building.** Estimated Amount: **Open Quotation.** Earnest Money: **Rs. 9,300.00.**
3. NIT No. : KMC/DG(E)/LTG/HQ/68/1/22-23
Name of work : **Annual maintenance contract of water purifier cum cooler machine at different places of CMO Building.** Estimated Amount: **Open Quotation.** Earnest Money: **Rs. 9,850.00.** Period of Completion: **365 Days** (for sl.no. 1 to 3). Last date and time of submission of bid: **02.03.2023** at **01.00 p.m.** (for sl.no. 1 to 3).
4. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2022-2023/385
Name of work : **Annual maintenance of A.C. Machine at Mahanayak Uttam Mancha in ward no. 84 Br-VIII.** Estimated Amount: **Open Quotation.** Earnest Money: **Rs. 4,000.00 (L.S.).** Period of Completion: **365 Days.** Last date and time of submission of bid: **25.02.2023 at 12.00 noon.** Technical bid open on: **25.02.2023 at 02.30 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **23.02.2023 at 02.00 p.m.** (for sl.no. 1 to 3) & on **17.02.2023 at 06.00 p.m.** (for sl.no. 4) from the website: **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 4).

The Executive Engineer(E)/Lighting/Zone-1, KMC invites E-tender online percentage bid system for the following works:
1. NIT No. : LTG/Z-1/BR-III/INST/22-23/10
Name of work : **Annual repairing and maintenance of Air-Conditioning Machines of Br-III Office and different Institutions Br-III.** Estimated Amount: **Rs. 3,87,700.00.** Earnest Money: **Rs. 7,800.00.** Period of Completion: **365 Days.**
2. NIT No. : LTG/Z-1/BBG/BR-III/22-23/005
Name of work : **Improvement of lighting arrangement by LED Lights and Painting of Poles at Bagmari Burial Ground in ward no.-32 under Br-III.** Estimated Amount: **Rs. 3,43,967.62.** Earnest Money: **Rs. 7,000.00.** Period of Completion: **20 Days.**
3. NIT No. : LTG/Z-1/BR-III/MKT/22-23/008
Name of work : **Operation and maintenance of electrical installation like H. T. Breaker, A.C.B., Diff. electrical panels, water supply pump etc at Kankurgachi Municipal Market at P-187, C.I.T. Sch. VI-M, Kol-54.** Estimated Amount: **Rs. 4,59,456.00.** Earnest Money: **Rs. 9,200.00.** Period of Completion: **365 Days.** Last date & time of submission of bid: **28.02.2023 at 12.00 noon** (for sl.no. 1 to 3).
4. NIT No. : KMC/LTG/Z1/BR1/INS/W5/13/22-23
Name of work : **Construction of X-Ray Machine Room at Tara Sankar Sarani in ward no.-05 (with electrical part) under Br-I of KMC.** Estimated Amount: **Rs. 1,71,288.00.** Earnest Money: **Rs. 4,000.00.** Time of Completion: **25 Days.** Last date & time of bid submission: **28.02.2023** at **05.00 p.m.** The bid forms and other details are available on & from **17.02.2023** at **09.00 a.m.** (for sl.no. 1 to 3) & on **18.02.2023** at **05.00 p.m.** (for sl. no. 4) from the website: **https://etender.wb.nic.in** (for sl.no. 1 to 4).

1101/22-23

লামডিং ডিভিশনে বিজ্ঞাপনের অধিকার প্রদানের জন্য ই-নিলাম

লামডিং ডিভিশনে বিভিন্ন **"বিজ্ঞাপন সম্পদ"**-এর জন্য ই-নিলাম। বিস্তারিত নিম্নরূপ। **ক্যাটালগ নং.ঃ** এডিভিটি-এলএমজি-০২-২৩, **তারিখ ঃ** ১৩-০২-২০২৩, **নিলাম শুরুর তারিখ ঃ** ২৮-০২-২০২৩ তারিখের ১০.০০ ঘন্টায়। **রেট ইউনিট ঃ** বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল, **ট্রিপ/দিন ঃ** ১০৯৬, প্রাথমিক কুলিং অফ সময় ঃ ৩০ মিনিট। ধারাবাহিক লট বন্ধের ব্যবধান ঃ ১০ মিনিট। স্বয়ংক্রিয় সম্প্রসারণের সময়সীমা ঃ ১২০ সেকেন্ড। সর্বাধিক স্বয়ংক্রিয় সম্প্রসারণ ঃ ১০ বার।

এলইকিউটি নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	এডিভিটি-এলএমজি-এমএক্সআর-ওএইচ-২৯৩-২৩-১ (বিজ্ঞাপন-আউট অব হোম)	মাহুর স্টেশনের নির্দিষ্ট সার্কুলেটিং এরিয়ায় বিজ্ঞাপনের অধিকার প্রদানের জন্য ই-নিলাম।
এএ/২	এডিভিটি-এলএমজি-এমবিজি-ওএইচ-২৮৯-২৩-১ (বিজ্ঞাপন-আউট অব হোম)	মাইবং স্টেশনের নির্দিষ্ট সার্কুলেটিং এরিয়ায় বিজ্ঞাপনের অধিকার প্রদানের জন্য ই-নিলাম।
এএ/৩	এডিভিটি-এলএমজি-এইচটিএল-ওএইচ-২৮০-২৩-১ (বিজ্ঞাপন-আউট অব হোম)	হাতিখালি স্টেশনের নির্দিষ্ট সার্কুলেটিং এরিয়ায় বিজ্ঞাপনের অধিকার প্রদানের জন্য ই-নিলাম।
এএ/৪	এডিভিটি-এলএমজি-এইচএলএক্স-ওএইচ-৩০২-২৩-১ (বিজ্ঞাপন-আউট অব হোম)	হিলারা স্টেশনের নির্দিষ্ট সার্কুলেটিং এরিয়ায় বিজ্ঞাপনের অধিকার প্রদানের জন্য ই-নিলাম।
এএ/৫	এডিভিটি-এলএমজি-এমইউপিএ-ওএইচ-২৮৭-২৩-১ (বিজ্ঞাপন-আউট অব হোম)	মুপা স্টেশনের নির্দিষ্ট সার্কুলেটিং এরিয়ায় বিজ্ঞাপনের অধিকার প্রদানের জন্য ই-নিলাম।
এএ/৬	এডিভিটি-এলএমজি-জেজিএলপি-ওএইচ-২৯৬-২৩-১ (বিজ্ঞাপন-আউট অব হোম)	জাটিঙ্গা লামপুর স্টেশনের নির্দিষ্ট সার্কুলেটিং এরিয়ায় বিজ্ঞাপনের অধিকার প্রদানের জন্য ই-নিলাম।
এএ/৭	এডিভিটি-এলএমজি-ডিকেই-ওএইচ-২৮৫-২৩-১ (বিজ্ঞাপন-আউট অব হোম)	দিহাখো স্টেশনের নির্দিষ্ট সার্কুলেটিং এরিয়ায় বিজ্ঞাপনের অধিকার প্রদানের জন্য ই-নিলাম।
এএ/৮	এডিভিটি-এলএমজি-এনএইচজিজে-ওএইচ-২৭২-২৩-১ (বিজ্ঞাপন-আউট অব হোম)	নিউ হারাঙ্গাজাও স্টেশনের নির্দিষ্ট সার্কুলেটিং এরিয়ায় বিজ্ঞাপনের অধিকার প্রদানের জন্য ই-নিলাম।
এএ/৯	এডিভিটি-এলএমজি-এলজিটি-ওএইচ-২৮৩-২৩-১ (বিজ্ঞাপন-আউট অব হোম)	লাংটিং স্টেশনের নির্দিষ্ট এরিয়ায় (অ্যাপ্রোচ স্টেয়ার) বিজ্ঞাপনের অধিকার প্রদানের জন্য ই-নিলাম।
এএ/১০	এডিভিটি-এলএমজি-এমওয়াইডি-ওএইচ-২৭৮-২৩-১ (বিজ্ঞাপন-আউট অব হোম)	মাইলংদিসা স্টেশনের নির্দিষ্ট সার্কুলেটিং এরিয়ায় বিজ্ঞাপনের অধিকার প্রদানের জন্য ই-নিলাম।
এএ/১১	এডিভিটি-এলএমজি-এসকিউএফ-ওএইচ-৩০৪-২৩-১ (বিজ্ঞাপন-আউট অব হোম)	সুকৃতিপুর স্টেশনের নির্দিষ্ট সার্কুলেটিং এরিয়ায় বিজ্ঞাপনের অধিকার প্রদানের জন্য ই-নিলাম।
এএ/১২	এডিভিটি-এলএমজি-বিএইচজেড-ওএইচ-৩০০-২৩-১ (বিজ্ঞাপন-আউট অব হোম)	বিহারা স্টেশনের নির্দিষ্ট সার্কুলেটিং এরিয়ায় বিজ্ঞাপনের অধিকার প্রদানের জন্য ই-নিলাম।
এএ/১৩	এডিভিটি-এলএমজি-সিএনই-ওএইচ-২৯৮-২৩-১ (বিজ্ঞাপন-আউট অব হোম)	চন্দ্রনাথপুর স্টেশনের নির্দিষ্ট সার্কুলেটিং এরিয়ায় বিজ্ঞাপনের অধিকার প্রদানের জন্য ই-নিলাম।
এএ/১৪	এডিভিটি-এলএমজি-ডিসিএ-ওএইচ-২৭৬-২৩-১ (বিজ্ঞাপন-আউট অব হোম)	দামছড়া স্টেশনের নির্দিষ্ট সার্কুলেটিং এরিয়ায় বিজ্ঞাপনের অধিকার প্রদানের জন্য ই-নিলাম।
এবি/১	এডিভিটি-এলএমজি-এনএইচজিজে-ওএসএন-২৭১-২৩-১ {বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল)}	নিউ হারাঙ্গাজাও স্টেশনের নির্দিষ্ট এরিয়ায় বিজ্ঞাপনের অধিকার প্রদানের জন্য ই-নিলাম (ভেতরে)।
এবি/২	এডিভিটি-এলএমজি-এমওয়াইডি-ওএসএন-২৭৭-২৩-১ {বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল)}	মাইলংদিসা স্টেশনের নির্দিষ্ট এরিয়ায় বিজ্ঞাপনের অধিকার প্রদানের জন্য ই-নিলাম (ভেতরে)।
এবি/৩	এডিভিটি-এলএমজি-এমএক্সআর-ওএসএন-২৯২-২৩-১ {বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল)}	মাহুর স্টেশনের নির্দিষ্ট এরিয়ায় বিজ্ঞাপনের অধিকার প্রদানের জন্য ই-নিলাম (ভেতরে)।
এবি/৪	এডিভিটি-এলএমজি-এমজিই-ওএসএন-২৯৪-২৩-১ {বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল)}	মাইলংদিসা স্টেশনের নির্দিষ্ট এরিয়ায় বিজ্ঞাপনের অধিকার প্রদানের জন্য ই-নিলাম (ভেতরে)।
এবি/৫	এডিভিটি-এলএমজি-ডিজেএ-ওএসএন-২৯০-২৩-১ {বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল)}	দাওতুহাজা স্টেশনের নির্দিষ্ট এরিয়ায় বিজ্ঞাপনের অধিকার প্রদানের জন্য ই-নিলাম (ভেতরে)।
এবি/৬	এডিভিটি-এলএমজি-ডিকেই-ওএসএন-২৮৪-২৩-১ {বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল)}	দিহাখো স্টেশনের নির্দিষ্ট এরিয়ায় বিজ্ঞাপনের অধিকার প্রদানের জন্য ই-নিলাম (ভেতরে)।
এবি/৭	এডিভিটি-এলএমজি-এমবিজি-ওএসএন-২৮৮-২৩-১ {বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল)}	মাইবং স্টেশনের নির্দিষ্ট এরিয়ায় বিজ্ঞাপনের অধিকার প্রদানের জন্য ই-নিলাম (ভেতরে)।
এবি/৮	এডিভিটি-এলএমজি-ডিবিএলজি-ওএসএন-২৮১-২৩-১ {বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল)}	দিবালং স্টেশনের নির্দিষ্ট এরিয়ায় বিজ্ঞাপনের অধিকার প্রদানের জন্য ই-নিলাম (ভেতরে)।
এবি/৯	এডিভিটি-এলএমজি-ডিটিসি-ওএসএন-২৭৩-২৩-১ {বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল)}	ডিটকছড়া স্টেশনের নির্দিষ্ট এরিয়ায় বিজ্ঞাপনের অধিকার প্রদানের জন্য ই-নিলাম (ভেতরে)।
এবি/১০	এডিভিটি-এলএমজি-সিএনই-ওএসএন-২৯৭-২৩-১ {বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল)}	চন্দ্রনাথপুর স্টেশনের নির্দিষ্ট এরিয়ায় বিজ্ঞাপনের অধিকার প্রদানের জন্য ই-নিলাম (ভেতরে)।
এবি/১১	এডিভিটি-এলএমজি-এলজিটি-ওএসএন-২৮২-২৩-১ {বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল)}	লাংটিং স্টেশনের নির্দিষ্ট এরিয়ায় বিজ্ঞাপনের অধিকার প্রদানের জন্য ই-নিলাম (ভেতরে)।
এবি/১২	এডিভিটি-এলএমজি-এইচটিএল-ওএসএন-২৭৯-২৩-১ {বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল)}	হাতিখালি স্টেশনের নির্দিষ্ট এরিয়ায় বিজ্ঞাপনের অধিকার প্রদানের জন্য ই-নিলাম (ভেতরে)।
এবি/১৩	এডিভিটি-এলএমজি-জেজিএলপি-ওএসএন-২৯৫-২৩-১ {বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল)}	জাটিঙ্গা লামপুর স্টেশনের নির্দিষ্ট এরিয়ায় বিজ্ঞাপনের অধিকার প্রদানের জন্য ই-নিলাম (ভেতরে)।
এবি/১৪	এডিভিটি-এলএমজি-বিএইচজেড-ওএসএন-২৯৯-২৩-১ {বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল)}	বিহারা স্টেশনের নির্দিষ্ট এরিয়ায় বিজ্ঞাপনের অধিকার প্রদানের জন্য ই-নিলাম (ভেতরে)।
এবি/১৫	এডিভিটি-এলএমজি-এমইউপিএ-ওএসএন-২৮৬-২৩-১ {বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল)}	মুপা স্টেশনের নির্দিষ্ট এরিয়ায় বিজ্ঞাপনের অধিকার প্রদানের জন্য ই-নিলাম (ভেতরে)।
এবি/১৬	এডিভিটি-এলএমজি-এসকিউএফ-ওএসএন-৩০৩-২৩-১ {বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল)}	সুকৃতিপুর স্টেশনের নির্দিষ্ট এরিয়ায় বিজ্ঞাপনের অধিকার প্রদানের জন্য ই-নিলাম (ভেতরে)।
এবি/১৭	এডিভিটি-এলএমজি-এইচএলএক্স-ওএসএন-৩০১-২৩-১ {বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল)}	হিলারা স্টেশনের নির্দিষ্ট এরিয়ায় বিজ্ঞাপনের অধিকার প্রদানের জন্য ই-নিলাম (ভেতরে)।
এবি/১৮	এডিভিটি-এলএমজি-বিএক্সকে-ওএসএন-২৭৪-২৩-১ {বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল)}	বান্দরখাল স্টেশনের নির্দিষ্ট এরিয়ায় বিজ্ঞাপনের অধিকার প্রদানের জন্য ই-নিলাম (ভেতরে)।
এবি/১৯	এডিভিটি-এলএমজি-ডিসিএ-ওএসএন-২৭৫-২৩-১ {বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল)}	দামছড়া স্টেশনের নির্দিষ্ট এরিয়ায় বিজ্ঞাপনের অধিকার প্রদানের জন্য ই-নিলাম (ভেতরে)।
এবি/২০	এডিভিটি-এলএমজি-পিডিজে-ওএসএন-২৯১-২৩-১ {বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল)}	ফাইডিং স্টেশনের নির্দিষ্ট এরিয়ায় বিজ্ঞাপনের অধিকার প্রদানের জন্য ই-নিলাম (ভেতরে)।
এসি/১	এডিভিটি-ইবিডব্লিউ-১৩৮২৬৪-২২-১ {বিজ্ঞাপন-ট্রেন এক্সটারিওর (জানালার নীচে)}	গুয়াহাটি-লোকমান্য তিলক (টি) এক্সপ্রেস (১৫৬৪৮/১৫৬৪৭)-এর সাথে একত্রিত গুয়াহাটি-ওখা এক্সপ্রেস (১৫৬৩৬/১৫৬৩৫)-তে ভিনাইল র‍্যাপিং-এর মাধ্যমে কমার্শিয়াল বিজ্ঞাপনের অধিকারের জন্য ই-নিলাম।
এডি/১	এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-১৩৩৪২১-২২-১ (বিজ্ঞাপন-ট্রেন ইন্টারিওর ও এক্সটারিওর)	গুয়াহাটি-বদরপুর টুরিস্ট এক্সপ্রেস নং. ১৫৮৮৮/৮৭-এ ভিনাইল র‍্যাপিং-এর মাধ্যমে কমার্শিয়াল বিজ্ঞাপনের অধিকারের জন্য ই-নিলাম।

সম্ভাব্য বিডারদের আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এর ই-নিলাম লিজিং মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

ডিআরএম (সি)/ লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

গৃহসজ্জা

অশুভ শক্তির নজর কাটাতে বাড়িতে রাখুন ড্রিম ক্যাচার

কাঠের ফ্রেমের মধ্যে পালক, বা পাথর, পুঁথি দিয়ে তৈরি এক রকমের জাল। এখন গৃহস্থ বাড়িতে নজর গেলেই দেখা যায় ঝোলানো রয়েছে। যার দিকে নজর পড়লেই নাকি সঞ্চারিত হয় ইতিবাচক শক্তি। এখানে বলা হচ্ছে ড্রিম ক্যাচার নিয়ে এটির জন্ম আদতে আমেরিকায়। বর্তমানে গোটা বিশ্বে জনপ্রিয় ড্রিম ক্যাচার। নিজের বাড়িকে কীভাবে কোনও অশুভ শক্তি থেকে দূরে রাখা যায়, তা নিয়ে গৃহস্থের ভাবনাচিন্তার সীমা নেই। অশুভ শক্তির কুপ্রভাব থেকে বাঁচতে অনেকেই এখন বাড়িতে ড্রিম ক্যাচার রাখেন। পালক, পাথর, পুঁথি দিয়ে তৈরি ড্রিম ক্যাচার যেমন কুনজর কাটাতে সাহায্য করে তেমনই আবার দুঃস্বপ্ন দূর করে। পাশাপাশি বাড়ির শোভাবর্ধনেও তার জুড়ি মেলা ভার। তবে ফেংশুই মতে যেখানে সেখানে ড্রিম ক্যাচার রাখলে চলবে না। শুভ প্রভাব চাইলে বাড়ির কোথায় ড্রিম ক্যাচার রাখবেন, তা জেনে নিন। আপনি কী রোজ দুঃস্বপ্ন দেখেন? তবে শোওয়ার ঘরের জানলা কিংবা বিছানার কাছে ড্রিম ক্যাচার লাগাতে হবে। বসার ঘরের প্রধান দরজায় ড্রিম ক্যাচার লাগালে শুভশক্তির সঞ্চার হবে। আপনি গাড়ি চালানোর সময় অমনোযোগী হয়ে পড়েন? নিজেকে নিরাপদ রাখতে গাড়িতেও ড্রিম ক্যাচার লাগাতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে উন্নতি হোক, তা চান সকলেই। আপনার অফিসেও লাগাতে পারেন ড্রিম ক্যাচার। তাতে ডেস্ক দেখতে যেমন সুন্দর লাগবে, তেমনই ইতিবাচক শক্তিও আপনার মধ্যে প্রতিফলিত হবে।

কড়াইয়ের পোড়া দাগ তুলতে রইল আপনাদের জন্য কয়েকটি সহজ উপায়

বাসনপত্র চকচকে রাখতে কে না চায়। কড়াই মাজতে মাজতে হাত ব্যথা হয়ে গেলেও, কড়াই যেই কে সেই! এরকম ঘটনার সাক্ষী অনেকেই। বিজ্ঞাপন দেখে বাজার থেকে নানারকম বাসন মাজার সরঞ্জাম কিনে আনলেও, কড়াইয়ের কালো ছোপ দূর হয় না। কিন্তু জানেন কি, রান্নাঘরেই রয়েছে এমন অনেক জিনিস, যা দিয়ে খুব সহজেই দূর হবে কড়াইয়ের এই কালো ছোপ। যেমন- কড়াইয়ের পোড়া দাগ তুলতে দারুণ কাজ করে পাতিলেবুর রস। প্রথমে ভাল করে জল দিয়ে ধুয়ে নিন কড়াই। তারপর একটা লেবু কেটে গোটা কড়াইয়ে লেবুটি ভাল করে ঘষে নিন। যাতে কড়াইয়ের গায়ে ভালভাবে লেবুর রস লেগে যায়। কিছুক্ষণ এভাবেই রেখে দিন। এরপর গরম জল দিয়ে ধুয়ে নিলেই, একেবারে ঝকঝকে হয়ে উঠবে আপনার কড়াই। আবার পোড়া কড়াই গ্যাসের ওভেনে রেখে তাতে তিন থেকে চার গ্লাস জল ঢালতে হবে। সেই জলে ২ চা চামচ ডিটারজেন্ট পাউডার, অল্প নুন এবং একটি লেবুর রস যোগ করুন। এবার এই জল ৫ মিনিট ফুটতে দিন। জল ফুটতে ফুটতে যেন পাত্রের কানায় পৌঁছে যায়। শুধু পোড়া দাগই নয়, পাত্রের কোনা খামচিতে আটকে থাকা ময়লাও পরিষ্কার হয়ে যাবে। আর একটি উপায় হল, কড়াইয়ে জল ভর্তি করুন। তার মধ্যে অল্প পরিমাণ নুন দিন। সঙ্গে যোগ করুন এক চামচ খাবার সোডা। এবার জল গরম করে কড়াইয়ে কিছুক্ষণ রেখে স্ক্রাবার দিয়ে ঘষে দিন। দেখবেন কড়াই ঝকঝকে হয়ে যাবে। পোড়া দাগ তুলতে টম্যাটোর রস দারুণ কাজ দেয়। পোড়া পাত্রে টম্যাটোর রস এবং জল একসঙ্গে নিয়ে ফুটিয়ে নিন। তারপর ডিটারজেন্ট দিয়ে ভাল করে মেজে নিন। খুব সহজেই কড়াই ঝকঝকে হয়ে উঠবে। আবার রান্নার পরেই জল দিয়ে কড়াই ভিজিয়ে রাখবেন। এতে বাসন মাজতে সুবিধা হবে। বাসন মাজার জন্য লিকুইড ডিটারজেন্ট ব্যবহার করুন। এতে অনেকদিন বাসন ভাল থাকবে।

বারান্দায় রোদ না এলে গাছ কি করে লাগাবেন, রইল সহজ কিছু পদ্ধতি

বাড়ির সৌন্দর্যবর্ধনে বারান্দার জুড়ি নেই। আর সেই বারান্দায় যদি থাকে সবুজের সমারোহ, তাহলে তো কথাই নেই। শহুরে জীবনে সারা দিনের কর্মব্যস্ততা শেষে বারান্দায় চা হাতে একটু সময় কাটালে সব অবসাদ যেন নিমেষেই কোথায় চলে যায়। এ জন্য শখের বারান্দাকে সাজাতে কত না আয়োজন। কিন্তু যদি আপনার বারান্দায় রোদই না আসে! কি করবেন। থেমে থাকবে? নিশ্চয়ই না। তাহলে জেনে নেওয়া যাক রোদবিহীন বারান্দায় বাগান তৈরির কিছু পদ্ধতি। ১. বারান্দার কোন অংশে গাছ রাখতে চান, আগে ঠিক করে নিন। এমন জায়গা বেছে নিন, যাতে কাজের প্রয়োজনে বারবার টব সরাতে না হয়। ২. যেহেতু বারান্দায় রোদ আসে না, তাই এখানে এমন সব গাছ রাখতে পারেন, যে গাছগুলোর বেড়ে উঠতে রোদের তেমন প্রয়োজন পড়ে না। বাছাই করে রাখতে পারেন 'ইনডোর প্ল্যান্ট'। এ ক্ষেত্রে পাতাবাহার, মানি প্ল্যান্ট, স্পাইডার প্ল্যান্টের মতো গাছ রাখতে পারেন। ৩. গাছ লাগাতে বারান্দার গ্রিলগুলোকেও ব্যবহার করতে পারেন। ছোট টবে গাছ লাগিয়ে আংটা দিয়ে গ্রিলের সঙ্গে লাগিয়ে দিন। দেখতেও ভীষণ সুন্দর লাগবে। ৪. সাধারণত ইনডোর প্ল্যান্টে খুব বেশি জলের প্রয়োজনও হয় না। সপ্তাহে এক দিন বা দুই দিন জল দিলেই হয়। তাই গাছে জল দেওয়ার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন। ৫. গাছের প্রয়োজন অনুযায়ী সার ব্যবহার করুন। নিজের বারান্দার সাজিয়ে ফেলুন নিজের মতো করে। দেখবেন খুব ভালো লাগবে। সকলে দেখে আপনার সুখ্যাতিই করবেন।

বাড়ির ভেতরেই তৈরি করে নিন একসঙ্গে সময় কাটানোর জায়গাগুলো

প্রতিদিনের যান্ত্রিক জীবন রক্ষা নেই । যান্ত্রিক জীবনই অনেক সময় স্বামী- স্ত্রীর মধ্যে কিছুটা হলেও দূরত্ব তৈরি করে দেয। এই দূরত্ব অনেকটাই কমাতে পারে একসঙ্গে কাজ, গল্প করা কিংবা পছন্দের গান শোনা। তাই নিজের জন্য কিছুটা সময় আলাদা করে রাখাটা যত গুরুত্বপূর্ণ। বাড়ির বাইরে গিয়ে সময় কাটানোর সুযোগ বা সময় পাওয়া দুস্কর। বাড়িতেই কিছু জায়গা তৈরি করে নিতে পারেন, যেখানে একান্তে বসে কথা বলা যাবে। হতে পারে বাড়ির বারান্দা, খাবার জায়গা বা ছাদের বাগান। এতে একই বাড়িতে ভিন্ন ভিন্ন জায়গার কারণে সময় কাটানোর সময় একঘেয়েমিও লাগবে না। যেকোনো দিনই বাড়িতে দুজনে মিলে করতে পারেন ক্যান্ডেল লাইট ডিনার। খাওয়ার সময় টেবিলে অপ্রয়োজনীয় কোনো জিনিস না রাখাই ভালো। টেবিলের মাঝখানে সতেজ ফুল রাখতে পারেন। যেহেতু ক্যান্ডেল লাইট ডিনার, তাই এক বা একাধিক মোমবাতি রাখতেই হবে, মোমবাতির স্ট্যান্ড ব্যবহার করুন। মেনুতে দুজনের পছন্দই প্রাধান্য পাবে। বাড়িতে ওপেন কিচেনের ব্যবস্থা থাকলে সেখানেও আলাদাভাবে বসার জায়গা তৈরি করতে পারেন। ওখানেও বসতে পারে চা বা কফির আড্ডা। বারান্দার সামনে বা বারান্দায় ঝুলিয়ে দিতে পারেন কাঠের পাটাতনের দোলনা। বারান্দায় হালকা আলো ঝুলিয়ে দিন। মেঝেতে মোটা গালিচা বা শতরঞ্জি পেতে দিন। ছড়ানো থাক নরম কুশন। সঙ্গে বই আর পছন্দের গান। শোবার ঘরের জানালার পাশে দুটি সোফা বা আরামকেদারা রেখে দিতে পারেন। দম্পতির দিন শুরুর চা বা কফিটা না হয় একসঙ্গে এখান থেকেই শুরু হোক। অথবা এখানেই দিনের শেষের সময়টা দুজনে একান্তে কথা বলে পার করা যাবে। ইন্টারনেটের বাইরেও যে রঙিন পৃথিবী আছে, সেখানেও কিছুটা সময় পার করলে নিজেদের সম্পর্কে ফিরে পেতে পারেন নতুনত্ব। আলমারি থেকে বের করে আনুন বোর্ড গেম, জমে উঠুক লুডু, ক্যারম, দাবার আসর। বাড়ির ছাদে ছোট টেবিলের দুই পাশে একটি বা দুটি বিন ব্যাগ রাখতে পারেন, যেন দুজনে বসে আরাম করে বই পড়তে পারেন। সঙ্গে থাক রঙিন কুশন, আরাম করে পা রাখার জন্য যা ফ্লোরেও রাখতে পারেন। দেখবেন খুব ভালো লাগবে।

মেট্রো স্টাফ বিপুল নগদ উদ্ধার করে এবং এর মালিককে ফেরত দেয়

কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ ১৬.০২.২০২৩ তারিখে প্রায় ১৬.৩০ টায়। সেন্ট্রাল মেট্রো স্টেশন, স্টেশনের বুকিং কাউন্টারের কাছে বুকিং ক্লার্ক একটি দাবিহীন পার্স খুঁজে পেয়েছেন। কোনো দাবিদার না পেয়ে তিনি উদ্ধারকৃত পার্সটি সাবধানে যাচাই-বাছাই করে স্টেশন মাস্টারের অফিসে জমা দেন। তারপরে, আরপিএফ কর্মীদের উপস্থিতিতে স্টেশন মাস্টার পার্সটি খুললেন এবং নগদ টাকা পাওয়া গেছে। ২৮,৬৩০ /-, অন্যান্য ইউটিলিটি আইটেম এবং একটি মোবাইল নম্বর সহ একটি আধার কার্ড। স্টেশন মাস্টার ওই ফোন নম্বরে ওই ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। মাঝে মাঝে, প্রায় ১৭.৪৫ ঘন্টায়। প্রায় ৩০ বছর বয়সী একজন পুরুষ যাত্রী স্টেশন মাস্টারের অফিসে এসে পার্সটির মালিকানা দাবি করেন। তাড়াহুড়ো করে টোকেন কিনে ভুল করে সেন্ট্রাল স্টেশনের টিকিট কাউন্টারের সামনে ব্যাগটি রেখে গেছেন বলে স্বীকার করেন তিনি। তিনি বনগাঁ-গামী লোকাল ট্রেনে ভ্রমণ করছিলেন এবং ইতিমধ্যেই দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে পৌঁছেছিলেন যখন সেন্ট্রাল মেট্রো স্টেশনের স্টেশন মাস্টার তার সাথে যোগাযোগ করেছিলেন। যথাযথ যাচাই-বাছাই এবং সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পরে, নগদ টাকা সহ উদ্ধার করা পার্স তার কাছে হস্তান্তর করা হয়। হারানো পার্স এবং টাকা ফেরত পেতে সাহায্য করার জন্য তিনি মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

রেল-পোস্ট-র যৌথ পার্সেল পরিষেবা চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে

কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারিঃ ভারতীয় পোস্ট এবং ভারতীয় রেলের যৌথ পার্সেল পণ্যের সুবিধার্থে রেল পোস্ট গতি শক্তি এক্সপ্রেস কার্গো পরিষেবা চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই টাইম টেবিলযুক্ত পার্সেল এক্সপ্রেস ট্রেনগুলি সাঁকরাইল গুডস টার্মিনালভিওয়ান্ডি এবং সাঁকরাইল গুডস টার্মিনালশ-গুয়াহাটির মধ্যে চলবে। এছাড়াও, প্রদত্ত সময়সূচী অনুসারে আরেকটি পার্সেল এক্সপ্রেস ট্রেন স্যার এম বিশ্বেশ্বরায়া টার্মিনাল (বেঙ্গালুরু) গৌহাটি হয়ে খড়গপুরের মধ্যে চলবে, সাঁকরাইল গুডস টার্মিনালশ-গুয়াহাটি-সাঁকরাইল গুডস টার্মিনাল টাইম টেবিলড পার্সেল এক্সপ্রেস ০০৮০৭ সাঁকরাইল গুডস টার্মিনালগুয়াহাটি পার্সেল এক্সপ্রেস প্রতি মঙ্গল, বুধ এবং শনিবার সাঁকরাইল গুডস টার্মিনাল থেকে ২১.০২.২০২৩ তারিখে ২০.৩০ টায় ছেড়ে যাবে এবং তৃতীয় দিনে ০৭.০০ টায় গুয়াহাটি পৌঁছাবে। ফেরার পথে, ০০৮০৮ গুয়াহাটি -সাঁকরাইল গুডস টার্মিনাল পার্সেল এক্সপ্রেস প্রতি বৃহস্পতি, শুক্র এবং সোমবার ২৩.০২.২০২৩ তারিখে ১৪.০০ টায় গুয়াহাটি ছেড়ে যাবে এবং দ্বিতীয় দিনে ১৯.৩০ টায় সাঁকরাইল গুডস টার্মিনালে পৌঁছাবে। এই পার্সেল এক্সপ্রেস ট্রেন থামবে মালদা টাউন, রাঙ্গাপানি, নিউ জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং নিউ বোঙ্গাইগাঁও। ভিওয়ান্ডি-সাঁকরাইল গুডস টার্মিনাল-ভিওয়ান্ডি টাইম টেবিলড পার্সেল এক্সপ্রেস ০০১২১ ভিওয়ান্ডি-সাঁকরাইল গুডস টার্মিনাল পার্সেল এক্সপ্রেস প্রতি সোমবার ২০.০২.২৩ তারিখে ২২.০০ ঘটিকায় ভিওয়ান্ডি ছাড়বে এবং প্রতি বুধবার ১৮.০০ ঘটিকায় সাঁকরাইল গুডস টার্মিনালে পৌঁছাবে। ফেরার পথে, ০০১২২ সাঁকরাইল গুডস টার্মিনাল-ভিওয়ান্ডি পার্সেল এক্সপ্রেস প্রতি বৃহস্পতিবার সাঁকরাইল গুডস টার্মিনাল থেকে ২৩.০২.২০২৩ তারিখে ১৯.৩০ টায় ছেড়ে যাবে এবং প্রতি শনিবার ১২.৪০ টায় ভিওয়ান্ডি পৌঁছাবে। এই পার্সেল এক্সপ্রেস ট্রেনটি এসইআর এখতিয়ারের মেচেদা, পাঁশকুড়া, খড়গপুর, টাটানগর, রৌরকেলা এবং ঝাড়সুগুদায় থামবে। স্যার এম বিশ্বেশ্বরাইয়া টার্মিনাল (বেঙ্গালুরু)-গুয়াহাটি-স্যার এম বিশ্বেশ্বরাইযা টার্মিনাল টাইম টেবিলড পার্সেল এক্সপ্রেস (এক ট্রিপ)০০৬৩৫ স্যার এম বিশ্বেশ্বরায়া টার্মিনাল-গুয়াহাটি পার্সেল এক্সপ্রেস স্যার এম বিশ্বেশ্বরাযা টার্মিনাল থেকে প্রতি বৃহস্পতিবার ০৭.৪০ টায ১৬.০২.২০২৩ থেকে প্রতি রবিবার গুযাহাটি ১৯.০০ টায় পৌঁছাবে। ফেরার পথে, ০০৬৩৬ গুয়াহাটি-স্যার এম বিশ্বেশ্বরায়া টার্মিনাল পার্সেল এক্সপ্রেস প্রতি সোমবার গুয়াহাটি থেকে ২০.০২.২৩ তারিখে ০৪.০০ ঘটিকায ছেড়ে যাবে এবং ২৩.০৩২.০২ তারিখে ১৮.০০টায় স্যার এম বিশ্বেশ্বরায়া টার্মিনালে পৌঁছাবে। এই পার্সেল এক্সপ্রেস ট্রেনটি এসইআর এখতিয়ারের খড়গপুর এবং সাঁকরাইল গুডস টার্মিনালে থামবে।

বালিগঞ্জে পুরনো এফওবি ভেঙে ফেলার জন্য ট্রেনের নিয়ম

কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ বালিগঞ্জ স্টেশনে পুরানো ফুট ওভারব্রিজটি ভেঙে ফেলার জন্য, ১০ ঘন্টা ৩৫ মিনিট (১৮.০২.২০২৩ এর ২২,০০ ঘন্টা থেকে ১৯.০২.২০২৩ এর ০৮,৩৫ ঘন্টা পর্যন্ত) UP এবং DKWK কর্ড লাইন এবং প্ল্যাটফর্ম নম্বরে ট্র্যাফিক এবং পাওয়ার ব্লকের পরিকল্পনা করা হয়েছে ১৮১৯.০২.২০২৩ (শনিবাররবিবার) বালিগঞ্জ স্টেশনে। ফলস্বরূপ, ট্রেন চলাচলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১৯.০২.২০২৩ তারিখে কৃষ্ণগঞ্জ স্থানীয়দের বাতিলকরণ,৩৪১১৭ বজবজ শিয়ালদহ স্থানীয় ৩১৪২২ নৈহাটি-শিয়ালদহ স্থানীয় ১৯.০২.২০২৩ তারিখে ইএমইউ স্থানীয়দের ডাইভারশন,৩১০৫১ বজবজ- নৈহাটি লোকাল নৈহাটির পরিবর্তে শিয়ালদহ (দক্ষিণ) এ ডাইভার্ট করা হবে। ৩১০৫২ নৈহাটি-বজ বজ লোকালকে বজ বাজেটের পরিবর্তে শিয়ালদহ (মেইন) এ ডাইভার্ট করা হবে। যাত্রীদের অসুবিধার জন্য গভীরভাবে দুঃখিত।

কেন্দ্রীয় বাজেটে দেশের অর্জিত অর্থনৈতিক বৃদ্ধির গতিকে অব্যাহত রাখার জন্য পদক্ষেপ করা হয়েছে ঃ সীতারমন

ভুবনেশ্বর, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ কেন্দ্রীয় বাজেটে দেশের অর্জিত অর্থনৈতিক বৃদ্ধির গতিকে অব্যাহত রাখার জন্য পদক্ষেপ করা হয়েছে। বললেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণ। শুক্রবার ওড়িশার রাজধানী ভুবনেশ্বরে, এক বাজেট পরবর্তী আলোচনায় অংশ নিয়ে শ্রীমতী সীতারামণ বলেন, কেন্দ্রীয় বাজেটে দেশের অর্জিত অর্থনৈতিক বৃদ্ধির গতিকে অব্যাহত রাখার জন্য পদক্ষেপ করা হয়েছে। তিনি আরও বলেছেন, এই লক্ষ্যে বাজেটে মূলধনী ব্যয় বাবদ যে ১০ লক্ষ কোটি টাকার বিরাট অঙ্ক বরাদ্দ করা হয়েছে তাই নয়, রাজ্যগুলির মূলধনী সম্পদ তৈরিতে সহায়তা করার জন্যও বরাদ্দ বা।ানো হয়েছে। দেশের বিকাশ গতিতে যাতে আদিবাসী ও অনগ্রসর শ্রেনীর মানুষ যাতে পিছিয়ে না পড়েন, সেই লক্ষ্যে নানা কল্যানমূলক কাজও হাতে নেওয়া হয়েছে।

জেএসএল-এনএফআর নর্থইস্ট হাফ মারাথনে উত্তর-পূর্বের উন্নয়ন

মালিগাঁও, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখে গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী হাফ মারাথনের বিরাট সাফল্যের পর আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখে দার্জিলিং পাহাড়ে আয়োজিত হতে চলেছে প্রথমবারের জন্য জেএসএল -এনএফআর নর্থইস্ট হাফ মারাথন। গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠিত নর্থইস্ট হাফ মারাথনে সমগ্র দেশের পাশাপাশি বিদেশ থেকেও প্রায় ৭০০০ দৌঁড়বিদ অংশগ্রহণ করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উত্তর-পূর্বের বিকাশ ও দেশ গঠনের ভিজনের সাথে সংগতি রেখে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে জেএসএল এনএফআর এনই হাফ মারাথন আয়োজনের জন্য ইনোভেশন ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে হাত মিলিয়েছে। এই হাফ মারাথনের লক্ষ্য হলো উত্তর পূর্ব ভারতে খেলোয়াড়দের ক্ষমতায়ন ও ক্রীড়া পরিকাঠামোর বিকাশ করা। ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখে আইকনিক দার্জিলিং রেলওয়ে স্টেশনে হাফ মারাথন আয়োজন সম্পর্কে আনুষ্ঠানিক ঘোষণার জন্য একটি প্রেস কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। কাটিহারের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার শ্রী এস. কে. চৌধারী ও হাফ মারাথনের কিউরেটর ক্যাপ্টেন রাহুল বালি মারাথন, নগদ পুরস্কার ও ট্রফি সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। এই প্রেস কনফারেন্সে প্রখ্যাত পর্বতারোহী জামলিং তেনজিং নরগে (কিংবদন্তি তেনজিং নরগের পুত্র), জিপি. ক্যাপ্টেন জয় কিষান, প্রিন্সিপাল হিমালয়ান মাউন্টেনিরিং ইনস্টিটিউট, প্রিয়াংশু, ডিরেক্টর অব দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে ও সেলিব্রিটি মারাথন রানার অ্যান্ড ফাউন্ডার অব বিক্রান ফাউন্ডেশন, বিক্রম রাই ও অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। ক্রীড়াবিদদের ক্ষমতায়ন ও উত্তরপূর্ব ভারতে ক্রীড়া কার্যকলাপের বিকাশের লক্ষ্যে সমগ্র উত্তর পূর্ব ভারতে এই

নর্থইস্ট হাফ মারাথন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। দার্জিলিঙে এই হাফ মারাথনের উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো যে ক্রীড়াবিদদের ক্ষমতায়ন করার পাশাপাশি মাউন্ট এভারেস্ট আরোহণকারী প্রথম ব্যক্তি তথা কিংবদন্তি তেনজিং নরগের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো, কারণ এই বিশ্ব বিশ্বের সর্বোচ্চ শিখর জয়ের ৭০ তম বর্ষ উদ্‌যাপন করছে। সমগ্র দেশ ও বিদেশ থেকে বৃহৎ সংখ্যক দৌঁড়বিদ অংশগ্রহণের জন্য রেজিস্টার করার ফলে এই জেএসএল - এনএফআর নর্থইস্ট হাফ মারাথন নিশ্চিতভাবে দার্জিলিংকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়ামঞ্চে আলোকিত করে তুলবে। এছাড়াও এই হাফ মারাথন উত্তরবঙ্গ ও সিকিম অঞ্চলের ক্রীড়াবিদদের জন্য এক বিরাট সুযোগ। বিশ্বের সমগ্র অংশ থেকে আনুমানিক ২০০০ দৌঁড়বিদ অংশগ্রহণ করবেন বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। বিজয়ীদের ৬.৫ লক্ষ টাকা মূল্যের পুরস্কারের পাশাপাশি অতিরিক্তভাবে ট্রফি, মেডেল ও মেরিট সার্টিফিকেটও প্রদান করা হবে। জেএসএল - এনএফআর নর্থইস্ট হাফ মারাথন শুধুমাত্র উত্তর- পূর্ব ভারতের ক্রীড়াবিদদের ক্ষমতায়নই করবে না বরং তার পাশাপাশি তাঁদের সামগ্রিক বিকাশের জন্য প্রচুর সমন্বয় তৈরি করবে। দেশ গঠনের প্রতি উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের এটি একটি সুন্দর পদক্ষেপ। অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের জন্য হাফ মারাথন সম্পর্কিত একটি ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছে। এই সিরিজের আসন্ন ইভেন্টগুলি সম্পর্কে বিশদ বিবরণের জন্য আগ্রহী অংশগ্রহণকারীরা http://www.nehalfmarathon.com এবং উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলি দেখতে পারেন। রেজিস্ট্রেশন বন্ধ হবে ২০ ফেব্রুয়ারি।

ই-ফার্মেসিতে তালা! প্রস্তুতি কেন্দ্রীয় সরকারের

নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকার ই-ফার্মেসি সংস্থাগুলির স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে বড় পদক্ষেপ নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই পদক্ষেপের অধীনে, কেন্দ্রীয় সরকার অনেক ই-ফার্মাসি প্ল্যাটফর্মগুলিকে লক করতে পারে। সরকারি সূত্র বৃহস্পতিবার জানিয়েছে যে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক ই-ফার্মেসিগুলির ওষুধের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে পারে। এতে অনেক কোম্পানি বন্ধও হয়ে যেতে পারে বলে জানা গিয়েছে। সংবাদ সংস্থা এএনআই-এর মতে, 'বর্তমানে যে ব্যবসায়িক মডেলের উপর ই-ফার্মেসিগুলি চলছে, সেগুলি রোগীদের জন্য সমস্যা তৈরি করতে পারে যারা অনলাইনে ওষুধ অর্ডার করেন, তাদের ডেটার গোপনীয়তা ঝুঁকিতে থাকে এবং ওষুধের অপব্যবহারের সম্ভাবনা থাকে'। ভারতের কন্ট্রোলার জেনারেল ইন্টারনেটে ওষুধ বিক্রি করে এমন অবৈধ ই-ফার্মেসিগুলিকে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করেছে। ৮ ফেব্রুয়ারি ডিসিজিআই অনলাইন ফার্মেসি এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলিকে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করে তাদের দুই দিনের মধ্যে জবাব দিতে বলে। তা না করলে বিনা নোটিশে দেশে ওষুধ বিক্রি ও বিতরণে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলা হয়। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের অফিসিয়াল সূত্রের মতে, ই-ফার্মেসি প্ল্যাটফর্মগুলি ড্রাগস এবং কসমেটিকস অ্যাক্ট, ১৯৪০ এর ধারাগুলি লঙ্ঘন করছে। সেন্ট্রাল ড্রাগস স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন (CDSCO) Tata1mg, Practo, Apollo, Amazon, Flipkart-এর মতো বড় কিছু প্লেয়ার সহ ২০ টিরও বেশি অনলাইন ফার্মেসি এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলিকে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করেছে। AIOCD দ্বারা জারি করা বিবৃতি অনুসারে, 'অল ইন্ডিয়ান অরিজিন কেমিস্ট অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউটরস (এআইওসিডি) কেন্দ্রীয় সরকারকে ক্রমাগত সতর্ক করে আসছিল যে ড্রাগ অ্যাক্ট, ফার্মাসি অ্যাক্ট এবং ওষুধ সম্পর্কিত অন্যান্য নিয়মআদেশ, আচরণবিধি, ছাড় এবং স্কিম সহ ইন্টারনেট ওষুধের বিজ্ঞাপন ও প্রচারের মাধ্যমে ওষুধ বিক্রির অনুমতি দেবেন না, কারণ এটি জনসাধারণের স্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে'। AIOCD- এর মতে, 'বেশ কিছু আইনি আবেদন, অনুরোধ, মিটিং এবং দিল্লি হাইকোর্টের আদেশ সত্ত্বেও, কর্পোরেট হাউসগুলি অর্থের ভিত্তিতে অবৈধভাবে এই ব্যবসা পরিচালনা করছিল। এটি আরও বিপজ্জনক হয়ে ওঠে যখন এই ই-ফার্মেসি সংস্থাগুলি অনলাইনে ওষুধ বিক্রি শুরু করে। এই কারণে দেশে হঠাৎ করেই বেড়েছে নকল ওষুধ'।

ভারতে তিনটির মধ্যে দু'টি অফিস বন্ধ করল টুইটার

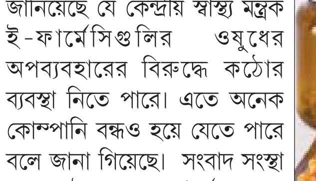

নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ টুইটার ভারতে থাকা তিনটি অফিসের মধ্যে দু'টি বন্ধ করার ঘোষণা করল। খরচ কমাতে টুইটারের কর্ণধার ইলন মাস্ক এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে । শুধু ভারতে নয় সারা বিশ্বেই এই ধরনের সিদ্ধান্ত নিচ্ছে এই মাইক্রো ব্লগিং সাইট কর্তৃপক্ষ। টুইটার মালিকানা হাতে আসার পরই এই সংস্থাকে আর্থিকভাবে স্থিতিশীল করতে চান ইলন মাস্ক। ২০২৩ সাল শেষ হওয়ার আগেই তিনি লক্ষ্যপূরণ করতে চান। সেই কারণে কর্মী সংকোচনও করা হয়েছে । তবে ভারতে যে দু'টি অফিস টুইটার বন্ধ করেছে, সেখানকার কর্মীদের আপাতত বাড়ি থেকে কাজ করতে বলা হয়েছে। গত বছরের শেষে ভারতে ২০০ জনের বেশি কর্মচারী ছাঁটাই করেছে টুইটার । ভারতে তাদের যা কর্মী ছিল, ৯০ শতাংশ ছেঁটে ফেলেছে ইলন মাস্কের সংস্থা। এবার তাদের দু'টি অফিস বন্ধ করে দিল। তবে কোন দু'টি অফিস তারা বন্ধ করেছে, তা নিয়ে কিছু জানায়নি । কিন্তু সূত্রের খবর, নয়াদিল্লি ও মুম্বইয়ের অফিস বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে সংস্থার তরফে। বেঙ্গালরুতেও টুইটারের একটি অফিস রয়েছে । সেখানে অবশ্য কাজ স্বাভাবিক নিয়মে চলছে বলে ওই সূত্র দাবি করেছে । কিন্তু এর বেশি কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি। জানা যাচ্ছে যে আর্থিক ক্ষতির পরিস্থিতিতে রয়েছে টুইটার। এই সংস্থাটি ৪৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে কিনেছেন মাস্ক । তার পর থেকে এই আর্থিক ক্ষতির পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এর জেরে সান ফ্রান্সিসকো ও লন্ডনে সংস্থার দফতরের ভাড়া বকেয়া । এই নিয়ে টুইটারের বিরুদ্ধে মামলাও করা হয়েছে। সেই পরিস্থিতি বেরিয়ে আসতে নানা পদক্ষেপ করছে টুইটার।

ইউটিউবের নতুন সিইও হচ্ছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত নীল মোহন

ওয়াশিংটন, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ ইউটিউবের নতুন সিইও হচ্ছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত নীল মোহন। ৪৯ বছর বয়সী নীল মোহন ২০১৫ সাল থেকে ইউটিউবের প্রধান প্রোডাক্ট অফিসার হিসেবে কাজ করে আসছেন। তবে, নীল মোহন কবে আনুষ্ঠানিকভাবে ইউটিউবের দায়িত্ব নেবেন তা এখনও জানা যায়নি। নীল মোহন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক স্তরের পড়াশোনা শেষ করেছেন। গুগলে অ্যাড প্রোডাক্টসের সিনিয়র ভাইস-প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ করার পর ২০১৪ সালে ইউটিউবের সিইও হয়েছিলেন সুজান ওজসিসকি। তিনি গুগলের গোড়ার দিকে অন্যতম কর্মী ছিলেন। প্রায় ২৫ বছর ধরে গুগলের মূল সংস্থা অ্যালফাবেটের সঙ্গে যুক্ত আছেন। সম্প্রতি সুজান জানান 'এখন পরিবার, স্বাস্থ্য ও ব্যক্তিগত কাজের ওপরই জোর দেবো আমি।' এই কারণেই তিনি ইউটিউবের সিইও পদ থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন। নীল মোহন ২০০৮ সালে গুগলে যোগদান করেন। এরপর ২০১৫ সালে গুগলের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান ইউটিউবের চিফ প্রডাক্ট অফিসার হন।

নেপাল দু''টি সাসপেনশন ব্রিজের উদ্বোধন

পিথোরাগড়, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ নেপালের দ্বারা নির্মিত দু''টি সাসপেনশন সেতু যৌথভাবে উদ্বোধন করলেন উত্তরাখণ্ডের পিথোরাগড়ের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং নেপালের ধারচুলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। শুক্রবার মাল্লা ঘাট ও গর্ভধারে দু''টি সাসপেনশন সেতু যৌথভাবে উদ্বোধন করা হয়েছে। এই সেতু উদ্বোধন হওয়ার ফলে উপকৃত হবেন দুই দেশের নাগরিকরা। এই সেতুগুলি যোগাযোগ বাড়াবে এবং ভারত ও নেপালের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক জোরদার করার জন্য একটি সোপান হিসাবে কাজ করবে বলে অনেকেই মনে করছেন। নেপালের ধারচুলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট দীঘরাজ উপাধ্যায় বলেছেন, এই ঝুলন্ত সেতু নির্মাণের মাধ্যমে ভারত ও নেপালের মধ্যে সম্পর্ক আরও মজবুত হবে।

ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ

কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ বারাসাত-হাসনাবাদ বিভাগে সেতুর স্ল্যাব লোড ও আনলোড করার জন্য, ১৮১৯.০২ তারিখের রাতে সোন্দালিয়া এবং লাবুতলার মধ্যে আপ এবং ডাউন লাইনে ৬ট ঘন্টা (২৩.০০ থেকে ০৫.৩০ ঘন্টা পর্যন্ত) ট্র্যাফিক এবং পাওয়ার ব্লকের পরিকল্পনা করা হয়েছে (শনিবার-রবিবার) এবং ২৫২৬.০২.২০২৩ (শনিবার-রবিবার)। ফলস্বরূপ, নিম্নলিখিত ব্যবস্থা করা হয়েছে- ১৮.০২.২৩ এবং ২৫.০২.২৩ (শনিবার) ইএমইউ লোকাল বাতিলকরণ- ইউপি ৩৩৩২৫ বারাসাত- হাসনাবাদ লোকাল এবং ৩৩৫৩৩ শিয়ালদহ- হাসনাবাদ লোকাল ডাউন ৩৩৫৩৮ হাসনাবাদ-শিয়ালদহ লোকাল এবং ৩৩৩২০ হাসনাবাদ-বারাসাত লোকাল ১৯.০২.২৩ এবং ২৬.০২.২৩ (রবিবার) ইমু লোকাল বাতিলকরণ ইউপি ৩৩৩১১ বারাসাত-হাসনাবাদ লোকাল এবং ৩৩৩১৩ বারাসাত-হাসনাবাদ লোকাল ডাউন ৩৩৫১২ হাসনাবাদ-শিয়ালদহ লোকাল এবং ৩৩৩১২ হাসনাবাদ-বারাসাত লোকাল অধিকন্তু, ৩৩৫১৪ হাসনাবাদ-শিয়ালদহ লোকাল হাসনাবাদ থেকে ০৫.৫৫ মিনিটে ছাড়বে তার নির্ধারিত প্রস্থানের পরিবর্তে ০৪.৪৮ মিনিটে। এটি উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে, বারাসাত-হাসনাবাদ বিভাগে, ৪০টি ইএমইউ লোকালের মধ্যে, শুধুমাত্র ০৮টি ইএমইউ লোকাল বাতিল থাকবে। যাত্রীদের অসুবিধার জন্য গভীরভাবে দুঃখিত।

দ্বিগুণ কাজের জন্য ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ

কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ উত্তর রেলওয়ের লখনউ ডিভিশনের খেতা সরাই এবং শাহগঞ্জ জং স্টেশনগুলির মধ্যে দ্বিগুণ কাজের সংযোগে, ১৯০২-২০২৩ থেকে ২৭০২-২০২৩ পর্যন্ত প্রি-নন-ইন্টারলকিং নন-ইন্টারলকিং কাজ চলবে। ফলস্বরূপ, ট্রেন চলাচলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা করা হয়েছে-ট্রেন বাতিল-১৩৫০৯ আসানসোল-গোন্ডা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরু হচ্ছে ২১০২২০২৩ তারিখে)১৩৫১০ গোন্ডা-আসানসোল এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরু হচ্ছে ২২০২২০২৩ তারিখে)ট্রেনের ডাইভারশন ১৩০০৯-১৩০১০ হাওড়া-যোগ নগরী ঋষিকেশ- হাওড়া এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরু ১৮০২২০২৩ থেকে ২৬০২২০২৩ পর্যন্ত) বারাণসী-জাংহাই-ফাফামাউ-উনচাহার-রায়বরেলি- লখনউ হয়ে যাবে ১৩৪৮৩ মালদা টাউন-দিল্লি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরু হচ্ছে ১৯০২২০২৩, ২১০২২০২৩, ২২০২২০২৩, ২৪০২২০২৩, ২৬০২২০২৩) এবং ১৩৪৮৪ দিল্লি-মালদা টাউন এক্সপ্রেস ১৯০২২০২৩, ২১০২২০২৩, ২৩০২২০২৩, ২৪০২২০২৩, ২৬০২২০২৩) থেকে জাফরাবাদ- সুলতানপুর-লখনউ হয়ে ডাইভার্ট করা হবে। দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়েতে ট্রাফিক ব্লক সাধারণ উচ্চতার সাবওয়ে নির্মাণের জন্য দক্ষিণপূর্ব রেলওয়ের রাঁচি বিভাগে ট্র্যাফিক এবং পাওয়ার ব্লকের কারণে, ১৩৫০৪ হাতিয়া-বর্ধমান মেমু এক্সপ্রেস ২৬০২-২০২৩ তারিখে বাতিল থাকবে। যাত্রীদের অসুবিধার জন্য গভীরভাবে দুঃখিত।

শনিবারই ভারতে আসছে ১২টি চিতা

নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ দ্বিতীয় দফায় দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে আসছে আরও ১২টি চিতা। কোয়ারেন্টাইন এনক্লোজার গতবারের চেয়ে এবার যথেষ্ট ভালো, সেখানেই কিছুদিন রাখা হবে ১২ টি চিতাকে। ১৮ ফেব্রুয়ারি (শনিবার) ভারতে এসে পৌঁছাবে ১২টি চিতা। এই ১২ টি চিতার মধ্যে ৭ টি পুরুষ ও ৫ টি স্ত্রী চিতা। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ১২টি চিতাকে দেশে নিয়ে আসছে ভারতীয় বায়ুসেনার সি-১৭ গ্লোবমাস্টার বিমান। ১৮ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব এবং মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান ১২টি চিতাকে কুনো জাতীয় উদ্যানে ছেড়ে দেবেন। চিতা প্রকল্পের প্রধান এসপি যাদব শুক্রবার বলেছেন, মধ্যপ্রদেশের কুনো জাতীয় উদ্যানে ১২টি আফ্রিকান চিতাকে রাখার জন্য যাবতীয় প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে, যাতে চিতাগুলি কোনও সমস্যার সম্মুখীন না হয়।

AFFIDAVIT

I, Dinabandhu Ghosh S/o Badal Chandra Ghosh. That my correct name is Dinabandhu Ghosh, which has been written in my official papers and documents. That in my parcha my name has been wrongly written as Dinabandhu Das inplace of Dinabandhu Ghosh, being mouza-Ganter, Jl No. 167, Kh No. 224 Bastu, old dag no. 690 & 711, 743 suna 807, 898, 1660, 837 Sali. As per Affidavit Executive Magistrate, Purba Bardhaman dated 03/08/2022 that Dinabandhu Ghosh and Dinabandhu Das is the same and identical person.

Dinabandhu Ghosh
Vill- Ganter Kanchari Road, P.O.- Ganter, P.S.-Memari, Dist- Purba Bardhaman

বাংলা-বিহার সীমান্তে ভুট্টা ক্ষেতে পচাগলা দেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ বাংলা-বিহার সীমান্তবর্তী গ্রামে ভুট্টার ক্ষেত থেকে এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির ক্ষতবিক্ষত পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার। ভুট্টা ক্ষেতে পাতা তুলতে গিয়ে মৃতদেহটি নজরে আসে স্থানীয় এক মহিলার। ঘটনা জানাজানি হতেই শোরগোল পড়ে যায় এলাকায়। ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায় বিশাল পুলিশ বাহিনী। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। এলাকাবাসীর অনুমান মৃতদেহটি এলাকার কোন ব্যক্তির নয়। মৃত ব্যক্তির পরিচয় এবং খুনের কারণ নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত সুলতাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ডারোল গ্রামের ঘটনা। শুক্রবার দুপুরে গ্রামের একটি ভুট্টা ক্ষেতে পাতা তুলতে যায় স্থানীয় এক মহিলা। সেই সময় তার নজরে আসে একটি মৃতদেহ। মৃতদেহটির চোখ খুবলে গেছে। শরীরের বিভিন্ন অংশে পচন ধরেছে। খবর ছড়িয়ে পড়তেই ভিড় জমায় এলাকাবাসী। ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায় হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। উপস্থিত ছিলেন হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি দেওদূত গজমের। মৃতদেহটি উদ্ধার করে মালদা মেডিকেল কলেজে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। এলাকাবাসীর অনুমান মৃতদেহটি এলাকার কোন ব্যক্তির নয়। এই গ্রাম থেকে মাত্র দুই কিলোমিটার দূরেই বিহার। মনে করা হচ্ছে বিহারের কাউকে খুন করে হয়তো কেউ বা কারা ফেলে গেছে। যেখান থেকে মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে সেই রাস্তায় লোকের চলাচল কম। সেই সুযোগেই রাতের অন্ধকারে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে বলে এলাকাবাসীর অনুমান। সাথে মৃতদেহের অবস্থা দেখে বোঝা যাচ্ছে অন্তত ৫ থেকে ৬ দিন আগে এই মৃতদেহ ফেলে গেছে। সমগ্র ঘটনা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে হরিশচন্দ্রপুর থানার পুলিশ। মৃত ব্যক্তির পরিচয় জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। খতিয়ে দেখা হচ্ছে খুনের কারণ। ব্যাপক চাঞ্চল্য রয়েছে এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দা মুনাজির হক বলেন, স্থানীয় একজন মহিলা দেখতে পেয়ে আমাদের খবর দেয়। আমি হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় ফোন করি। মৃতদেহটির অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। বেশ কয়েকদিন আগে খুন করে ফেলে রাখা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দা রেজাউল খান বলেন, মৃতদেহটি হয়তো এলাকার কারোর নয়। কারণ এই এলাকায় কারোর নিখোঁজ হওয়ার খবর নেই। হয়তো পার্শ্ববর্তী বিহারের হতে পারে। পুলিশ তদন্ত করলেই সবটা সামনে আসবে।

শিব চতুর্দশী উপলক্ষে সেজে উঠছে বংশিহারীর বকুলতলা শিব মন্দির

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ রাত পোহালেই মহা শিবরাত্রি, আর তার আগে শিব চতুর্দশী উপলক্ষে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বুনিয়াদপুর বংশিহারি টাঙ্গন নদীর তীরবর্তী স্থানে মির্জাতপুর ৫ নং ওয়ার্ডের বকুলতলা শিব মন্দির পুজো কমিটির প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। উল্লেখ্য, প্রায় কুড়ি বছর ধরে এই শিব মন্দিরে পূজা হয়ে আসছে নিয়ম নিষ্ঠার সাথে। জানা গেছে, ২০০৩ সালে স্থানীয় বাসিন্দা ও বংশীহারী মির্জাতপুর এলাকার গ্রামবাসীরা একত্রিত হয়ে স্বপ্নাদেশে পাওয়া এই পাথর খন্ডের উপর শিব মূর্তি বসিয়ে পুজো করে আসছেন। পরবর্তীতে মন্দির বানিয়ে সুসজ্জিত করে মহাদেব শিবের পুজো হয়ে আসছে নিয়মিত। প্রায় কুড়ি বছরের অধিক সময় ধরে টাঙ্গন নদীর তীরে জাগ্রত এই শিব মূর্তি তথাকথিত বর্তমানে মন্দির তৈরি করে শিব মূর্তি পুজো করছেন সকলে। জনশ্রুতি, এই শিব মন্দিরে নিয়ম নিষ্ঠার সাথে পুজো দিলে ও মানত করলে তা নাকি পূরণ হয় এবং মানতকারীরা এই মন্দিরে কিছু দান করার ফলে মন্দির সহ মন্দিরের বিভিন্ন জায়গা সুসজ্জিত হয়ে উঠেছে। এই শিব মন্দির কমিটির মোট ৭০ জন সদস্য রয়েছেন। যারা শুধুমাত্র নদীর তীরে অবস্থিত মির্জাতপুর বকুলতলা শিব মন্দিরের জন্য দিবারাত্রি এক করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বছরের এই একটা দিন মহা শিবরাত্রিতে মহাদেবের পুজো করবার পাশাপাশি নরনারায়ণ সেবা ও প্রসাদের ব্যবস্থা করেন। মন্দির কমিটির এক সদস্য বিকাশ চন্দ্র হালদার জানান, প্রায় ২০ বছরের অধিক সময় ধরে এই স্থানে পুজো হচ্ছে। পরবর্তীতে মন্দির বানিয়ে বাবার পুজো হচ্ছে। প্রতিবছরের এবছরও আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছি আগামীকাল মহা শিবরাত্রি জন্য। এখানে যারা মানত করেন তারা কখনোই খালি হাতে ফেরেন না, আর মানত পূরণ হলেই ভক্তদের দানে মন্দিরে কাজ শুরু হয়েছে ও সুসজ্জিত করে তোলা হচ্ছে।

সংবর্ধনা প্রদান

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ আজাদি কা অমৃত মহোৎসবের অঙ্গ হিসেবে শিলিগুড়ি নিউ জলপাইগুড়ি শান্তি পাড়া এলাকার একটি ক্লাবে আয়োজিত হল একটি অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ির সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায়। জানা গিয়েছে, শুক্রবার আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে পদ্মশ্রী ধোনিরাম টোটো এবং পদ্মশ্রী মঙ্গলাকান্ত রায়কে সংবর্ধিত করা হয়। শুক্রবার বিকেল ৬টা নাগাদ এক অনুষ্ঠানে তাদের সংবর্ধিত করা হয়। তার পাশাপাশি আজাদী কা অমৃত মহোৎসব নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন আরও বিশিষ্টজনেরা।

Office of The Prodhan
GOPALNAGAR GRAM PANCHAYAT
Gopalnagar (Hattala), P.O:-Dewanbheri, Dist :-Hooghly
Email ID:-gopalnagoregp@yahoo.co.in
NOTICE INVITING TENDER

Sealed Tender and E-Tender is invited from the experienced and resource full bidders for execution of different nature of works. **(i) NIT No: 295/GGP/2022-23, (ii) NIeT No: 293/GGP/2022-23 & (iii) NIeT No: 294/GGP/2022-23 Date.-17/02/2023.** Documents Download/ Sale Start Date(online) from **17/02/2023 at 11.00 am up to 28/02/2023 at 11.00 am.** Bid submission starting from **20/02/2023 at 5.00pm up to 28/02/2023 at 12.00 pm.** Bid Opening Date on **03/03/2023 at 12.00pm.** For further details please visit website **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/- Prodhan
Gopalnagar Gram Panchayat

Office of the MAHESHPUR GRAM PANCHAYAT
Birshibpur, Uluberia, Howrah
NOTICE INVITING e-TENDER

Encrypted electronic bids are hereby invited by the Pradhan on behalf of Maheshpur Gram Panchayat, Uluberia, Howrah from eligible bonafied contractors/agencies/bidders vide **NIT reference / memo no.60/MGP, Dated : 16.02.2023** at the jurisdiction area of Maheshpur Gram Panchayat within Uluberia-I Block, Howrah, W.B. Last date for the online receipt of Tender is **27/02/2023 at 16:00.** Details will be available at the website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- PRODHAN
Maheshpur Gram Panchayat
Uluberia, Howrah.

Government of West Bengal
Office of the Executive Officer
Sankrail Panchayat Samity, Howrah
ABRIDGED NOTICE INVITING e-TENDER

Executive Officer, Sankrail Panchayat Samity, Howrah invites e-tender for following work related to Civil Development Work, vide following **Tender ID-2023_ZPHD_475798_1, 2023_ZPHD_475822_1, 2023_ZPHD_475845_1, 2023_ZPHD_475854_1, 2023_ZPHD_475875_1, 2023_ZPHD_475862_1.** The last date of online submission of all the tenders is **24.02.2023.** Intending bidders are requested to visit the website **https://wbtenders.gov.in** for details. For other details may contact with the office of the undersigned.

Sd/- Executive Officer
Sankrail Panchayat Samity, Howrah

OFFICE OF THE INDPUR GRAM PANCHAYAT
INDPUR, BANKURA
Notice inviting e- tender No: 22/15 TH FC/2022-23,
Memo No: 264/IND/IGP, Date: 15/02/2023
Notice inviting e- tender No: 23/15 TH FC/2022-23,
Memo No: 265/IND/IGP, Date: 15/02/2023
Notice inviting e- tender No: 24/15 TH FC/2022-23,
Memo No: 266/IND/IGP, Date: 15/02/2023

Pradhan, Indpur Gram Panchayat, invites percentage rate e- tender for the total 6(Six)nos. different works. Source of Fund: 15 TH FC. Period of completion of work:- 30 Days. Date of Publishing e- Tenders-**15/02/2023 AT 6:00 P.M.** Date of downloading the document from **15/02/2023 AT 6:00 P.M. up to 22/02/2023 AT 6:00 P.M.** Date of submission of Technical bid and Financial Bid **15/02/2023 AT 6:00 P.M. up to 22/02/2023 AT 6:00 P.M.** Date of deposit of original Demand draft against Earnest Money: **UP TO 23/02/2023 AT 4:00 P.M.** Date of opening Technical Bid at office of the Indpur Gram Panchayat- **25/02/2023 AT 12:00 P.M.** For details please visit office of the undersigned or may visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Indpur Gram Panchayat

Office of The Para Gram Panchayet
Under Para Development Block
PO:Para, PS:Para, Dist: Purulia
NOTICE INVITING e-TENDER
No. 10/2022-23/PBG IBRD dated-17/02/2023 &
11/2022-23/PBG SFC dated-17/02/2023

e-tenders are hereby invited from the experienced and resourceful bidders for execution of various schemes under different development fund. (i) Date of Sale of tender documents: **17/02/2023 to 24/02/20231.** (ii) Last date of submission of e-tender with documents: **on or before 24/02/2023 up to 6.00pm.** Date of opening of technical bid: **on 27/02/2023.** For further details please contact with the office of the Para Gram Panchayet.

Sd/- Pradhan
Para Gram Panchayet

শিল্পাঞ্চলজুড়ে জাল লটারি টিকিট বিক্রির দায়ে ধৃত দুই

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ ফের জাল লটারি টিকিট বিক্রির রমরমা কারবার। জামুড়িয়ার পর এবার অন্ডালের উখড়ায় পুলিশের জালে ধরা পড়ল দুই জাল লটারির টিকিট বিক্রেতা। উদ্ধার হয়েছে প্রচুর জাল টিকিট। বাজেয়াপ্ত হয়েছে প্রায় ২৮ হাজার নগদ টাকা। ঘটনাকে ঘিরে বিস্তর চাঞ্চল্য ছড়াল শিল্পাঞ্চলজুড়ে। পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, ধৃতদের নাম শেখ জামালউদ্দিন ও উত্তম কুন্ডু। দু'জনই উখড়ার বাজপায়ী মোড় ও বাজপায়ী মিল সংলগ্ন এলাকার লটারি টিকিট বিক্রেতা। শুক্রবার ধৃতদের দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের জামিন খারিজ করে দেন। প্রসঙ্গত, গত কয়েকবছর ধরে রাজ্যজুড়ে ডিয়ারি লটারি বিক্রি নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন তুলেছে বিজেপি। অভিযোগ, লটারি বিক্রির নামে সাধারন গরীব মানুষকে সর্বসান্ত করছে। আর এই টিকিট বিক্রি নিয়ে সরগরম রাজ্য রাজনীতি। বিজেপির অভিযোগ, রাজ্যের লটারি টিকিট বিক্রি বড় ধরনের কেলেঙ্কারী। এবার জাল লটারি টিকিটের রমরমা কারবার। যার কবলে পড়ে দৈনিক হাজার হাজার টাকা খোয়াচ্ছে সাধারন দিনমজুর পরিবার। গত কয়েকমাস ধরে তাবত আসানসোল-দুর্গাপুরে। বৃহস্পতিবার উখড়ার বাজপায়ী মোড় ও বাজপায়ী মিল সংলগ্ন দুটি লটারি টিকিটের দোকানে হানা দেয় পুলিশ। জাল লটারি টিকিট বিক্রি করার অভিযোগে শেখ জামালউদ্দিন ও উত্তম কুন্ডু নামে দু'জন গ্রেফতার করে পুলিশ। দোকান থেকে উদ্ধার হয় প্রচুর জাল লটারি টিকিট। কয়েকদিন আগে জামুড়িয়ায় জাল টিকিট বিক্রির অভিযোগে, বেশ কয়েকজন গ্রেফতার হয়। তারপর এদিনের ঘটনায় স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠেছে, এই জাল লটারি টিকিটের উৎপত্তি কোথায়? কোথা থেকে আসছে এসব টিকিট। কে বা কারা জড়িত? জানা গেছে, ঝাড়খন্ড থেকে কোন অসাধু চক্রের মাধ্যমে এধরনের জাল টিকিট এরাজ্যে আসছে। সীমান্ত পেরিয়ে পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোল-দুর্গাপুর, অন্ডাল, জামুড়িয়া এলাকায় রমরমা কারবার শুরু করেছে ওই চক্র। টিকিটের পুরস্কার উঠলে তার কোন মূল্য পাওয়া যায় না। শুক্রবার ধৃতদের দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, জাল লাটারি টিকিটের সঙ্গে নগদ ২৭,৯০০ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। মূল চক্রের হদিশ জানতে ধৃতদের হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়ার ভিত্তিতে ভর্তির নির্দেশ উচ্চ আদালতের

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ বিশ্বভারতীর পড়ুয়াদের তরফে ১৬ জানুয়ারি কলকাতা আদালতের এক রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আবেদন করেন। তার প্রেক্ষিতে সাপ্লিমেন্টারি হলফনামা জমা দেওয়ার পর বিচারপতি কৌশিক চন্দ ফের নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়ার ভিত্তিতে সাত পড়ুয়াকে ভর্তির নির্দেশ দেন। এদিন হলফনামায় পড়ুয়াদের তরফে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের আইনী অধিকার নেই ছাত্রদের সাসপেন্ড করা। কর্তৃপক্ষ তাদের শিক্ষক স্টাফদের সাসপেন্ড করতে পারে তার উপযুক্ত কারণ থাকলে। কিন্তু পড়ুয়াদের ক্ষেত্রে এই আইন কার্যকর হয় না। অপরাধীদেরও পরীক্ষা দেওয়ার অধিকার থাকে। এখানে বিশ্বভারতী তার উল্টোটাই করেছে। উল্লেখ্য, ২০২২ সালের ২৩ ডিসেম্বর দেবদত্ত মেটে, অক্ষয় কর্মকার, মৃত্যুঞ্জয় দাস, সুপ্রিয় কুমার সাহা, অমলেন্দু দাস, সৌরভ বন্ধু দাস এবং প্রত্যুষ মুখোপাধ্যায় সহ মোট সাতজনকে সাসপেনশন করেন প্রোক্টর। ১৬ জানুয়ারির এক নির্দেশে সেই সাসপেনশন বহাল রাখে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। সেই নির্দেশে পরীক্ষা সহ কোনো কিছু শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে যোগ দিতে পারবে না বা ডিগ্রী পাবে না, বলে জানানো হয়। চলতি বছরের ১২ ও ১৬ জানুয়ারি পড়ুয়ারা আদালতের নির্দেশ ক্রমে ক্ষমা প্রার্থনা করলেও, বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের সেই চিঠিতে সন্তুষ্টি হয় নি। তাই কর্তৃপক্ষ তার পূর্বের সাসপেনশন বহাল রাখে। কলকাতা উচ্চ আদালতের বিচারপতি কৌশিক চন্দ বৃহস্পতিবার তাঁর নির্দেশে বলেন, আবেদনকারীদের আদালতে আইনী লড়াই না লড়ার পরামর্শ দেন তিনি। পরিবর্তে কর্তৃপক্ষের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে। সেক্ষেত্রে আগের ক্ষমা প্রার্থনার পরিবর্তে আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে নতুন করে ক্ষমা প্রার্থনা করলে কর্তৃপক্ষকে সাত পড়ুয়াকেই ভর্তি করে তাদের পড়াশোনা শুরু করা এবং পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পরিযায়ী শ্রমিকের রহস্যমৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ তিনদিন পর শুক্রবার ভিন রাজ্য থেকে যুবকের কফিনবন্দি দেহ পৌঁছাল গ্রামের বাড়িতে। কান্নায় ভেঙে পড়েছেন পরিবারের লোকেরা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মৃত ওই যুবকের নাম মহম্মদ সাহিদ আব্বাস ওরফে রয়েল আলি(৩২), বাড়ি মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের ভক্তিপুর গ্রামে। প্রায় মাস খানেক আগে স্থানীয় এক ঠিকাদারের মারফতে ভিন রাজ্য হরিয়ানার আমবালা এলাকায় বিল্ডিং নির্মাণে ফোরম্যানের কাজ করতে যান। বুধবার সকালে আমবালা এলাকার এক কক্ষ থেকে তার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। তবে যুবকের গলায় কোনোকিছুর চিহ্ন দেখা না গেলেও কপালে ও মুখে একাধিক ক্ষতচিহ্ন রয়েছে। এতে পরিবারের লোকেদের অনুমান তাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে খুন করা হয়েছে। মৃত্যুর কারণ নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট আসলেই আসল সত্য জানা যাবে বলে জানান আম্বালা থানার পুলিশ। আরও জানা যায়, রয়েল আলি দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে এই বিল্ডিং নির্মাণ লাইনে ফোরম্যান হিসেবে কাজ করতেন। মঙ্গলবার রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ স্ত্রীর সঙ্গে ফোনে আধ ঘন্টা কথা বলেন রয়েল। এরপর বুধবার সকালে যুবকের রহস্যময় মৃত্যুর খবর শুনতে পাই পরিবারের লোকেরা। স্থানীয় ঠিকাদারের মারফত জানতে পারেন কোমরের বেল্ট দিয়ে জানালার রডের সঙ্গে নিজেকে পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করেছেন রয়েল। তবে তার পরিবার আত্মহত্যার কথা মানতে নারাজ। কেউ বা কারা তাকে মেরে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিয়েছে। রয়েলের পরিবারে এক নাবালক ছেলে ও এক নাবালিকা মেয়ে রয়েছে। কিভাবে তাদেরকে লালন-পালন করবেন তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন স্ত্রী রুনা পারভিন।

ফের ১৪ দিনের জেল হেফাজতে অনুব্রত মন্ডল

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ গরু পাচার মামলায় ফের জেল হেফাজত হল অনুব্রত মণ্ডলের। বিশেষ সিবিআই আদালত ফের তাঁকে ১৪ দিনের জন্য জেল হেফাজতের নির্দেশ দিল। শুক্রবারই তৃণমূলের বীরভূম জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলের জেল হেফাজতের মেয়াদ শেষ হয়েছে। ওইদিনই তাঁকে আদালতে হাজির করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। বিচারক রাজেশ চক্রবর্তী তাঁকে আবারও ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। এদিনও অনুব্রতের আইনজীবী তাঁর মক্কেলের জামিনের জন্য আবেদন করেননি। এদিন শুনানিতে, অনুব্রতের পাশাপাশি তাঁর দেহরক্ষী সহগল হোসেনকে ভার্চুয়ালি আদালতে হাজির করানো হয়। গরু পাচার কাণ্ডে ইডির মামলায় তিনি বর্তমানে তিহাড় জেলে রয়েছেন। এর আগে বৃহস্পতিবার, আসানসোল সংশোধনাগারে গিয়ে অনুব্রত মণ্ডলকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সিবিআই। তাঁর বিভিন্ন বেআইনি অ্যাকাউন্ট নিয়ে প্রশ্ন করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সূত্রের খবর, তৃণমূল জেলা সভাপতির কাছ থেকে এ নিয়ে কোনও সদুত্তর মেলেনি। সিবিআই সূত্রে খবর, শুক্রবার আদালতে তদন্তকারী সংস্থা বেশ কিছু নথি হাজির করে। তার মধ্যে শতাধিক ভুয়ো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের নথিও ছিল। যে অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে অনুব্রত ও তাঁর ঘনিষ্ঠদের মধ্যে টাকা লেনদেন হয়েছে বলে আদালতে দাবি করেছে সিবিআই। সিবিআই সূত্রে খবর, শুক্রবার অনুব্রতের বিরুদ্ধে বেশ কিছু নথি আদালতে জমা করা হয়েছে। সম্প্রতি হদিস পাওয়া শতাধিক বেনামি ও ভুয়ো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের নথিও রয়েছে। তদন্তকারীদের সূত্রে দাবি, সেই সব অ্যাকাউন্ট থেকে অনুব্রত ও তাঁর 'ঘনিষ্ঠ'দের চালকলের টাকার লেনদেন হয়েছে। সেই তথ্যই আদালতকে দেওয়া হয়েছে।

আগুনে পুড়ে মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ বৃহস্পতিবার গভীর রাতে শিলিগুড়ির সেবক মোড়ে হিলকার্ট রোডের হোটেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হল এক হোটেল কর্মীর। মৃতের নাম পরিমল দাস। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। শুক্রবার সকালে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব ও মেয়র পারিষদ মানিক দে। জানা গিয়েছে, গভীর রাতে আচমকা কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় শিলিগুড়ির সেবক মোড়ে হিলকার্ট রোড। প্রথমে স্থানীয়রা বিষয়টা বুঝে উঠতে পারেননি। কয়েক মুহূর্তেই নজরে পড়ে দাউ দাউ করে জ্বলছে একটি হোটেল। ভিতরে আটকে পড়েন হোটেলের এক কর্মী। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান দমকলের আধিকারিকরা। তাঁদের বেশ কিছুক্ষনের চেষ্টায় আয়ত্বে আসে আগুন। তবে ঝলসে মৃত্যু হয়েছে আটকে পড়া কর্মীর। সূত্রের খবর, ভস্মীভূত হয়েছে হোটেলটি। সেই সঙ্গে পাশে থাকা বেশ কয়েকটি দোকানও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে আগুন লাগার প্রকৃত কারণ এখনও জানা যায়নি। দমকলদের প্রাথমিক অনুমান, শর্ট সার্কিট থেকে এই আগুন লাগতে পারে। এদিকে হোটেলের ভিতরে গ্যাস সিলিন্ডার থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে যায়।

(This is only an advertisement for information purposes and not a prospectus announcement)

INDONG TEA COMPANY LIMITED

Our Company was originally incorporated as *"Indong Tea Company Private Limited"* on December 28, 1990 vide certificate of incorporation bearing no. 21-50506 under the provisions of Companies Act, 1956 issued by the Registrar of Companies, West Bengal. Subsequently, the company was converted into Public Limited Company vide a fresh certificate of incorporation issued by ROC-Kolkata, consequent upon conversion from Private Limited to Public Company dated January 14, 2022 in the name of *"Indong Tea Company Limited"*. The Corporate Identification Number of our Company changed to U01122WB1990PLC050506. For further details, please refer to section titled *"Our History and Certain Corporate Matters"* beginning on page no 113 of the Prospectus.

Registered & Corporate office: Sikkim Commerce House, 4/1, Middleton Street, Kolkata – 700071, West Bengal, India **Contact Person:** Mr. Chandan Gupta, Company Secretary & Compliance Officer;
Tel No: +91 33 4006 3601 **E-Mail ID:** cs@indongteaco.com; **Website:** www.indongteaco.com; **CIN:** U01122WB1990PLC050506

OUR PROMOTERS: (I) MR. HARIRAM GARG, (II) MR. MADANLAL GARG AND (III) M/S. ASIAN TEA AND EXPORTS LIMITED

BASIS OF ALLOTMENT

INITIAL PUBLIC OFFER OF 50,04,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH ("EQUITY SHARES") OF INDONG TEA COMPANY LIMITED (THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹26/- PER EQUITY SHARE, INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹16/- PER EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE"), AGGREGATING TO ₹1,301.04 LAKHS ("THE ISSUE"), OF WHICH 2,52,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹26/- PER EQUITY SHARE, AGGREGATING TO ₹65.52 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTIONS BY THE MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF 47,52,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹26/- PER EQUITY SHARE, AGGREGATING TO ₹1,235.52 LAKHS IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 33.36% AND 31.68% RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAIDUP EQUITY SHARE CAPITAL OF THE COMPANY.

THIS OFFER IS BEING MADE IN TERMS OF CHAPTER IX OF THE SEBI (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIRMENT) REGULATIONS, 2018 (THE "SEBI ICDR REGULATIONS") READ WITH RULE 19(2)(b)(i) OF SCRR AS AMENDED. THIS ISSUE IS A FIXED PRICE ISSUE AND ALLOCATION IN THE NET OFFER TO THE PUBLIC WILL BE MADE IN TERMS OF REGULATION 253(2) OF THE SEBI (ICDR) REGULATIONS, 2018. (For further details please see "The Issue" beginning on page no. 33 of the Prospectus.)

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹ 10/- EACH AND THE ISSUE PRICE IS ₹ 26/- EACH. THE ISSUE PRICE IS 2.6 TIMES OF THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES.
ISSUE PROGRAMME: ISSUE OPENED ON: FEBRUARY 09, 2023 and CLOSED ON: FEBRUARY 13, 2023
PROPOSED DATE OF LISTING: FEBRUARY 21, 2023*.

The Equity Shares offered through Prospectus are proposed to be listed on the SME Platform of BSE Limited ("BSE"). Our Company has received in-principal approval letter dated September 20, 2022 from BSE for using its name in the offer document for listing of our shares on the SME Platform of BSE. For the purpose of this Issue, the Designated Stock Exchange will be the BSE Limited ("BSE"). The trading is proposed to be commenced on or about February 21, 2023*.

* Subject to receipt of listing and trading approvals from the BSE Limited.

SUBSCRIPTION DETAILS

The Issue was subscribed to an extent of 6.97 times i.e., Gross Subscription of Rs. 90,64,64,500/- for 3,48,68,000 equity shares were based on the bid file received from BSE Limited on the day after closure of the Issue received as against Rs. 13,01,04,000/- for 50,04,000 equity shares. (Including subscription by Market Makers to the Issue). The Issue was subscribed to an extent of 4.66 times (after technical rejection and bids not banked). i.e., Net Subscription of Rs. 60,56,96,000/- for 2,32,96,000 equity shares after eliminating technically rejected and bid not banked applications.

Summary of the Valid Applications Received:

Sr. No	Category	Gross Application		Less: Rejections		Valid		Allotment	
		No. of Application	Equity Share	No. of Application	Equity Share	No. of Application	Equity Share	No. of Application	Equity Share
1	Retail Individual Applicants	4,622	18,488,000	87	348,000	4,535	18,140,000	936	3,744,000
2	Non-Retail Applicants	251	4,944,000	5	40,000	246	4,904,000	139	1,008,000
3	Market Maker	1	252,000	-	-	1	252,000	1	252,000
Total		**4,874**	**23,684,000**	**92**	**388,000**	**4,782**	**23,296,000**	**1,076**	**5,004,000**

Allocation: The Basis of Allotment was finalized in consultation with the Designated Stock Exchange – BSE Limited. on February 16, 2023

A. Allocation to Market Maker (After Technical & Multiple Rejections and Withdrawal): The Basis of Allotment to the Market Maker, at the issue price of ₹26/- per Equity Share, was finalised in consultation with BSE Limited. The category was subscribed by 1.00 time. The total number of shares allotted in this category is 2,52,000 Equity shares.

Sr. No	No. of Shares applied for (Category wise)	Number of applications received	% to total	Total No. of Shares applied in each category	% to total	Allocation per Applicant After rounding off		Ration of allottees to applicants		Number of successful applicants (after rounding)	Total No. of shares allocated/ alloted
1	252000	1	100.00	252000	100.00	252000	252000	1	1	1	252000
	GRAND TOTAL	1	100.00	252000	100.00					1	252000

B. Allocation to Retail Individual Investors (After Technical & Multiple Rejections and Withdrawal): The Basis of Allotment to the Retail Individual Investors, at the issue price of ₹26/- per Equity Share, was finalized in consultation with BSE Limited. The category was subscribed by 4.85 times i.e. for 1,81,40,000 Equity Shares. Total number of shares allotted in this category is 37,44,000 Equity Shares to 936 successful applicants.

Sr. No	No. of Shares applied for (Category wise)	Number of applications received	% to total	Total No. of Shares applied in each category	% to total	Allocation per Applicant After rounding off		Ration of allottees to applicants		Number of successful applicants(after rounding)	Total No. of shares allocated/ alloted
1	4000	4535	100.00	18140000	100.00	826	4000	936	4535	936	3744000
	GRAND TOTAL	4535	100.00	18140000	100.00	826	4000	936	4535	936	3744000

C. Allocation to Other than Retail Individual Investors (After Technical Rejections & Withdrawal): The Basis of Allotment to Other than Retail Individual Investors, at the issue price of ₹ 26/- per Equity Share, was finalized in consultation with BSE Limited. The category was subscribed by 4.87 times i.e. for 49,04,000 shares. Total number of shares allotted in this category is 10,08,000 Equity Shares to 139 successful applicants.

The category wise details of the Basis of Allotment are as under:

Sr. No	No. of Shares applied for (Category wise)	Number of applications received	% to total	Total No. of Shares applied in each category	% to total	Allocation per Applicant After rounding off		Ration of allottees to applicants		Number of successful applicants(after rounding)	Total No. of shares allocated/alloted
1	8000	165	67.07	1320000	26.92	1644.37	4000	7	17	68	272000
2	12000	17	6.91	204000	4.16	2466.56	4000	10	17	10	40000
3	16000	18	7.32	288000	5.87	3288.74	4000	5	6	15	60000
4	20000	8	3.25	160000	3.26	4110.93	4000	1	1	8	32000
5	24000	7	2.85	168000	3.43	4933.12	4000	1	1	7	28000
							4000	2	7	2	8000
6	28000	2	0.81	56000	1.14	5755.30	4000	1	1	2	8000
							4000	1	2	1	4000
7	32000	3	1.22	96000	1.96	6577.49	4000	1	1	3	12000
							4000	2	3	2	8000
8	36000	1	0.41	36000	0.73	7399.67	8000	1	1	1	8000
9	40000	9	3.66	360000	7.34	8221.86	8000	1	1	9	72000
10	44000	1	0.41	44000	0.90	9044.05	8000	1	1	1	8000
11	48000	1	0.41	48000	0.98	9866.23	8000	1	1	1	8000
12	60000	1	0.41	60000	1.22	12332.79	12000	1	1	1	12000
13	76000	1	0.41	76000	1.55	15621.53	16000	1	1	1	16000
14	88000	1	0.41	88000	1.79	18088.09	16000	1	1	1	16000
15	100000	5	2.03	500000	10.20	20554.65	20000	1	1	5	100000
							4000	1	5	1	4000
16	148000	1	0.41	148000	3.02	30420.88	32000	1	1	1	32000
17	200000	3	1.22	600000	12.23	41109.30	40000	1	1	3	120000
							4000	1	3	1	4000
18	252000	1	0.41	252000	5.14	51797.72	52000	1	1	1	52000
19	400000	1	0.41	400000	8.16	82218.60	84000	1	1	1	84000
GRAND TOTAL		246	100.00	4904000	100.00					139	1008000

The Board of Directors of the company at its meeting held on February 16, 2023 has approved the Basis of Allotment of Equity shares as approved by the Designated stock Exchange viz. BSE Limited and at a meeting held on February 16, 2023 has authorized the corporate action for the transfer and allotment of the Equity Shares to various successful applicants.

In terms of the Prospectus dated February 03, 2023 and as per the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 wherein a minimum of 50% of the net offer of shares to the Public shall initially be made available for allotment to retail individual investors. The balance net offer of shares to the public shall be made available for allotment to a) individual applicants other than retail investors and b) other investors, including Corporate Bodies / Institutions irrespective of number of shares applied for. The unsubscribed portion of the net offer to any one of the categories specified in (a) or (b) shall be made available for allocation in the other category, if so required. "For the purpose of sub-regulation (2) of regulations 253, if the retail individual investor category is entitled to more than fifty per cent on proportionate basis, the retail individual investors shall be allocated that higher percentage".

The instructions to Self Certified Syndicate Banks for unblocking the amount has been processed on or prior to February 17, 2023. Further, the CAN-cum-Refund advices and allotment advice and/or notices will be forwarded to the address/email id of the Applicants as registered with the depositories as filled in the application form on or before February 20, 2023. In case the same is not received within 10 days, investors may contact at the address given below. The Equity Shares allocated to successful applicants are being credited to their beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. The Company is taking steps to get the Equity Shares admitted for trading on the BSE SME Platform within six working days from the date of the closure of the Issue.

Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meanings assigned to them in the Prospectus dated February 03, 2023 ("Prospectus")

Investors are requested to note that the details of the allotment made would also be hosted on the website of the Registrar to the Issuer, http://cambridge.cameoindia.com/Module/IPO_Status.aspx. All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Issue quoting full name of the First/ Sole applicants, serial number of the Application Form, number of shares applied for and Bank Branch where the application had been lodged and payment details at the address of the Registrar given below:

CAMEO

CAMEO CORPORATE SERVICES LIMITED
"Subramanian Building", #1, Club House Road, Chennai - 600 002, India
Telephone: +91-44-40020700, 28460390 **Email:** investor@cameoindia.com **Website:** www.cameoindia.com
Contact Person: Mr. R.D. Ramasamy, Director **SEBI Registration Number:** INR000003753 **CIN :** U67120TN1998PLC041613

For **INDONG TEA COMPANY LIMITED**
Sd/-
Chandan Gupta
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Kolkata, West Bengal
Date: February 17, 2023

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE: IT IS TO BE DISTINCTLY UNDERSTOOD THAT THE PERMISSION GIVEN BY BSE LIMITED ("BSE") SHOULD NOT IN ANY WAY BE DEEMED OR CONSTRUED THAT THE CONTENTS OF THE PROSPECTUS OR THE PRICE AT WHICH THE EQUITY SHARES ARE OFFERED HAS BEEN CLEARED, SOLICITED OR APPROVED BY BSE, NOR DOES IT CERTIFY THE CORRECTNESS, ACCURACY OR COMPLETENESS OF ANY OF THE CONTENTS OF THE PROSPECTUS. THE INVESTORS ARE ADVISED TO REFER TO THE PROSPECTUS FOR THE FULL TEXT OF THE DISCLAIMER CLAUSE PERTAINING TO BSE.

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF INDONG TEA COMPANY LIMITED

শেলডন-চিরাগ-অর্পিতের দাপটে ব্যাকফুটে বাংলা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারিঃ চা-বিরতির পর দু-দলের ক্রিকেটাররাই মাঠে নামলেন। যদিও আলো কম থাকায় আম্পায়ারের সঙ্গে আলোচনা হয়। ম্যাচ কিছুক্ষণ বন্ধ থাকে। হঠাৎ আলো বাড়তে শুরু করে। এত দ্রুত সবটা হল ক্রিকেটাররা কার্যত তড়িঘড়ি মাঠে নামলেন। ইডেনে 'পর্যাপ্ত আলো' ফেরত এলেও বাংলা শিবিরে এল না। ক্রমশ অন্ধকার বাড়ল। প্রথম দিনই কার্যত ব্যাকফুটে ছিল বাংলা। আত্মবিশ্বাসী হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন অধিনায়ক মনোজ তিওয়ারি। ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব, এমনকী প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ায় সম্ভব বলে দাবি করেছিলেন মনোজ। কার্যক্ষেত্রে তেমন কিছুই দেখা গেল না। এক দিন আগেই প্রথম সেশনে আত্মসমর্পণ করেছিল বাংলার ব্যাটাররা। ক্রিজে টিকে থেকে বাংলার সঙ্গে ট্রফির দূরত্ব বাড়িয়ে চলেছে সৌরাষ্ট্র। প্রথম সেশনে মাত্র ২ উইকেট নেয় বাংলা। এর মধ্যে রয়েছে নাইটওয়াচম্যান চেতন সাকারিয়ার উইকেট। দ্বিতীয় সেশনে ১ উইকেট। বাংলার জন্য প্রথম সেশনেই ম্যাচ কঠিন হয়। বাংলা অধিনায়ক মনোজ তিওয়ারিকে নিয়ে কিছুদিন আগেও আলোচনায় উঠেছিল লিওনেল মেসির উদাহরণ। কাতার বিশ্বকাপ জিতে অবসর নেওয়ার কথা বলেছিলেন লিও মেসি। মনোজও এই মরসুমে ট্রফি জিতেই অবসর নিতে চেয়েছিলেন। মেসি পেরেছেন, মনোজের ক্ষেত্রে মঞ্চ তেমনই প্রস্তুত ছিল। ঘরের মাঠে ফাইনাল। ম্যাচের দু-দিন আগেও মনোজ দাবি করেছিলেন একপেশে ম্যাচ হবে। সেই একপেশে ম্যাচই হচ্ছে। তবে সেটা সৌরাষ্ট্রের পক্ষে। দ্বিতীয় দিনের শেষে সৌরাষ্ট্র ৩১৭-৫। প্রথম ইনিংসে এগিয়ে ১৪৩ রানে। ম্যাচের এখনও তিন দিন বাকি। প্রথম সেশনে চেতন সাকারিয়ার প্রতিরোধ। এরপর শেলডন জ্যাকসন এবং অর্পিত বাসাভড়ার জুটি। ক্রমশ ম্যাচ থেকে হারিয়ে যেতে থাকে বাংলা। বহু কষ্টে শেলডনকে ফিরিয়ে জুটি ভাঙা গিয়েছিল। তাতেও অবশ্য লাভ হয়নি। ১৩৩ বলে ১০১ রানের পার্টনারশিপ চিরাগ জানি-অর্পিত বাসভড়ার। দিনের শেষে এই জুটি ১১৩ রানে অবিচ্ছিন্ন। এখান থেকে বাংলার ঘুরে দাঁড়ানো কার্যত অসম্ভব। ভুললে চলবে না, অর্পিত সেমিফাইনালে কর্ণাটকের বিরুদ্ধে ডাবল সেঞ্চুরি করে এসেছেন। ইডেনে দ্বিতীয় দিনের শেষে ৮১ রানে অপরাজিত অর্পিত। চিরাগ জানি রয়েছেন ৫৭ রানে। জোড়া সেঞ্চুরি হলে! তেমন দিকেই এগোচ্ছে পরিস্থিতি। তৃতীয় দিন মিরাকল হলে, আলাদা ব্যাপার।

স্টিং অপারেশনে বিপাকে

ইস্তফা দিলেন চেতন শর্মা

মুম্বই, ১৭ ফেব্রুয়ারিঃ চারমাসের মধ্যে ফের চাকরি গেল চেতন শর্মার। প্রথমবার, দল নির্বাচন নিয়ে সমালোচনার জেরে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের জাতীয় নির্বাচকের পদ খুইয়েছিলেন। দ্বিতীয়বার সেই একই চাকরি গেল মুখ খুলে। লুকনো ক্যামেরায় ভারতীয় ক্রিকেটের হাঁড়ির খবর ফাঁস করে দিয়েছিলেন চেতন। স্টিং অপারেশনের জালে ফেঁসে মুখ লুকনোর জায়গা ছিল না। চেতন যে শীঘ্রই চাকরি খোয়াবেন এমন ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল বোর্ডের অন্দরে। চরম বিতর্কের মুখে পড়ে বিসিসিআইয়ের নির্বাচন কমিটির প্রধানের পদ থেকে ইস্তফা পত্র পাঠিয়ে দেন সচিব জয় শাহের কাছে। বোর্ড সচিব ইস্তফা পত্র স্বীকার করেছেন। খবর এনএনআই সূত্রে। বিরাট কোহলির ক্যাপ্টেন্সি বিতর্ক থেকে ফিট থাকতে ক্রিকেটারদের ইঞ্জেকশন নেওয়া, সৌরভ-কোহলি সম্পর্ক নিয়ে লুকনোর ক্যামরায় সব উগরে দিয়েছিলেন চেতন। ভিডিয়ো ফাঁস হতেই ব্যপক সমালোচনা শুরু হয়। এইমুহূর্তে রঞ্জি ট্রফি ফাইনালের দেখতে কলকাতায় উপস্থিত রয়েছেন চেতন। জানা গিয়েছে, এখান থেকেই শুক্রবার সকালে জয় শাহকে ইস্তফাপত্র পাঠিয়ে দেন চেতন। বিসিসিআইয়ের তরফে তৎক্ষণাৎ তা গ্রহণ করা হয়। ঘটনার পর এক বোর্ড কর্তা বলেছিলেন, ''টিম ম্যানেজমেন্ট এবং বোর্ডের বিশ্বাস হারিয়েছেন চেতন। ক্রিকেটারদের সঙ্গে ব্যক্তিগত কথোপকথনের কথা সংবাদমাধ্যমের সামনে যেভাবে উগরে দিয়েছেন তা চিন্তার বিষয়।''

কী বলেছিলেন চেতন?

ইঞ্জেকশন। ক্রিকেটাররা ফিট থাকতে ইঞ্জেকশন নেন। এটি এমন ইঞ্জেকশন যা ডোপ টেস্টে ধরা পড়ে না। এই ইঞ্জেকশন ব্যবহার করলে ফিটনেস ৮০ শতাংশ থেকে ১০০ শতাংশ হয়ে যায়। টিম থেকে বাদ পড়ার ভয়ে ক্রিকেটাররা ইঞ্জেকশন নেন।

বিরাট-সৌরভ বিতর্ক। সবচেয়ে বেশি বিতর্ক খাড়া করেছেন বিরাট কোহলি ও সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের মধ্যে সম্পর্ক ফাঁস করে। চেতনের দাবি, সৌরভ নাকি কোনওদিন বিরাটকে পছন্দ করেন না। সৌরভের পিছনে লেগে বিরাট ক্যাপ্টেন্সি খুইয়েছেন। পাশাপাশি ক্যাপ্টেন্সি বিতর্কে বিরাটকেও মিথ্যবাদী বলেছেন তিনি।

হার্দিককে নিয়ে মন্তব্য। স্টিং অপারেশনে হার্দিক পান্ডিয়াকে ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ বলেছেন চেতন শর্মা। তাঁকে বলতে শোনা যায়, হার্দিক ভালো ক্রিকেটার, ব্যবহার খুব ভালো। আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে। এই সোফায় শুয়ে গল্প করে। দীপক হুডা, উমেশ যাদবও কিছুদিন আগে দেখা করে গিয়েছে। সবার সঙ্গে আমার ভালো সম্পর্ক।

চেতন শর্মা ইস্তফা দেওয়ায় বোর্ডের নির্বাচন কমিটির সদস্য সংখ্যা নেমে এল চারে। সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, সলিল আঙ্কোলা, এস শরথ এবং এসএস দাসকে গত জানুয়ারি মাসে বিসিসিআইয়ের নির্বাচন কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। টি-২০ বিশ্বকাপে ব্যর্থতার পর পুরো সিলেকশন কমিটিকেই বদলে ফেলার পরিকল্পনা ছিল বোর্ডের। তবে মুখ্য নির্বাচক পদে তেমন কাউকে না পাওয়ায় চেতন শর্মাকেই ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয়। দ্বিতীয়বার তাঁর মেয়াদ রইল মাসখানেকের মতো।

দিল্লি টেস্টে 'সেঞ্চুরি' পূজারার, পেলেন গার্ড অব অনার, সংবর্ধনা দিলেন সানি

নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারিঃ টেস্ট ক্রিকেটে এক অনন্য নজির গড়লেন চেতেশ্বর পূজারা। ভারতের ত্রয়োদশতম ক্রিকেটার হিসেবে ১০০টি টেস্ট ক্রিকেট খেলতে নেমেছেন দেশের নামী তারকা। ভারতীয় দল দিল্লিতে নেমেছে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচ খেলার জন্য। এই ম্যাচে ম্যাজিক সংখ্যায় পা দিলেন তিনি। সুনীল গাভাসকর, সচিন তেন্ডুলকার, রাহুল দ্রাবিড়, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, বিরাট কোহলির পরে পূজারাও ১০০তম টেস্ট খেলার নজির গড়লেন। শুক্রবার ম্যাচ শুরুর আগে অরুণ

জেটলি স্টেডিয়ামে একটি ছোট অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে বিসিসিআই চেতেশ্বর পূজারাকে সংবর্ধনা দেয়। ব্যাটিং কিংবদন্তি এবং প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সুনীল গাভাসকর তাঁর হাতে একটি টুপি উপহার হিসেবে তুলে দেন। পূজারার এই বিশেষ মুহূর্তে মাঠের মধ্যে তাঁর পাশে ছিলেন বাবা, স্ত্রী এবং মেয়ে। নাগপুরে পূজারা ৯৯তম টেস্ট খেলেছিলেন। আর দিল্লিতে তিনি ১০০ টেস্টের মাইলফলকে পৌঁছে গিয়েছেন। পূজারা এই বিশেষ দিনে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন পরিবারের সদস্যদের। সানির থেকে পুরস্কার নেওয়ার পরে পূজারা জানিয়েছেন, ''দেশের হয়ে ১০০টি টেস্ট খেলার কৃতিত্ব কম কথা নয়। আপনার কাছ থেকে এই সম্মান পাওয়া আমার কাছে পরম প্রাপ্তি। আমি ছোট থেকেই ভারতের হয়ে খেলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমি কখনও-ই ভাবিনি যে, আমি ১০০টি টেস্ট ম্যাচ খেলতে পারব। টেস্ট ক্রিকেট আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ ফরম্যাট, এটি জীবনের মতোই আপনাকে চ্যালেঞ্জ করে।''

শেষবেলায় সামি দুরন্ত

অজিরা শেষ ২৬৩ রানে

নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারিঃ নাগপুরের মতো অসহায় আত্মসমর্পণ দেখা গেল না। দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে বর্ডার-গাভাসকর সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটাররা খেটেখুটে রান তুললেন। রবীন্দ্র জাডেজা, রবিচন্দ্রন অশ্বিনদের স্পিন সামলে রান জোগাড় করলেন উসমান খোয়াজা, পিটার হ্যান্ডসকম্ব, প্যাট কামিন্সরা। যার জেরে প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার স্কোর ২৬৩ রান। সৌজন্যে খোয়াজা এবং হ্যান্ডসকম্বের অর্ধশতরান। প্রথম টেস্টে নাস্তানাবুদ হওয়ার পর শুক্রবার দিল্লির মাঠে সুইপ ও রিভার্স সুইপে ভারতের বোলারদের বেশ বিরক্ত করলেন। মহম্মদ সামি নিলেন সর্বোচ্চ চারটি উইকেট। তিনটি করে উইকেট রবীন্দ্র জাডেজা ও রবিচন্দ্রন অশ্বিন। উসমান খোয়াজা ও ডেভিড ওয়ার্নার ওপেনিং জুটিতে ৫০ রানের পার্টনারশিপ খেলেন। খোয়াজার ব্যাটিংয়ে আত্মবিশ্বাস ধরা পড়ছিল। কিন্তু ওয়ার্নারকে বেশ নড়বড়ে দেখিয়েছে। মহম্মদ সিরাজ নিজের প্রথম স্পেলে ওয়ার্নারকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়লেন। বল একবার লাগল হেলমেটে। দ্বিতীয়বার কনুইয়ের কাছে। সিরাজ মঞ্চটা যখন তৈরি করছেন ঠিক তখনই ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মা বল তুলে দেন মহম্মদ সামির হাতে। বল হাতে নিয়েই সফল সামি। সামির বল ওয়ার্নারের ব্যাটের কানায় লেগে উইকেটকিপার কোনা শ্রীকর ভরতের হাতে জমা পড়ে। খোয়াজা অশ্বিন ও জাডেজার মোকাবিলা করলেও মার্নাস লাবুশেনকে (১৮) দ্রুত ফেরান অশ্বিন। এক বল পরই শূন্য রানে প্যাভিলিয়নের পথ ধরেন স্মিথ। ৩ বলের ব্যবধানে সাজঘরে ফেরেন লাবুশেন ও স্মিথ। দিনের প্রথম ও দ্বিতীয় সেশনে ৩-৩টি করে উইকেট হারায় অস্ট্রেলিয়া। দ্বিতীয় সেশনে প্রথম উইকেট নেন মহম্মদ সামি। সিরিজে প্রথম ম্যাচ খেলতে নামা ট্রেভিড হেড (১২) দ্বিতীয় স্লিপে লোকেশ রাহুলের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন। ম্যাচে লোকেশ রাহুলের দ্বিতীয় অনবদ্য ক্যাচ ছিল উসমান খোয়াজার। ১২৫ বলে ৮১ রান করেন খোয়াজা। ভারতের কাছে খোয়াজার উইকেট ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ৪৬তম ওভারে রবীন্দ্র জাডেজার বলে রিভার্স সুইপ হাঁকাতে গিয়েছিলেন খোয়াজা। শূন্য ঝাঁপিয়ে এক হাতে অনবদ্য ক্যাচ নেন রাহুল। দ্বিতীয় সেশনের দ্বিতীয় উইকেট অ্যালেক্স ক্যারির (০)। রবিচন্দ্রন অশ্বিনের বলে বিরাটের হাতে ক্যাচ তুলে দেন। ১৬৮ রানে ষষ্ঠ উইকেট হারানোর পর পিটার হ্যান্ডসকম্ব এবং ক্যাপ্টেন প্যাট কামিন্স ইনিংস সামলান। জুটিতে দলীয় স্কোর নিয়ে যায় ২০০-র উপরে। জাডেজা কামিন্সকে আউট করে ৫৯ রানের জুটি ভাঙেন। শেষদিকে নাথান লিয় এবং ম্যাক

কুহনম্যানের উইকেট নিয়ে ইনিংস গুটিয়ে দেন মহম্মদ সামি। হ্যান্ডসকম্ব ৭২ রানে অপরাজিত থেকেছেন। দিনের শেষে প্রথম ইনিংসে ভারতের স্কোর বিনা উইকেটে ২০। প্রথম ইনিংসে ভারত পিছিয়ে ২৪২ রানে। দ্বিতীয় দিনের খেলা জমে যাবে বলেই আশা ক্রিকেটপ্রেমীদের।

ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড কেনার জন্য টাকার বৃষ্টি! দৌড়ে সৌদি আরব

রিয়াধ ও ম্যাঞ্চেস্টার, ১৭ ফেব্রুয়ারিঃ শীঘ্রই ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের মালিকানা বদল হতে চলেছে। টেলিগ্রাফের এক রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব ম্যান ইউ কেনার জন্য বিড জমা দিয়েছে সৌদি আরব। ইংলিশ ফুটবলের অন্যতম ধনী ক্লাব ম্যান ইউ। ফলে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর পুরনো ক্লাব কেনার জন্য যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হতে চলেছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ১৩ বারের ইপিএল চ্যাম্পিয়ন রেড ডেভিলসদের মালিকানা নিয়ে কম নাটক হয়নি। গত ১৭ বছর ধরে এই ক্লাবের মালিকানা রয়েছে গ্লেজার পরিবারের হাতে। রেড ডেভিলসের সমর্থকরা বিভিন্ন সময় গ্লেজার পরিবারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানিয়েছে। এ বার সত্যিই বদলে যেতে চলেছে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের মালিকানা। নিলামের আসরে বাজিমাত করবে কে? নজর থাকবে সেদিকেই। সৌদি আরবের

রাজধানী রিয়াধের বেশ কয়েকটি ব্যক্তিগত গ্রুপও ম্যান ইউ কেনার ব্যাপার নিয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের অন্যতম সমর্থক ব্রিটিশ ধনকুবের জিম র‍্যাটক্লিফ রাসায়নিক সংস্থা আইএনইওএসের প্রতিষ্ঠাতা। সংবাদসংস্থা রয়টার্স সূত্রের খবর অনুযায়ী, মার্কিন প্রাইভেট ইক্যুইটি ফার্ম এবং একাধিক কাতারি বিনিয়োগকারীদের পাশাপাশি জিম র‍্যাটক্লিফও ম্যান ইউ কেনার নিলামে বড় দর ডাকতে পারেন। ম্যান ইউ কিনতে একাধিক গোষ্ঠী ইচ্ছেপ্রকাশ করেছে। তেমনই সৌদি আরবও রেড ডেভিলস কেনার দৌড়ে ঢুকে পড়েছে। ডেলয়েটের বিশ্লেষণ অনুসারে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড বিশ্বের চতুর্থ ধনী ফুটবল ক্লাব। ব্লুমবার্গ নিউজের একটি প্রতিবেদন অনুসারে কাতারি রয়্যালস প্রায় ৫ বিলিয়ন পাউন্ডের বিড করবে। বর্তমানে ৮ বিলিয়ন পাউন্ডের বিনিময়ে ম্যান ইউ বিক্রি হতে পারে বলে জানা গিয়েছে। তেমনটা হলে, টড বহেলির চেলসি কেনার জন্য দেওয়া অর্থের থেকেও এটি অনেক বেশি হতে চলেছে। তেমনটা হলে, ম্যান ইউয়ের বিক্রি সবচেয়ে বড় ক্রীড়া চুক্তি হতে চলেছে। উল্লেখ্য, ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের শেয়ারের একটি ছোট অংশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তালিকায় রয়েছে। যার বাজার মূলধন ৪ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি।

সুতায় ঝুলছে মেসি-নেইমার-এমবাপেদের কোচের ভাগ্য

প্যারিস, ১৭ ফেব্রুয়ারিঃ টানা তিন হারে এখন রীতিমতো কাঁপছে পিএসজি। শুরুটা হয়েছিল ফরাসি কাপে মার্শেইয়ের কাছে ২-১ গোলে হার দিয়ে। এ হারে কাপ জেতার স্বপ্ন শেষ হয়ে যায় মেসি-নেইমার-এমবাপেদের। ফরাসি লিগ 'আ'তে পরের ম্যাচে মোনাকোর কাছে হারে ৩-১ গোলে। সেই হারের পর শঙ্কায় পড়েছে লিগে পিএসজির শীর্ষস্থান। তবে পিএসজির বিপর্যয় সবচেয়ে বেড়েছে চ্যাম্পিয়নস লিগে বায়ার্ন মিউনিখের কাছে ১-০ গোলে হারের পর। ঘরের মাঠে এই হার পিএসজিকে ঠেলে দিচ্ছে বিদায়ের দিকে। আর দল বিদায় নিলে সবচেয়ে বড় খড়্গটা পড়তে পারে পিএসজি কোচ ক্রিস্তফ গালতিয়েরের ওপর। ফরাসি সংবাদমাধ্যম আরএমসি স্পোর্টস বলছে, ৮ মার্চ বায়ার্নের বিপক্ষে দ্বিতীয় লেগে ঘুরে দাঁড়াতে ব্যর্থ হলে বিদায় নিতে হতে পারে গালতিয়েরকে। এই ফরাসি কোচের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে সেই ম্যাচের ফলাফলের ওপর। সাধারণত বড় দলগুলোতে কোচের ভাগ্য নির্ভর করে বড় ম্যাচে পারফরম্যান্সের ওপর। তবে দলটির নাম যদি হয় পিএসজি, তবে কথাটা যেন আরও বেশি সত্যি। গালতিয়েরেরও এখন

সেই শঙ্কায় আছেন। এই কোচ দায়িত্ব নেওয়ার পর অবশ্য তাঁর সামর্থ্য নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন অনেকে। টানা তিন ম্যাচ হারের পর বিরোধী শিবিরের অবস্থানও এখন অনেক বেশি শক্তিশালী হয়েছে। ২০১১ সালের পর আর কখনো টানা তিন ম্যাচে হারেনি পিএসজি। পিএসজির এমন হতশ্রী পারফরম্যান্সের জন্য দায়ী করা হচ্ছে গালতিয়েরের কোচিংয়ের ধরনকে। একই ফরমেশনে বৈচিত্র্যহীনভাবে তিনি দলকে খেলিয়ে যাচ্ছেন। এখন দলটির খেলার ধরনও সবাই বুঝে গেছে। বায়ার্নের বিপক্ষেও চাপের মুখে ভিন্ন কিছু করে চমকে দিতে ব্যর্থ হয়েছেন পিএসজি কোচ। এমবাপে চোটে থাকায় গতিময় হুগো একিতিকেকে না খেলানোর সিদ্ধান্তও পছন্দ হয়নি অনেকের। এমনকি মাঠের বাইরে মেসি-নেইমার-এমবাপের মতো বড় তারকাদের সামলাতে তিনি কতটা সফল, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। বিশেষ করে লম্বা সময় ধরে নেইমার-এমবাপের দ্বন্দ্ব আলোচনার কেন্দ্রে থাকলেও তা নিরসনে বড় ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হয়েছেন গালতিয়ের। গালতিয়েরের বিদায়ের ভবিষ্যদ্বাণী করার পাশাপাশি আরএমসি সম্ভাব্য কোচের নামও জানিয়েছে। এ ক্ষেত্রে জিনেদিন জিদানকেই এগিয়ে রাখছে তারা। আগে থেকেই কাতারি মালিকানাধীন ক্লাবটির বিশেষ পছন্দের ছিলেন জিদান। তবে জাতীয় দলের দায়িত্ব নেওয়ার অপেক্ষায় থাকা জিদান সে সময় অন্য কোনো প্রস্তাব বিবেচনা করেননি। ফ্রান্সের সঙ্গে দিদিয়ের দেশম চুক্তি নবীকরণ করার পর এখন পিএসজিতে আসার পথটা উন্মুক্ত হলো জিদানের জন্য। তবে যেকোনো সিদ্ধান্তের জন্য পিএসজি যে বায়ার্নের বিপক্ষে দ্বিতীয় লেগের ম্যাচ পর্যন্ত অপেক্ষা করবে, তা বলাই যায়।

আইপিএল শুরু ৩১ মার্চ

মুম্বই, ১৭ ফেব্রুয়ারিঃ আইপিএল শুরু হবে ৩১ মার্চ। প্রথম ম্যাচে খেলবে ধোনির চেন্নাই বনাম হার্দিকের গুজরাট। প্রথম ম্যাচটি খেলা হবে আমেদাবাদে। ধোনির চেন্নাই সুপার কিংস ও হার্দিক পান্ডিয়ার গুজরাট টাইটান্স উদ্বোধনী ম্যাচে খেলবে। আইপিএলের সূচনাও হবে মোদির শহরে। যে শহর আবার বোর্ড সচিব জয় শাহেরও। প্রায় দু'মাস ব্যাপী হবে আইপিএলের আসর। ফাইনাল ম্যাচ ২৮ মে। এবার আইপিএলের দুটি গ্রুপ করা হয়েছে। এ গ্রুপে রয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স, মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, রাজস্থান রয়্যালস, ডেকান চার্জারস ও লখনউ সুপার জায়ান্টস। বি গ্রুপে রয়েছে চেন্নাই সুপার কিংস, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু, পাঞ্জাব কিংস, গুজরাট টাইটান্স ও সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। মোট ১২টি মাঠে হবে এ বারের আইপিএলের আসর। দশ দলের ১০টি মাঠ ছাড়াও আরও ২টি মাঠও রয়েছে। মাঠগুলি হল আমদাবাদ, মোহালি, লখনউ, হায়দরাবাদ, বেঙ্গালুরু, চেন্নাই, কলকাতা, জয়পুর, মুম্বই, গুয়াহাটি ও ধরমশালা। ১ এপ্রিল অ্যাওয়ে ম্যাচ দিয়ে কেকেআর তাদের আইপিএলে অভিযান শুরু করবে। কেকেআরের বিপক্ষ দল পাঞ্জাব কিংস।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501